

বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

২০২১/২

শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান:

কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়?

unesco

Sustainable Development Goals

Global Education Monitoring Report

বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ

২০২১/২

শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান:

কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়?

শিক্ষা ২০৩০ বিষয়ক ইঞ্চিওন ঘোষণা এবং এর কর্ম-কাঠামো অনুযায়ী, বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের সুনির্দিষ্ট ম্যান্ডেট হচ্ছে 'এসডিজি ৪ এবং অন্যান্য এসডিজিগুলোতে শিক্ষাবিষয়ক পরিবীক্ষণ ও প্রতিবেদন তৈরির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে কাজ করা'। এর পাশাপাশি, আরও দায়িত্ব হচ্ছে, 'জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কৌশলসমূহের বাস্তবায়নের উপর প্রতিবেদন তৈরি করা, যাতে করে, সামগ্রিক এসডিজি অনুসরণ ও পর্যালোচনার অংশ হিসেবে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য তাদের সকলকে জবাবদিহি করতে সহায়তা করা যায়'। ইউনেস্কোর উদ্যোগে গঠিত একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র দল এই প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে।

এই প্রকাশনায় প্রকাশিত কোন দেশ, ভূখণ্ড, নগর বা এলাকা অথবা এর কর্তৃপক্ষের আইনি অবস্থা বা অবস্থান, অথবা এর সীমানা নির্দেশনা সংক্রান্ত কোন তথ্য-উপাত্ত ও বক্তব্য কোনভাবেই ইউনেস্কোর মতামতের প্রতিফলন নয়।

এই প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যের উপস্থাপনা এবং প্রকাশিত মতামতের জন্য বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন দল দায়বদ্ধ, এবং এসব মতামত কোনভাবেই ইউনেস্কোর নয় এবং এসবের জন্য সংগঠনটি অঙ্গীকারবদ্ধ নয়। এই প্রতিবেদনে ব্যক্ত সকল ধারণা ও মতামতের দায়দায়িত্ব এই পরিবীক্ষণ দলের পরিচালকের।

বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদক দল

পরিচালক: মানোস আন্তনিনিস

দানিয়েল এপ্রিল, বিলাল বরকত, মারসেলা মারিয়া বারিয়স রিভেরা, ম্যাডেলিয়েন ব্যরী, ক্যাথরিন ব্লাক, নিকোল বেলা, সেলিয়া এগুয়েনা কালভও গুতিয়েরেজ, দানিয়েল কারো ভাস্কুয়েজ, আনা ক্রিশ্চিয়ানা ডিয়াদ্দিও, দিমিত্রা দাফালিয়া, দিমিত্রি দাভিদভ, ফ্রান্সেস্কা এন্দিরিজ্জি, কন্সতানযা জিনেস্ত্রা, চাঁদনী জৈন, প্রিয়াদর্শিনি জশি, মারিয়া-রাফায়েলা কালদি, জোসেফ কিয়েঞ্জে, ক্রেগ লেইরড, কেটি ল্যাজারও, কেটি লিক্কিন্স, ক্যামিলা লিমা দি মোরিয়েস, কাসিয়ানি লিথ্রাঙ্গমিতিস, আনিসা মেহতার, ক্লদিয়া মুকিযাওা, ইউকি মুরাকামি, ম্যানুয়েলা পস্নো পলাঙ্কো, জুডিথ রান্দ্রিআনাতোয়াভিনা, কেট রেডম্যান, মারিয়া রজনভ, লরা ইস্পতিপানোভিচ, উল্রিখ যাসে ভান ভুরেন, জুলিয়ানা যাপাতা, লেমা যেক্রিয়া এবং জিয়াহেং ঝো

বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন একটি স্বাধীন বার্ষিক প্রকাশনা। বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়নে নিম্নোলিখিত সরকার, বহুজাতিক সংস্থা ও বেসরকারি ফাউন্ডেশন আর্থিক সহয়তা দিয়েছে। এই প্রতিবেদন প্রনয়ন প্রক্রিয়ায় সার্বিক সহযোগিতা করেছে ইউনেস্কো।

বর্তমান লাইসেন্স এই প্রকাশনার টেক্সটের জন্য এককভাবে প্রযোজ্য। ছবি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

ইউনেস্কো একটি উন্মুক্ত প্রকাশনা সংস্থা যেখানে প্রকাশনাসমূহ ইউনেস্কো'র তথ্য ভাণ্ডারে অনলাইনে বিনামূল্যে পাওয়া যায়। ইউনেস্কো'র এই প্রকাশনা বাজারজাতকরণে প্রিন্টিং অথবা কাগজে মুদ্রণ বা সিডি এবং বিতরণের খরচ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তবে তা কোন লাভের উদ্দেশ্যে নয়।

এই প্রকাশনার রেফারেন্স হচ্ছে: ইউনেস্কো. ২০২১। *বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন* ২০২১/২ : শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান: কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়? প্যারিস, ইউনেস্কো।

@ ইউনেস্কো, ২০২১
দ্বিতীয় সংস্করণ
২০২১ সালে জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত
৭, প্লেস দ্য ফন্তেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস, ০৭ এসপি ফ্রান্স

কম্পিউটার কম্পোজে ইউনেস্কো
গ্রাফিক ডিজাইনে অপটিমা গ্রাফিক ডিসাইন কন্সাল্ট্যান্টস লিমিটেড
অলংকরণে অপটিমা গ্রাফিক্স ডিজাইন কন্সাল্ট্যান্ট লিমিটেড

প্রচ্ছদের ছবি: ইয়াপ জহিস ভানস/
সুপার ফরমসা ফটোগ্রাফি
শিরোনাম: নেদারল্যান্ডে স্কুল ব্যবস্থার বিভিন্ন পন্থা

চিত্রন: হোসাটনিক এসআরএল ইউনিপারসনেল
কার্টুন: জুলিও ক্যারিওন কুয়েভা (ক্যারী) এবং
মিগুয়েল মোরালেস মাদ্রিগাল

ইনফোগ্রাফিক্স: হোসাটনিক এসআরএল ইউনিপারসনেল

এই প্রকাশনাটি সবার জন্য উন্মুক্ত।এটি Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) থেকে (http://creativecommoms.org/licenses/by-sa/3.0/igo) লাইসেন্সপ্রাপ্ত। ওপেন অ্যাক্সেস ব্যবহার করে এটি পাওয়া যায়। ইউনেস্কো'র ওপেন অ্যাক্সেস রিপোজিটোরির (http:// www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en) শর্তাবলী মেনে চলা সাপেক্ষে ব্যবহারকারীরা এই প্রকাশনার বিষয়বস্তু ব্যবহার করতে পারবেন।

স্পষ্টভাবে ইউনেস্কো'র অধিকারভুক্ত নয় এমন কোন পাঠসামগ্রী ব্যবহার করার জন্য, নিচে প্রদত্ত লিঙ্ক থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে: publication.copyright@unesco.org অথবা ইউনেস্কো প্রকাশনা ভবন, ৭, প্লেস দি ফন্তেনয়, ৭৫৩৫২ প্যারিস, ০৭ এসপি ফ্রান্স থেকে অনুমতি নিতে হবে।

ED-2021/WS/38

বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সিরিজ

২০২১/২২	শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়?
২০২০	শিক্ষায় সন্নিবেশ: সব বলতে সবকিছু
২০১৯	অভিবাসন, বাস্তুচ্যুতি এবং শিক্ষা: দেয়াল নয়, প্রয়োজন সেতুবন্ধন
২০১৭/১৮	শিক্ষায় জবাবদিহিতা: আমাদের দায়বদ্ধতা পূরণ
২০১৬	মানুষ ও বিশ্বের জন্য শিক্ষা: সবার জন্য টেকসই ভবিষ্যৎ নির্মাণ

ইএফএ (EFA) বৈশ্বিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সিরিজ

২০১৫	সবার জন্য শিক্ষা ২০০০-২০১৫ অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ
২০১৩/১৪	শিক্ষা ও শিখন: সবার জন্য উৎকর্ষ অর্জন
২০১২	দক্ষ যুবশক্তি: কর্মমুখী শিক্ষা
২০১১	গোপন সংকট: সশস্ত্র সংঘর্ষ ও শিক্ষা
২০১০	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছানো
২০০৯	অসমতার সমাধান: কেন সুশাসন জরুরি
২০০৮	২০১৫-এর মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা: আমরা কি অর্জন করতে পারব?
২০০৭	সবল ভিত্তি: প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা ২০০৬ জীবনের জন্য সাক্ষরতা
২০০৫	সবার জন্য শিক্ষা: মানের অপরিহার্যতা
২০০৩/৪	জেন্ডার ও সবার জন্য শিক্ষা: সমতা অভিমুখে যাত্রা
২০০২	সবার জন্য শিক্ষা: পৃথিবী কি সঠিক পথে আছে?

https://doi.org/10.54676/TGOO7357

এই প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি এখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে: Bit.ly/2021gemreport

শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ১

মূলবার্তা ১
সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জোড়ালো সমর্থন ৩
বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক.....৩
সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন জনশ্রুতি.....৫
সুযোগ.....৯
সুশাসন ও বিধান.....১০
অর্থায়ন.....১১
প্রভাব বিস্তার.....১৩
প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা.....১৪
উচ্চতর শিক্ষা ১৫
কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং বয়স্ক শিক্ষা.....১৬

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষা পরিবীক্ষণ ২১

সুপারিশমালা.....১৭
কোভিড-১৯.....২২
লক্ষ্যমাত্রা ৪.১. প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা.....২৫
লক্ষ্যমাত্রা ৪.২. শৈশবের শুরুতে.....২৫
লক্ষ্যমাত্রা ৪.৩ কারিগরি, বৃত্তিমূলক, উচ্চতর শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা.....২৬
লক্ষ্যমাত্রা ৪.৪. কাজের দক্ষতা.....২৭
লক্ষ্যমাত্রা ৪.৫. ন্যায্যতা.....২৭
লক্ষ্যমাত্রা ৪.৬. সাক্ষরতা ও গণনাজ্ঞান.....২৮
লক্ষ্যমাত্রা ৪.৭. টেকসই উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্ব.....২৯
লক্ষ্যমাত্রা ৪.ক. শিক্ষার সুবিধাদি ও শিখন পরিবেশ.....২৯
লক্ষ্যমাত্রা ৪.খ. বৃত্তি ২৯
লক্ষ্যমাত্রা ৪.গ. শিক্ষক..... ৩০
অন্যান্য এসডিজিতে শিক্ষা..... .....৩০
অর্থায়ন পরিবীক্ষণ.....৩১



কৃতিত্ব: ইউনিসেফ/অলিভিয়ে আসেলি

শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

মূলবার্তা

শিক্ষার এমন কোনো স্তর বা শাখা নেই যেখানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জড়িত নয়।

সহজভাবে বলতে গেলে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান না থাকলে বিশ্বের ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি শিশুর শিক্ষার দায়ভার রাষ্ট্রের ওপর পড়ত। শিশুদের ব্যবহার্য পাঠ্যপুস্তক, ক্যান্টিনের খাবার, বাড়তি সুবিধা, দক্ষতা অর্জন ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ অবদান রাখে।

বেশিরভাগ মানুষ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করে।

৩৪টি মধ্যম ও উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে প্রতি চারজনের তিনজনই শিক্ষায় সরকারের অধিক বরাদ্দ চায়, অসম আয়ের দেশে এই জনসমর্থন আরও বেশি। এসব দেশের প্রতি দশজনের নয়জনই মনে করে, শিক্ষাব্যবস্থা মূলত সরকারি হওয়া উচিত।

এই জনসমর্থন অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে।

যেখানে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অপ্রতুল এবং তাদের গুণগত মান হ্রাস পাচ্ছিল, সেখানে অনেক পরিবারই এসব প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছে। বিগত দশ বছরে বিশ্বজুড়ে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সাত শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে: ২০১৩ সাল পর্যন্ত প্রাথমিকে ১৭% বেড়েছে, ২০১৪ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিকে ২৬% বেড়েছে । এরপর থেকে এটা মোটামুটি স্থির রয়েছে। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতকরা ৩৬ জন প্রাথমিকে এবং মাধ্যমিকে ৪৮ জন ভর্তি হয়।

সরকারি শিক্ষা অবৈতনিক নয়।

বিশ্বব্যাপী শিক্ষাখাতে সর্বমোট খরচের ৩০% আসে পরিবার থেকে এবং নিম্ন ও নিম্নমধ্যম আয়ের দেশগুলোতে এই হার ৩৯% শতাংশ। ধনী পরিবারের সন্তানদের প্রতিযোগিতামূলক বাড়তি সুবিধা দেয়ার প্রচেস্টাই অনেকাংশে দায়ী। বিনা বেতনে পড়ানোর জন্য সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেও প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষাক্ষেত্রে সিংহভাগ ব্যয় হয়। শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করার জন্য বিশ্বজুড়ে ৮% পরিবার ঋণ করে, যা নিম্ন আয়ের দেশে বেড়ে ১২%এ দাঁড়িয়েছে এবং হাইতি, কেনিয়া, ফিলিপাইন ও উগান্ডায় এই হার ৩০ শতাংশ বা তারও অধিক বেড়েছে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ক্ষেত্রেই অর্ন্তভূক্তিমূলক নয়।

অনেক ক্ষেত্রেই সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা স্তরবিন্যাস ও বিভাজন প্রতিরোধে সক্ষম হয়নি। প্রোগ্রাম ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট এসেসমেন্ট ডেটার ওপর ভিত্তি করে স্কুলে সামাজিক বৈচিত্রের এক সূচকে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, চিলি এবং মেক্সিকোতে শিক্ষাব্যবস্থায় অধিক স্তরবিন্যাস ছিল, এক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের আধিক্যের কারণে শুধু চিলিই সমালোচিত হয়েছে।

কোন ব্যবস্থায়ই একে অন্যের চেয়ে ভালো মানের শিক্ষা প্রদান করে না।

৩০টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, পরিবারের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কথা বিবেচনা করলে বেসরকারি স্কুলে অধ্যয়নের সুবিধা অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশে নেমে এসেছে। ৪৯টি দেশের নমুনা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ধনী পরিবারের শিক্ষার্থীদের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সম্ভাবনা কম আয়ের পরিবারের শিক্ষার্থীদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি। এতে আরও দেখা যায়, অভিভাবকরা স্কুল পছন্দ করার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানের চেয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ, সহজ যাতায়াত এবং তাদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেন, কারণ শিক্ষার মান বিষয়ে তাদের কাছে সঠিক তথ্য থাকে না।

যেখানে প্রয়োজন বেশি সেখানে নিয়ন্ত্রণ, পর্যবেক্ষণ ও আইনের প্রয়োগ কম দেখা যায়।

PEER এর ওয়েবসাইটে ২১১টি শিক্ষাব্যবস্থার ওপর পরিচালিত গবেষণা থেকে জানা যায়, শিক্ষাখাতের বিধিমালাগুলো মূলত রেজিস্ট্রেশন, অনুমোদন বা লাইসেন্স প্রদান (৯৮%), শিক্ষকতার সনদ প্রদান (৯৩%), অবকাঠামো (৮০%), শিক্ষার্থী/শিক্ষক অনুপাতের (৭৪%) ওপর জোর দেয়। শিক্ষার গুণগতমান বা ন্যায্যতার বিষয়ে বিধিমালায় খুব কম উল্লেখ থাকে: পক্ষান্তরে বিধিমালায় বেতন-সংক্রান্ত ৬৭%, শিক্ষার্থীদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে ৫৫%, মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা-সংক্রান্ত ২৭% এবং সুবিধাবঞ্চিতদের ভর্তির কোটা-সংক্রান্ত মাত্র ৭% উল্লেখ থাকে। ব্যক্তিগত শিক্ষাদান বা টিউশনির জন্য ৪৮% দেশে কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও ১১% দেশে তা বাণিজ্যিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

প্রাক-প্রাথমিক, কারিগরি, উচ্চতর শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি বেশি।

এখানে সমতা ও গুণগত মানের অভাব লক্ষ্যণীয়। বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিক ও উচ্চতর শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় এসব প্রতিষ্ঠানে শহুরে ধনীদের প্রতিনিধিত্ব অনেক বেশি। যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা শিক্ষার্থীদের ভালো ফলাফলকে ব্যাহত করছে। প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে, যেমন অস্ট্রেলিয়ার TVET FEE-HELP ঋণ প্রদান কর্মসূচি এবং ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জবাবদিহিতা বাড়াতে এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া জোরদার করতে বাধ্য করা হয়েছে, যাতে বেসরকারি ব্যবস্থার মানের আরও উন্নতি হয় এবং কর্মসংস্থান নিশ্চিতকরণে সহায়ক হয়।

সরকারের উচিত সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের একই ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখা।

শিক্ষার মান, তথ্য, প্রণোদনা এবং জবাবদিহিতা সরকারকে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার রক্ষা, সম্মান এবং শিক্ষার অধিকার পূরণে সহায়তা করবে যেন কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠী পক্ষপাতিত্ব বা বঞ্চনার শিকার না হয়। সরকারি অর্থায়নে শিক্ষা সবার জন্য উন্মুক্ত নাও হতে পারে, তবে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষম্য, শিক্ষার্থীর ফলাফল এবং শিক্ষকের কাজের পরিবেশকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। দক্ষতা ও উদ্ভাবনের কোন বাণিজ্যিক গোপনীয়তা থাকবে না বরং এগুলোকে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে যেন সকলে চর্চা করতে পারে। এটি অর্জনের জন্য সরকারি শিক্ষানীতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রাখা প্রয়োজন।

সরকার সবসময়ই শিক্ষার নেতৃত্ব প্রদান করেনি। ঐতিহাসিক কাল থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্ম, পরিবার ও বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রচলন ছিল। আঠার শতকের শেষের দিকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং সরকারি স্কুলের মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা ও জাতীয়তাবাদের বিকাশকে আরোও শক্তিশালী করার সুযোগ দেখতে পায়। আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিস্তর অবদানের ফলশ্রুতিতে সরকারিভাবে শিক্ষার পেছনে বিপুল পরিমাণে ব্যয়ের ধারণা বিবর্তিত হয়। বিশ শতকে সদ্যস্বাধীন দেশগুলো উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তির প্রতীকসরূপ সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলে। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা সর্বদা মহৎ আদর্শ বা শাসক মতাদর্শ প্রচারের লক্ষ্যে কাজ করে। এভাবে নতুন শিক্ষাব্যবস্থা পুরনো কাঠামোর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং তাকে বাতিল করে।

তথাপি শিক্ষা একটি বেসরকারি বিষয়ও বটে। অধিকতর শিক্ষা অর্জন ব্যক্তি পর্যায়ে সুযোগ বৃদ্ধি করলেও অন্যরা এমন সুযোগ থেকে বাদ পড়তে পারে। যারা শিক্ষার সিঁড়ি আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন তারা উন্নত জীবনযাত্রা এবং অধিক উপার্জনে সক্ষম হন। শিক্ষাব্যবস্থা যেহেতু সবাইকে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দিতে সক্ষম হয়না, তাই পরিবার থেকে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সেই সুযোগ দেওয়ার জন্য জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করে। এই ধরনের প্রতিযোগিতা থেকে যে চাহিদা তৈরি হয়, তার ফলে শিক্ষার উপকরণ ও সেবা সরবরাহও বৃদ্ধি পায়। জাতীয় প্রেক্ষাপট এবং পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাসেবা প্রদানকেন্দ্রিক বাজারের বিকাশ হতে পারে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে জোড়ালো সমর্থন

শিক্ষাবিষয়ক সিদ্ধান্ত শিশুদের জীবন নির্ধারণ করে। সুতরাং অভিভাবকদের শুধু সহজ আর্থিক হিসাব না করে একাধিক বিষয় বিবেচনা করতে হবে। কী, কীভাবে, কার দ্বারা এবং কোথায় শেখানো হয় এবং তা প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা সেটি বিবেচনা করে অভিভাবক ও অন্যান্য শিক্ষাশরিকগণ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। এসকল সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে মূলত দুটি বিষয় বিবেচনা করেন : সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও বিতরণ এবং পরিবর্তনশীল সমাজের উপযোগী বিশ্বাস ও মূল্যবোধ। শিক্ষা বিষয়ক সিদ্ধান্ত অত্যন্ত রাজনৈতিক এবং তা রাজনৈতিক দলের এজেন্ডায় স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত অথবা অন্তর্নিহিত থাকে। ব্যক্তিক আদর্শ ও পরিস্থিতিগত কারনসমূহের সাথে সাথে সামাজিক প্রতিকূলতা সম্পর্কে ধারণা এবং কীভাবে সরকার, ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ একে অপরের সাথে সম্পর্কিত সেটা দেশভেদে বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। এইসব চিন্তাধারা সরকারের নীতিনির্ধারণে প্রভাব ফেলে এবং কারা উপকৃত হবে সেটাও নির্ধারণ করে দেয়।

গবেষণায় দেখা যায়, উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থন অনেক বেশি। সাম্প্রতিককালে ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, স্পেন, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্যে জরিপ থেকে দেখা যায়, যখন উত্তরদাতাদের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য সম্ভাব্য আটটি ক্ষেত্রের অগ্রাধিকার দিতে বললে তারা শিক্ষাকে সর্বোচ্চ প্রাধাণ্য দেয় ২৮%, দ্বিতীয় অবস্থানে স্বাস্থ্যসেবা খাত ২২% হিসেবে উল্লেখ করেন। যখন উত্তরদাতাদের শতকরা ৭৭ ভাগ স্কুল পছন্দ করাকে সমর্থন করেন, তখন ৬০ ভাগের অধিক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারি স্কুলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অস্বীকার করেন।

সরকারের ভূমিকার ওপর ২০১৬ আন্তর্জাতিক সামাজিক সমীক্ষা প্রোগ্রাম (I SSP) এর বিশ্লেষণের একটি বিশেষ মডিউল রয়েছে। এই বিশ্লেষণের জন্য একটি গবেষকদল নিযুক্ত করা হয় এবং সরকারি শিক্ষা সহায়তার নমুনা ব্যবহার করে সরকারের ভূমিকার উপর ১০টি মধ্যম আয়ের দেশসহ ৩৫টি দেশের চিত্র তুলে ধরা হয়। শতকরা ৮৯% প্রাপ্তবয়স্ক উত্তরদাতা সরকারের অধীনে স্কুলশিক্ষা প্রদানকে প্রাথমিক দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আর ৬% উত্তরদাতা পরিবারের কথা বলেছেন এবং ৫% অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের (বেসরকারি কোম্পানি এবং লাভজনক প্রতিষ্ঠান; অলাভজনক সংস্থা, দাতব্য সংস্থা এবং সমবায়; এবং ধর্মীয় সংস্থাগুলির) কথা বলেছেন। কিন্তু বেসরকারি শিক্ষার প্রতি জোড়ালো মতামত ব্যক্ত হয়েছে উত্তরদাতাদের মধ্যে ভারতে (৪৬%)[১], ফিলিপাইনে (৬৩%) এবং চিলিতে (৭৬%) সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি সর্বনিম্ন সমর্থন ব্যক্ত করেছেন (**চিত্র ১**)।

বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে বিতর্ক

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষার পক্ষে-বিপক্ষের যুক্তিবাদীরা মূলত শিক্ষা ব্যবস্থার কার্যক্ষমতা, সমতা, অন্তর্ভুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ে কথা বলেন। এই যুক্তিতর্কের মূল উদ্দেশ্য এটি ভেবে দেখা শিক্ষা কি একটি পণ্য নাকি সেবা যা বাজার থেকে ব্যবস্থার মাধ্যমে কেনা যাবে অথবা সর্বসাধারন শিক্ষাকে বেছে নিতে পারবে এমন একটি বিষয়।

বেসরকারি শিক্ষা কি বেশি সাশ্রয়ী?

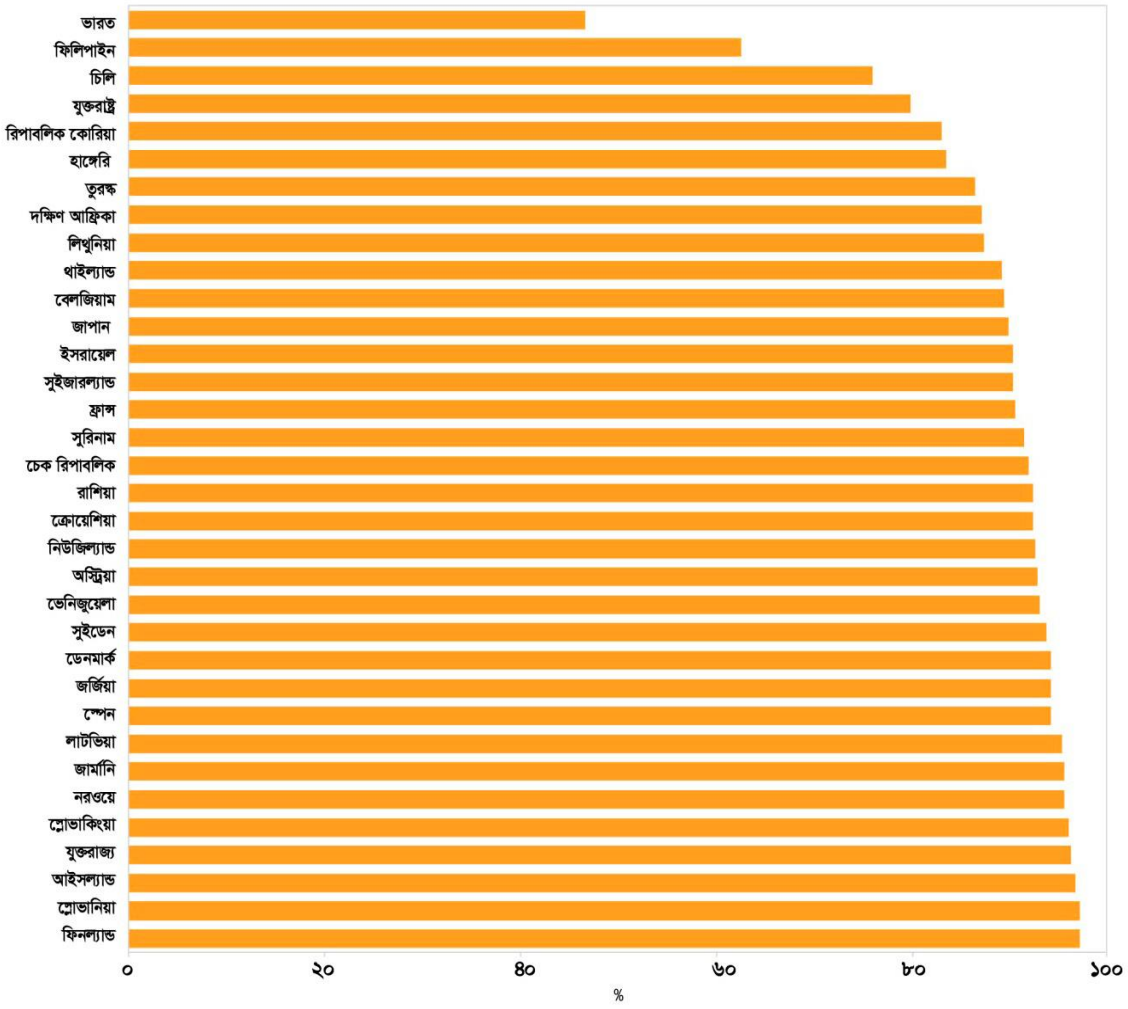
বেসরকারি শিক্ষার পক্ষের ব্যক্তিরা এই যুক্তি দেন যে, রাষ্ট্রের পক্ষে সব ধরনের শিক্ষা প্রদান সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বেসরকারি শিক্ষা দাতব্য প্রতিষ্ঠান বা বিশ্বাস অথবা অন্য কোনো ধারণা বা লাভের ভিত্তিতে গড়ে উঠলেও শিক্ষাপণ্য বা সেবা হিসেবে যদি চাহিদা পূরণে সক্ষম হয়, তাহলে ঠিক প্রথাগত বাজার না হলেও একটি পরিকল্পিত বাজার তৈরি হয়। এই বাজার থেকে সাশ্রয়ী উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব।

১ এই আঞ্চলিক প্রতিবেদনটি শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর দক্ষিণ-এশিয়ার জন্য নিবেদিত

চিত্র ১:

বেশিরভাগ দেশের ক্ষেত্রে দেখা গেছে ৮০% এর বেশি জনগণ সরকারি শিক্ষাকে সমর্থন করে

স্কুলভিত্তিক শিক্ষার দায়িত্ব প্রাথমিকভাবে সরকারের ওপর ন্যাস্ত বলে শতকরা কতজন ব্যক্তি উল্লেখ করেছেন, ২০১৬



GEM Stat*Link*: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig1

Source: Edlund and Lindh (2021) based on the 2016 ISSP.

বেসরকারি শিক্ষার বিরোধীরা যুক্তি দেখান যে, যদি সাশ্রয়ী চর্চার প্রচলন থাকে, তবে সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সকল স্কুলে সেই চর্চাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। যদি একটি দেশে শিক্ষকদের অনেক বেশি বেতন দেওয়া হয়, তাহলে প্রচলিত নিয়ম বা মডেল পরিবর্তন না করে সরকারি নীতিমালার মাধ্যমে তার সমাধান করতে হবে। অনেক সময় বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা অল্পবয়স্ক, অদক্ষ শিক্ষক নিয়োগ করে খরচ কমিয়ে থাকে- এটি কোন টেকসই সমাধান নয়।

সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলসমূহের ব্যয়ের মধ্যে নির্ভরযোগ্য তুলনা করা কঠিন। সরকারি স্কুল অধিকতর সুবিধাবঞ্চিতদের শিক্ষা দিয়ে থাকে যা ব্যয়সাপেক্ষ।

বেসরকারি শিক্ষা সংস্থা কি শিক্ষা প্রদানে সমতা ও অন্তর্ভুক্তিকে বিবেচনা করে?

বেসরকারি শিক্ষার সমর্থকরা যুক্তি দেখান যে, বেসরকারি ব্যবস্থা শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণে সহায়তা করে। অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা শিক্ষার মধ্যে বিরজমান শূন্যস্থান পূরণে সহায়তা করে থাকে যা অনেক সময় সরকারি ব্যবস্থায় অবহেলিত সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য সহায়ক হয়।

প্রায়শই দেখা যায়, সরকার অনানুষ্ঠানিক স্কুল স্থাপনে অনিচ্ছুক, যেমন-পাকিস্তান। বেসরকারি সংগঠনগুলো সংকট ও জরুরি পরিস্থিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে থাকে, উদাহরনস্বরূপ: ২০১৫ সনে নেপালে ভূমিকম্প পরবর্তী বিপর্যয়ের সময়। এল সালভেদরের শহুরাঞ্চলে সহিংস এবং দূর্বৃত্তপীড়িত সময়ে সরকারি স্কুলের তুলনায় বেসরকারি স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ছিল দ্বিগুণ।

যারা বেসরকারি স্কুলের বিরোধিতা করেন তারা মূলত স্কুল পছন্দ দ্বারা সৃষ্ট সমস্যাগুলোর দিকেই ইঙ্গিত করে থাকেন। কোনো ধরণের প্রবিধান ছাড়াই যদি অভিভাবকদের স্কুল বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে তাহলে ধনীরাই সবচেয়ে ভালো স্কুলটি বেছে নিতে সক্ষম হবে। ফলে বেসরকারি স্কুলগুলোতে স্তরভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে অসমতা সৃষ্টি করবে। অভিভাবকদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সঠিক তথ্য প্রয়োজন। কিন্তু স্কুল সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্যের ঘাটতি অথবা তথ্য থাকা সত্তেও তা যদি অসমভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে সুবিধা-বঞ্চিত জনগোষ্ঠী তার সুফল থেকে বঞ্চিত হয়। সেবা প্রদানকারী সংস্থারা দুরূহ জনগোষ্ঠীর জন্য অনেকক্ষেত্রে সেবা প্রদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন।

তাদের কিছুসংখ্যক মনে করেন, শিক্ষাব্যবস্থায় সরকারের প্রাথমিক ভূমিকা থাকা উচিত নয়। সরকারি কর্তৃপক্ষের শিক্ষার বিষয়বস্তু অথবা কাঙ্ক্ষিত মানের শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে একচ্ছত্র আধিপত্য থাকা উচিৎ নয়। অভিভাবকরা বেসরকারি সুবিধাদির প্রতি সমর্থন দেখান এই উদ্বেগ থেকে যে, স্থানীয় সরকারি স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত সন্তানেরা তাদের সাংস্কৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত বা ধর্মীয় মূল্যবোধের বিকাশে বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে। অন্যদিকে সরকার যুক্তি দেখাতে পারে যে, এটা সুষম ও অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে তাদের যে প্রতিশ্রুতি এবং সব শিশুকে সমমানের শিক্ষা প্রদানের রীতির বিরুদ্ধে যেতে পারে।

বেসরকারি সংস্থাগুলো কি শিক্ষায় উদ্ভাবন বাড়ায়? বেসরকারি শিক্ষার সমর্থনকারীরা দাবি করে যে এটি উদ্ভাবন বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষাবিষয়ক অনেক পরিবর্তিত ধারণাই সরকারি শিক্ষার পরিমন্ডলের বাইরে ঘটে থাকে। কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের কারণে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা জনসংশ্লিষ্টতা হারাচ্ছে। একটি সাধারণ মতামত হচ্ছে তাদের জোরপূর্বক মান নির্ধারণ প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগসমূহকে বাঁধাগ্রস্ত করে যা ছাত্র-শিক্ষকদের নিরুৎসাহিত করে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থায় উদ্ভাবনীমূলক শিক্ষা প্রদান করা একটি দুরূহ কাজ। ব্যাপকভাবে বাস্তবায়নের পূর্বে পরিবর্তিত বিষয়সমূহের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি নিতে হবে। এক্ষেত্রে নানারকম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হতে পারে, যেমন- আমলাতান্ত্রিক বাধা, সাংগঠনিক সক্ষমতার ঘাটতি, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে অনুপ্রেরণার অভাব, সীমিত আর্থিক উৎস এবং রাজনৈতিক ও বিরোধীদের হস্তক্ষেপ। তবে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা শুরু থেকেই উদ্ভাবনবিরোধী হিসেবে তৈরী হয়নি। আর কিছু বেসরকারি সংস্থা নির্দিষ্ট কিছু উদ্ভাবনী উদ্যোগকে পরীক্ষা করে দেখছে যে, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় সেগুলো কাজ করে কিনা।

মূল ধারণার অস্পষ্ট বিবরণ অনেক সময় উদ্ভাবন সম্পর্কিত বিতর্কের সৃষ্টি করে। অনমনীয়তা, অসামঞ্জস্য এবং বৈচিত্রের অভাবের কারণে সমালোচকদের পক্ষে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার মান যাচাই করা দুরূহ হয়ে পরে। কিন্তু যারা মূল পাঠ্যক্রম অক্ষুণ্ণ রেখেও সমস্ত স্কুলে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করছেন তারাই শিক্ষার মান রক্ষা করছেন বলে মনে করেন। তারা মনে করেন, বেসরকারি খাতে প্রতিযোগীতামূলক চাপই মূল পাঠ্যক্রম মেনে চলাকে ত্বরান্বিত করে। পরিশেষে বলা যায় যে, প্রমিতকরণ উদ্ভাবন প্রক্রিয়াকে কিভাবে সহায়তা করছে তা নির্ভর করে উদ্ভাবনকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় তার ওপর। জবাবদিহি, স্বায়ত্তশাসন এবং পছন্দের মতো বিষয়গুলো শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক নীতি হিসেবে কখনও সমাদৃত হয়েছে আবার কখনওবা হতাশ করেছে। যদিও এর কোনোটিই বেসরকারি, বিশেষ করে ব্যক্তি মালিকানাধীন শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে খুব বড় ভূমিকা রাখে না।

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে প্রচলিত বিভিন্ন জনশ্রুতি

এই পুরো রিপোর্টে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলোর সম্পর্কে পুনরাবৃত্তি হওয়া ১০টি জনশ্রুতি অনুসন্ধান করা হয়েছে।

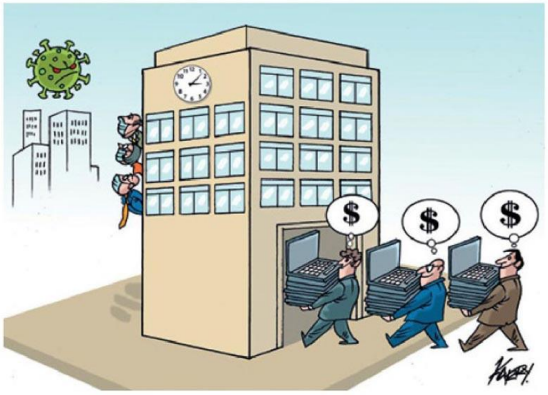
জনশ্রুতি ১:
সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব



শিক্ষাক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থাগুলোর ভূমিকা নিয়ে আলোচনার সময় সাধারণত দুই ধরণের বিষয়কে যুক্ত করা হয়: সরকারি ও বেসরকারি স্কুল। বাস্তবে ক্ষেত্রটি আরও জটিল এবং পার্থক্যগুলো অনেক অস্পষ্ট। বেসরকারি সংস্থাগুলো অত্যন্ত ভিন্নধর্মী। বেসরকারি সংস্থাগুলো শিক্ষার সাথে নানা কারণে যুক্ত তার মধ্যে ধারণাসমূহ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আগ্রহের মতো বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য। অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় সরকারের সাথে যুক্ত হয়, যার মধ্যে চুক্তি এবং বেসরকারি অংশীদারিত্ব অন্যতম। এগুলো সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমের পার্থক্যকে আরো অস্পষ্ট করে তোলে।

জনশ্রুতি ২

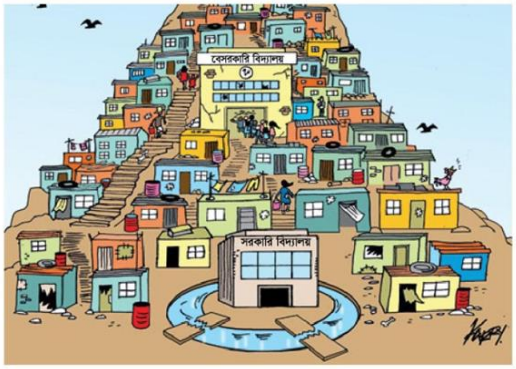
বেসরকারিকরণের পরিসীমা সম্পর্কে সকলেই অবগত।



বেসরকারি সংস্থাসমূহের শিক্ষাক্ষেত্রে ভূমিকার বিবরণ থেকে জানা যায়, তারা মূলতঃ ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির শেয়ারের ওপর নির্ভর করে। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার বাইরেও শিক্ষাদানের মাধ্যমে উপার্জন করে। এটাকে বিভিন্ন দেশ কীভাবে মূল্যায়ন করছে? সরকার কীভাবে শিক্ষাব্যবস্থার জন্য পাঠ্যপুস্তক, মূল্যায়ন বা তথ্য ব্যবস্থাপনা এমনকি খাবার এবং যানবাহনের বিষয়গুলোকে আউটসোর্সিং করে থাকে? একজন তদবিরকারী দ্বারা লিখিত সরকারি নীতিমালা কিভাবে সর্বজনীন বলে বিবেচিত হয়?

জনশ্রুতি ৩

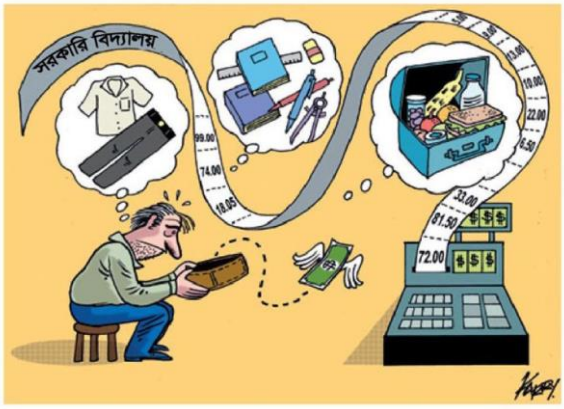
শিক্ষার বেসরকারিকরণের জন্য বেসরকারি বিভাগই দায়ী।



বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের সিংহভাগ প্রতিষ্ঠানের একক মালিক রয়েছে। অবহেলাজনিত কারণে সরকারি স্কুলে মান কমে যাওয়ায় অভিভাবকগণ বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। মান কমে যাওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠলে ধনী এবং খুব অল্পসংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছেড়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানগুলো সমর্থন ও অর্থায়ন হারাচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আভিজাত্যবোধ অসমতা বৃদ্ধি করে এবং তারা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা রক্ষার প্রতিশ্রুতি থেকে দূরে সরে যান। এর ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সুবিধা বঞ্চিত হয়।

জনশ্রুতি ৪

সরকারি শিক্ষা সমতাভিত্তিক।



সরকারি স্কুলে প্রদান করে না এমন লুক্কায়িত ব্যয়, এড়ানো সম্ভব পকেট খরচ এবং অতিরিক্ত ব্যয় থেকে পরিবারকে বহন করতে হয়। সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা এজন্য করা হয় যে তা বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে অসমতাকে বাড়িয়ে তোলে এবং শ্রেণিভেদ ও বিভক্তি বাড়ায়।

জনশ্রুতি ৫

মানের বিষয়ে তথ্যসমৃদ্ধ স্কুল অভিভাবকগণ পছন্দ করেন।

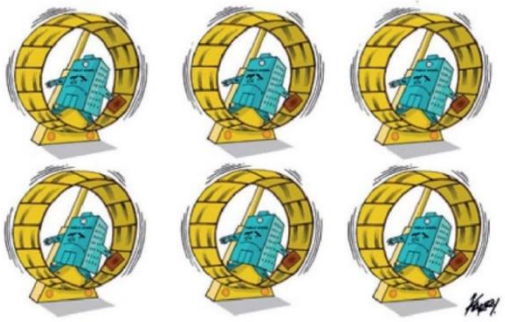


বেসরকারি স্কুলব্যবস্থার সর্মথনকারীরা একটি মৌলিক ধারণা পোষণ করেন যে, যদি স্কুলে মানসম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তিতে প্রবেশাধিকার থাকে তাহলে ভোক্তা হিসেবে অভিভাবকরা ভালো স্কুল নির্বাচনের জন্য তা ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ দেশেই স্কুলগুলোর সঠিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার ব্যবস্থা খুবই জটিল। এতে স্কুল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অভিভাবকরা এসব তথ্য সম্পর্কে প্রায়ই অবগত নন। ফলে অন্যান্য কারণসমূহ তাদের কাছে অধিক গ্রহণযোগ্য হয়, যেমনঃ ধর্মীয় বিশ্বাস, ছাত্রদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা।

জনশ্রুতি ৬

প্রতিযোগিতা স্কুলকে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যায়।

প্রতিযোগিতার জন্য স্কুলগুলোর উন্নয়নের দরকার হয় না



জবাবদিহি এবং সুস্থ প্রতিযোগিতা মানুষকে উন্নতির পথে অনুপ্রাণিত করে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্থাগুলো টিকে থাকার জন্য প্রতিযোগিতা করে কারণ মুনাফা অর্জনের ওপরই তাদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে প্রগতিশীল প্রতিযোগিতা কিভাবে ভূমিকা রাখবে তা স্পষ্ট নয়। শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিযোগিতার প্রভাব বিষয়ে খুব কমই সমীক্ষা রয়েছে, কারণ বিষয়বস্তুতগত জটিলতার কারণে অনেক সময় সঠিক ফলাফল তুলে ধরা সম্পূর্ণ হয় না। অসম প্রতিযোগিতা অভিভাবকদের ভালো শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অনুশীলনের পরিবর্তে উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তোলে।

জনশ্রুতি ৭

বেসরকারি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তুলনামূলকভাবে ভালো।



অভিভাবকরা মিডিয়ায় প্রকাশিত প্রতিবেদন পড়ে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পরীক্ষায় পাসের হারের তুলনামূলক চিত্র বুঝতে পারেন ও তার উপর নির্ভর করেই স্কুল নির্বাচন করেন। বাস্তবে ভর্তির ক্ষেত্রে অবস্থাসম্পন্ন, সুশিক্ষিত এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকরা বেশির ভাগই বেসরকারি স্কুল বেছে নেন। অন্যদিকে, যাচাই বাচাই করে বেসরকারি স্কুলসমূহ শিক্ষার্থী নির্বাচনের মাধ্যমে ভালো ফলাফলের বিষয়কে নিশ্চিত করে। এ বিষয়গুলোকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্যকে নির্মূল করা সম্ভব।

জনশ্রুতি ৮

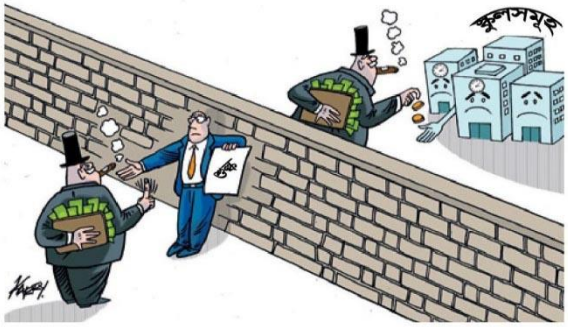
বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা স্কুলবহির্ভূত সমস্যা সমাধানের উপায়।



বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে এখন প্রায় ৩৫০ মিলিয়নেরও বেশি শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে, যদি এই শিক্ষার্থীদের সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার আওতায় আনা হয় তাহলে সংকট তৈরি হতে পারে। শহরাঞ্চলেই বেসরকারি স্কুলগুলোর সংখ্যা বাড়ছে যেখানে প্রায় সকলেই ভর্তি হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এধরণের স্কুলগুলো একেবারেই অনুপস্থিত। নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশগুলোতে সবচেয়ে ধনী পরিবারে ২০% শিশুর বেসরকারি স্কুলে পড়ার সম্ভাবনা ২০% দরিদ্রতম পরিবার থেকে আসা সমবয়সী শিশুদের তুলনায় ১০ গুণ বেশি থাকে।

জনশ্রুতি ৯

শিক্ষায় অর্থায়নের ঘাটতি পূরণে বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা একটি সমাধান।



এ ধরনের উচ্চাশা প্রায়ই ব্যক্ত করা হয় যে, বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষায় অর্থায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা এসডিজি-৪ অর্জনে সহায়ক। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো তথ্যপ্রমাণ নেই যে, বেসরকারি খাতের সেরকম প্রবণতা বা সক্ষমতা রয়েছে। তথাপি অন্যান্যভাবেও এই ব্যবস্থা অবদান রাখতে পারে, যেমন: কর প্রদান ও রাজস্ব সংগ্রহের মাধ্যমে। কারণ নিম্ন ও নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে কর ফাঁকি দেওয়া এবং পরিহারের হার বেশি থাকায় দেশীয় রাজস্ব সংগ্রহ কমে যায়। দক্ষতা উন্নয়ন ও শিশু সেবার ক্ষেত্রে বেসরকারি ব্যবস্থা জাতীয় বিধানের সাথে সংগতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

জনশ্রুতি ১০

নিয়মনীতির মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থার সীমাবদ্ধতা দূর করে কাজের ক্ষেত্র প্রসারিত করা যায়।



বলা হয় শিক্ষায় বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থার কার্যক্রমকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থায় গুণগতমান ও সমতা কীভাবে উন্নয়ন করা যাবে সে বিষয়ে নীতিমালায় অর্থবহ দিকনির্দেশনা নেই। কিছু সংখ্যক সরকার পর্যবেক্ষণ করে যে, কীভাবে বেসরকারি স্কুলের দিকে ধনীর সন্তানদের ঝুঁকে পড়ার কারণে শিক্ষাব্যবস্থায় পৃথকীকরণ হচ্ছে যা পারিবারিক শিক্ষাব্যয় বাড়িয়ে অসমতা তৈরিতে ভূমিকা রাখছে। বাছাইকৃত নির্দিষ্ট সংখ্যক স্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে অনেক সরকার অনুমতি দেয়। ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিপূরক শিক্ষা (টিউশন) বা তদবির যা অস্পষ্ট অংশীদারিত্বের ছদ্মবেশে পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে অল্প কিছু সংখ্যকের এমন সম্পদ রয়েছে যার দ্বারা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়মনীতিকে কার্যকরীভাবে শক্তিশালী করে।

প্রায় ২৫ বছর পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি শিক্ষায় স্কুল পছন্দের ভিত্তিতে কাঠামোগত সংস্কার প্রক্রিয়ায় সমতার অভাব দেখা দেয়। গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষকগণ দুটি প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়টির সারসংক্ষেপ করেন: কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়? (ফুলার এবং এলমোর ১৯৯৬)। বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন এই প্রশ্নগুলোকে বৈশ্বিকভাবে স্কুল পছন্দের পদ্ধতি, কার্যকারিতা ও তার ফলাফল সম্পর্কিত অনেক তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করে সকলের সামনে তুলে ধরে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বেসরকারি শিক্ষা কার্যক্রমে চারটি দিক তুলে ধরেছে- সুযোগ, বিধান, অর্থায়ন এবং প্রভাব চিহ্নিত করেছে। অন্যান্য শিক্ষাস্তরের ক্ষেত্রেও এই বিষয়গুলোকে গভীর পর্যবেক্ষণের করে হয়। বিশেষকরে যে সকল ক্ষেত্র কম গুরুত্বের পায় যেমন- প্রাক-শৈশব শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা, কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং বয়স্ক শিক্ষা।

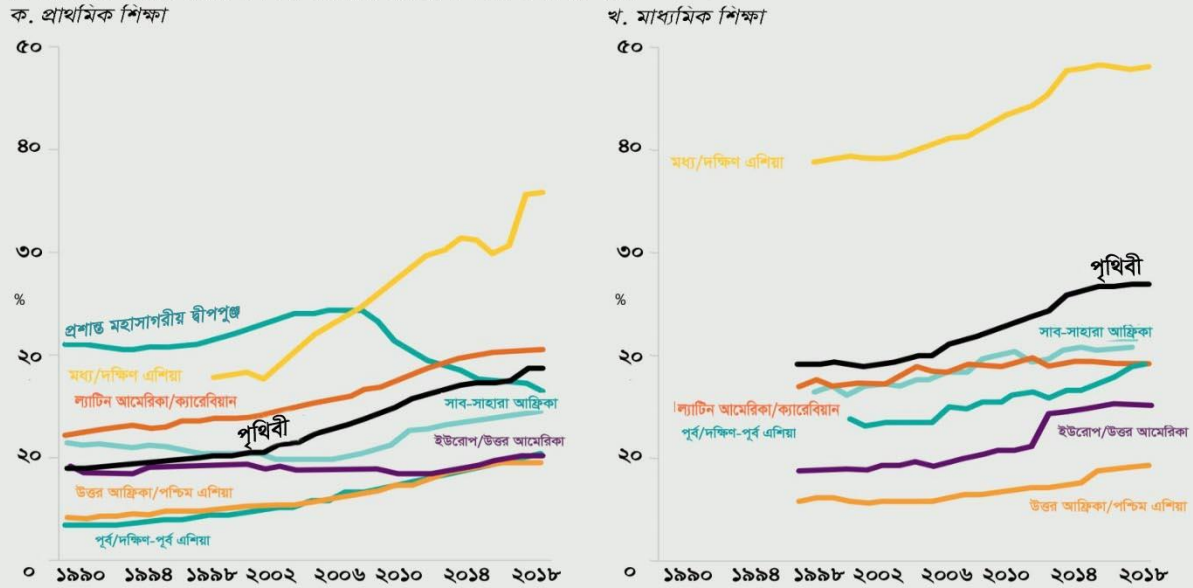
সুযোগ

বেসরকারি স্কুলে ভর্তির সংখ্যা বাড়ছে। বিশ্বব্যাপী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ১০ বছরে ভর্তি বেড়েছে প্রায় ৭ শতাংশ, প্রাথমিক শিক্ষায় ২০০২এ ১০% থেকে বেড়ে ২০১৩ সালে ১৭% এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় ২০০৪ সালে ১৯% থেকে বেড়ে ২০১৪ সালে ২৬%এ দাঁড়ায়। তখন থেকেই এই বৃদ্ধির হার একই রকম আছে (**চিত্র-২**) ।

বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা মালিকানা, ব্যবস্থাপনা এবং অর্থায়নের মাপকাঠি দ্বারা পরিমাপ করা হয়। রাষ্ট্রের সাথে শিক্ষাপ্রদানকারীদের সম্পর্ক তাদের উৎসাহ এবং মূল্যমানের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে ভাগ করা যায়। এ প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ১৯৬টি দেশের মধ্যে ১২৪টি দেশেই বিশ্বাসভিত্তিক স্কুল রয়েছে। জরুরি পরিস্থিতে বিবেচনায় দেখা যায় ১৯৬টির মধ্যে ৭৪টি দেশে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি স্কুল রয়েছে। কিছু পরিস্থিতি সাপেক্ষে লাভজনক স্কুল কদাচিৎ দেখা যায়, যেমন: সংযুক্ত আরব আমিরাতে। সীমিত খরচের স্কুল যার বেশির ভাগই ব্যক্তি মালিকাধীন সেগুলো নিম্ন ও মধ্য আয়ের আফ্রিকার সাব-সাহারা এবং এশিয়ায় কম-বেতনের বেসরকারি স্কুল হিসেবে পরিচিত। ল্যাটিন আমেরিকায় সরকারি স্কুলের তুলনায় বেসরকারি স্কুলে ছাত্র প্রতি কম্পিউটারের সংখ্যা দ্বিগুন।

ছাত্র ভর্তি এবং সম্পদের কারণে সরকারি ও বেসরকারি স্কুলগুলোর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। অল্প সংখ্যক দরিদ্র শিশু বেসরকারি স্কুলে ভর্তি হতে চায়। অভিভাবকরা প্রাপ্ত শিক্ষার মান মূল্যায়নে যেসব বিষয়ে প্রাধাণ্য দিয়ে থাকেন তা হলো শ্রেণীর আকার, শিক্ষকদের মান ও প্রচেষ্টা, স্কুলের সহযোগিতা, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা, পড়ানোর ভাষা, ধর্ম, জাতিস্বত্তা এবং সংস্কৃতি। যুক্তরাজ্যে ১৮০০০ ইংরেজি স্কুলের উপর গবেষণা করে জানা যায়, কম দক্ষতা সম্পন্ন শিক্ষকদের হার সরকারি স্কুলের চাইতে বেসরকারি স্কুলে বেশি। অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রেও সরকারি এবং বেসরকারি স্কুলের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

চিত্র ০২ঃ
দক্ষিণ এশিয়ায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার অনেক বেশি
শিক্ষার স্তরভেদে ১৯৯০-২০১৯ সাল পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির গড় সংখ্যা



GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig2
সূত্র: UIS ডাটাবেজ

অধিকাংশ প্রমানাদি থেকে দেখা যায় যে বেসরকারি স্কুলে শেখার সুবিধা সীমিত। ৩১টি নিম্ন ও মধ্য আয়ের দেশের তথ্যানুযায়ী বেসরকারি স্কুলে ভর্তিজনিত সমন্বয়ের কারণে পারিবারিক সম্পদ প্রায় অর্ধেক থেকে দুই-তৃতীয়াংশ কমেছে। অধিকন্তু, যদিও স্বল্প বা মধ্য মেয়াদে বেসরকারি ব্যবস্থা মূল শিক্ষার ক্ষেত্রে শূন্যতা পূরণে সহায়তা করলেও এটি বিচ্ছিন্নতা ও বৈষম্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুইডেনে ৩০টি পৌরসভার মধ্যে ২৯টিতেই আলাদাভাবে নিম্ন মাধ্যমিক স্কুলের ব্যবস্থা রয়েছে। এর মধ্যে ১৬টিতেই স্কুল পছন্দের কারণকে কেন্দ্র করে এই বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়েছে। বেসরকারি স্কুলের সাথে সরকারি স্কুলের প্রতিযোগিতা এই প্রত্যাশায় করা হয় যাতে সরকারি স্কুলের মান ভালো হয়। বেসরকারি বা অন্যান্য স্কুলগুলোর নামেমাত্র উপস্থিতি সরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনার জন্য যথেষ্ট অনুপ্রেনণামূলক নাও হতে পারে যদি তাদের যেকোনো বিষয় বাস্তবায়নে পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি বা স্বাধীনতা না থাকে।

ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিপূরক শিক্ষাদান প্রায়ই সর্বজনীন। এ ধরণের ঘটনা পূর্ব এশিয়া এবং আরব রাষ্ট্রগুলোতে বিদ্যমান। যেখানে এধরণের শিক্ষাদান কদাচিৎ দেখা যেত এমন অঞ্চলেও তা ছড়িয়ে পড়ছে যেমন: সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং উত্তর ইউরোপ। উচ্চ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি চাহিদা বাড়ছে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিপর্যায়ে ফলাফলের পেছনে পরিপূরক শিক্ষার মিশ্রপ্রভাব রয়েছে। অনেক বেশি পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ওপর পরিপূরক শিক্ষার ইতিবাচক দিকের কথা কিছু সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে অন্যান্য সমীক্ষা দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ওপর পরিপূরক শিক্ষাদানের কোনো পদ্ধতিগত ইতিবাচক প্রভাব নেই। বরং শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের আচরণের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে পরিপূরক শিক্ষা শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফলের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করে।

রাষ্ট্রীয় সম্পৃক্তার পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যপুস্তক নীতি, জোগাড়, এবং বিতরণব্যবস্থা ভিন্ন হয়। কোন কোন দেশে প্রকাশনা ব্যবস্থা প্রাথমিকভাবে রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন এবং নিয়ন্ত্রিত সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হয়; অন্যান্য দেশে সরকারি ও বেসরকারি দুই ধরনের প্রকাশনা ব্যবস্থাই রয়েছে। স্পেনসহ অনেক উচ্চ আয়ের দেশে বাণিজ্যিক সেবা প্রদানকারী সংস্থার হাতে সরকারি নির্দেশনা এবং প্রস্তাব অনুমোদনের মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার কাজ দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক প্রকাশক, দাতা এবং স্থানীয়ভাবে আগ্রহীদের মধ্যকার পারস্পরিক কার্যকলাপ অনেক সময় দরিদ্রতম দেশসমূহে স্থানীয় প্রকাশনার কাজকে জটিল করে তোলে। উদাহরণস্বরূপ গ্যাবনের পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনে জগতে এডিসেফের একক আধিপত্য রয়েছে, এটি ফরাসি মালিকানাধীন বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ প্রকাশনী হ্যাচেট লিভরির একটি শাখা।

বৃহৎ প্রকাশনা এবং প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো বিষয়বস্তু ডিজিটাইজেশনে জোর দেয়। শিক্ষা প্রকাশনায় বৈশ্বিক বাজারে নেতৃত্বদানকারী পিয়ারসন অনলাইন স্কুলিং এবং মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে "পাঠ্যপুস্তক ও অনলাইন শিক্ষণ উপকরণের বিশ্বের বৃহৎ প্রকাশক" তাদের এই স্লোগান পরিবর্তন করে "ওয়ারলড ডিজিটাল লারনিং কোম্পানি" রেখেছে। বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশকদের বাইরেও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ক্ষমতাশালীরাও অনলাইন শিক্ষাখাতে প্রবেশ করছে। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালে এই প্রবণতাটি শক্তিশালী হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষা প্রযুক্তি সংগ্রহ প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, জেলাভিত্তিক স্কুল ও অন্যান্য স্কুলগুলোতে হাজার হাজার শিক্ষা প্রযুক্তি বিক্রেতার বিস্তৃত পণ্যের বিপণন দ্বারা আবিষ্ট ছিল।

সরকার শিক্ষায় অনেক বাহিরের সেবা সহায়তা (আউটসোর্সিং) নিচ্ছে। সমালোচকরা আউটসোর্সিংএর ক্ষেত্রে আশঙ্কা করেন যে, বেসরকারিকরণ সরকারি সেবা এবং পেশাদারিত্বকে অবমূল্যায়ন করতে পারে। অস্ট্রিলিয়ার এক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ক্রমবর্ধমান চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ঠিকাদারদের সংখ্যা বাড়িয়েছে, যা কম বেতন প্রদানের ঘটনাকে বৃদ্ধি করেছে, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের সময়কে হ্রাস এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার মানকে ব্যহত করছে।

সুশাসন ও বিধান

সুশাসন ব্যবস্থা বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের ক্ষেত্রে প্রায়শ বিভাজিত। ন্যায়সঙ্গত শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারের সক্ষমতার মূল নির্ধারক হলো সুশাসন এবং কার্যকরী বিধানসমূহ। ৯৪টি দেশে সেক্টর পরিকল্পনা বা কৌশল প্রণয়ন অথবা অন্যান্য সেবা প্রদানে বেসরকারি সংগঠনের হস্তক্ষেপ প্রত্যাশা করা হয়। কোন কোন দেশে মন্ত্রণালয় বা তাদের বিভাগগুলো দায়িত্ব ভাগ করে নেয়। সমতা এবং গুণমানকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে বিভাজন, সমন্বয়ের অভাব, ওভারল্যাপিং অথবা দায়িত্বের অস্পষ্ট ব্যাখ্যা। মাত্র ৩৯% দেশে বেসরকারি শিক্ষা বিভাগ রয়েছে, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে জাতীয় পর্যায়ে বিভাগ অথবা সংস্থা রয়েছে। ৮৩% দেশে বেসরকারি শিক্ষা সংস্থাগুলোর গুণগতমান নিশ্চিতকরণে শিক্ষামন্ত্রণালয় এককভাবে দায়বদ্ধ, যখন ১৩% দেশে একাধিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা পরিচালিত। পৃথিবীর শতকরা ২২ ভাগ দেশে এবং উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ায় শতকরা ৭০ দেশে বিশ্বাসভিত্তিক স্কুলগুলোর মান নিশ্চিকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় দায়িত্বশীল।

সুশাসনের ক্ষেত্রে অর্থায়ন ব্যবস্থার প্রভাব রয়েছে। বেসরকারি সংগঠনগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারি আর্থিক সহায়তা পেয়ে থাকে, যেমন: শিক্ষার্থী প্রতি ভর্তুকি (৭৯% দেশে), অভিভাবকদের ভর্তুকি (২৩%), শিক্ষকদের বেতন বা অন্যান্য বাস্তবায়ন সহায়তা (প্রায় ৭০%) এবং ঋণ বা উপহার (২৭%)।

বিভিন্ন স্তরে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে বিভিন্ন নীতি এবং নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা জড়িত। একটি পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় অনুদান ব্যবস্থাপনার প্রভাব অনেকটাই নেতিবাচক ছিল। আটানব্বইটি সমীক্ষার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশে ভর্তুকির ক্ষেত্রে সমতা, ভাউচার ও চার্টার কার্যক্রমে ওপর নেতিবাচক লক্ষ্য করা গেছে।

বিধানসমূহ শিক্ষার গুণগতমান ও সমতা উন্নয়নে সহায়ক। প্রায় সকল দেশেই নিবন্ধন ও লাইসেন্সসহ বেসরকারি স্কুলের কার্যক্রমে প্রবেশ এবং পরিচালনার জন্য শর্তাবলি সম্বলিত বিধান আছে। শতকরা ৮০ ভাগ দেশেই প্রতিষ্ঠানের জন্য স্থান নির্বাচনে শর্তাবলি রয়েছে, যেমন: প্লট ও ভবনের আকার এবং নুন্যতম শ্রেণিকক্ষের পরিধি। ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে স্কুল স্থাপনের জন্য নিজস্ব ভূমি বা কমপক্ষে ২০ বছরের ইজারাপ্রাপ্ত ভূমি থাকতে হবে। উত্তর প্রদেশের স্কুলগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য দুটি মানদণ্ড ব্যবহার করে থাকে: ছাত্রপ্রতি নূণ্যতম জায়গা (৯ বর্গমিটার) এবং শ্রেণিকক্ষের আকার (১৮০ বর্গমিটার)। স্কুলের বিধানসমূহ পানির সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যবিধানকেও নিশ্চিত করে। শতকরা ৪৭ ভাগ দেশের তথ্য থেকে জানা যায়, বেসরকারি স্কুলগুলোতে একক লিঙ্গের শৌচাগার থাকা আবশ্যক। শতকরা ৭৪ ভাগ দেশ ছাত্র ও শিক্ষক অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় ৫৫ ভাগ দেশে বেসরকারি স্কুলগুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়ার নিয়ম রয়েছে, যেখানে শতকরা ৬৭ ভাগ বেসরকারি স্কুলে বাধ্যতামূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্র বেতন নির্ধারণ করে। পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও দুই-তৃতীয়াংশ দেশে বিধান আছে। বিগত ১০ বছরে ২১টি দেশ মুনাফা অর্জন এবং ৮০টি দেশ শিক্ষক প্রশংসাপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে বিধান প্রণয়ন করেছে।

দুর্বল বাস্তবায়ন ও জবাবদিহিতা শিক্ষার গুণগতমান ও সমতাকে অবহেলিত করে। বিধান থাকার অর্থ এই নয় যে, বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারী সংস্থাগুলো শিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে তা মেনে চলে। কিছু নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশে শিক্ষা প্রদানকারীদের সরকারি স্বীকৃতি বাধাগ্রস্ত হয় জটিল, ব্যয়বহুল বা দীর্ঘ নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জন্য। নাইজেরিয়ার লাগোস রাজ্য সরকার ২০২১ সন পর্যন্ত ২০,০০০ স্কুলের প্রতি চারটি স্কুলের মধ্যে একটির অনুমোদন দিয়েছে। অন্তত ২৭টি দেশের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, তারা তাদের দেশের অনিবন্ধিত স্কুলগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছে। উগান্ডা বেসরকারি স্কুলগুলোকে লাইসেন্স প্রাপ্ত, নিবন্ধিত এবং অনিবন্ধিত হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করে যেমন: ১৪% প্রাথমিকে এবং ১৩% মাধ্যমিক স্কুলগুলো অনিবন্ধিত। তদারকির অভাব অননানুষ্ঠানিকভাবে ছাত্র বেছে নেওয়ার কারণ হতে পারে। কলম্বিয়ার বোগোটাতে সনদ প্রাপ্ত স্কুলগুলোতে ছাড়করণ স্কুল কর্মসূচির আওতায় দুর্দশাগ্রস্ত ছাত্রদের সেবা প্রদান করে। বৈষম্যহীন ভর্তিনীতি ও নিকট আবাসনের ওপর ভিত্তি করে এই সুবিধা দেওয়া হয়। যদিও বাস্তবে তা অনানুষ্ঠানিকভাবে ছাত্রদের শিক্ষাগত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে নির্বাচন করা হয়েছিল।

গুণগতমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া এবং মানদণ্ডের ভিন্নতা। স্কুল পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রতিটি দেশই বেসরকারি স্কুলের মানদণ্ডকে শক্তিশালী করে। সকল ধরণের বেসরকারি স্কুলের ক্ষেত্রে শতকরা ৮১ ভাগ দেশে এই বাধ্যবাধকতাটি প্রযোজ্য। তিন শতাংশ দেশে শুধুমাত্র সরকারি সাহায্যপুষ্ট স্কুলের সঙ্গে সম্পর্কিত। এছাড়াও শতকরা ৮১ ভাগ দেশে বিধিবিধানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে যা মেনে বেসরকারি স্কুলগুলো বৃহদাকার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ঐসকল দেশের অর্ধেকেরও বেশি দেশে এধরনের বাধ্যবাধকতা সকল ধরণের বেসরকারি স্কুলের জন্য প্রযোজ্য, যা শুধুমাত্র ১২% সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের সাথে সম্পর্কিত।

কার্যকর জবাবদিহি পদ্ধতি, নিষেধাজ্ঞা এবং প্রতিকারের ব্যবস্থা ও সম্মতি বৃদ্ধি করতে পারে। মানসম্মত শিক্ষা, যোগান, নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক মান মেনে চলার জন্য সরকারের উচিত শিক্ষাপ্রদানকারীদের দায়বদ্ধ রাখা। প্রায় সব দেশেই নিয়ম মেনে না চলার জন্য স্কুলগুলোকে নিষেধাজ্ঞা, স্কুল বন্ধ রাখা বা লাইসেন্স/অনুমোদন প্রত্যাহার করে থাকে। প্রায় ৫৪ শতাংশ দেশই এই ধরনের বন্ধ নীতি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। প্রায় ৯০টি দেশে শিক্ষক এবং স্কুলকর্মীদের জন্য নীতি ও আচরণগত বাধ্যবধকতা রয়েছে যা প্রায়ই বেসরকারি শিক্ষা প্রদানকারীদের ওপর বর্তায়।

কার্যকরী জবাবদিহিতা, নিষেধাজ্ঞা ও সংশোধন প্রক্রিয়াও চুক্তিকে জোরদার করতে পারে। গুণগত মান, ইনপুট, নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তি বিষয়ক মানদণ্ডের সাথে সংগতি রাখার জন্য সরকার অবশ্যই শিক্ষাপ্রদানকারীদের জবাবদিহি করবে। যদি বেসরকারি স্কুলসমূহ বিধিবিধান না মানে তাহলে প্রায় সব দেশই নিষেধাজ্ঞা জারিসহ স্কুল বন্ধ বা লাইসেন্স বাতিল করে। শতকরা ৫৪ ভাগ দেশ স্কুল বন্ধের এই ব্যপ্তিকাল চালু রেখেছে। প্রায় ৯০ ভাগ দেশে শিক্ষক ও স্কুল কার্যক্রমের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের জন্য নৈতিকতা ও আচরণের নিয়ম কানুন রয়েছে, যা প্রায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের জন্য প্রযোজ্য।

ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিপূরক শিক্ষাদান ব্যবস্থা খুব কমই নিয়ন্ত্রিত। শতকরা ৪৮% ভাগ দেশে **ব্যক্তিমালিকানাধীন** পরিপূরক শিক্ষাদান **ব্যবস্থা** অনিয়ন্ত্রিত। শুধুমাত্র ৫৩টি দেশে এই শিক্ষাদান ব্যবস্থা শিক্ষা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যেখানে ১৯টি দেশে তা বাণিজ্যিক আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। শতকরা ৩৪ ভাগ দেশ বিধানের দ্বারা শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতাকে নির্দিষ্ট করে; ১০টি দেশ শিক্ষকদের জন্য পরিপূরক শিক্ষাদানকে নিষিদ্ধ করেছে। চীনে ২০২১ সালে প্রণীত আইনে বাধ্যতামূলক স্কুল পাঠ্যক্রম শিক্ষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মুনাফা অর্জন ও মূলধন বাড়ানোর কার্যক্রমকে নিষিদ্ধ করেছে, এটি নতুন লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রকে সতর্ক করে। যথাযথ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোম্পানীসমূহকে অবশ্যই অলাভজনক হতে হবে। ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিপূরক শিক্ষাদান কোম্পানিসমূহের কাজকে নিয়ন্ত্রণ এবং পর্যবেক্ষণের জন্য সরকার একটি বিভাগ গঠন করেছে।

অর্থায়ন

বেসরকারি শিক্ষা প্রদানকারী সংস্থাগুলোর অর্থায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে সরকারি সিদ্ধান্তে ভিন্নতা থাকে। কানাডা সরকার স্কুল খরচের ক্ষেত্রে ৩০% বেসরকারি এবং ৯৪% সরকারি যোগান দিয়ে থাকে। নেদারল্যান্ডে ধরণ বিবেচনা না করে প্রায় সব স্কুলই তাদের কর্মী ও পরিচালনা ব্যয়ের জন্য সরকারি থোক বরাদ্দ পায়, এছাড়াও আর্থ-সামাজিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার জন্য অতিরিক্ত অনুদান দেয়। ২০০০ সাল থেকে চিলি, হাঙ্গেরি, সুইডেন এবং যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে যে সকল স্কুল ৫০% সরকারি অনুদান পেয়েছে সেসব অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কিছু বেসরকারি স্কুলের ব্যয়ের জন্য সরকার অর্থায়ন করে। বাংলাদেশে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগ শিক্ষার্থী ১৬০০০এর বেশি বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল এবং ৭৬০০টি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়, এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের বেতনের জন্য মাসিক হারে সরকারি বরাদ্দ পায়। কিন্তু হাইতিতে শতকরা ৮৫ ভাগ প্রাথমিক স্কুলই বেসরকারি যাদের বেতন সংক্রান্ত খরচ সরকার বহন করে না। ভারতে শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার জন্য

২০১৯/২০ সালে শতকরা ৬ ভাগ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল অনুদান পেয়েছে। ইন্দোনেশিয়ায় মাদ্রাসা এবং ইসলামিক বোর্ডিং স্কুলগুলো যা পেসানট্রেন নামে পরিচিত এমন ৩৫ ভাগ বেসরকারি স্কুলকে সরকারি অর্থায়ন ব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

কোন কোন সরকার বেসরকারি স্কুলে সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে সমর্থন করে। ভারতে ২০০৯ শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী বেসরকারি স্কুলগুলোকে ১ নম্বর গ্রেডের ২৫ শতাংশ সংরক্ষিত আসন নিম্ন আয়ের পরিবারের শিশুদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় করার কথা বলেছে, বিনিময়ে সরকার তাদের স্কুলের বেতন পরিশোধ করবে। আইভরি কোস্টে ভর্তির ক্ষেত্রে সমতার বিষয়কে বিবেচনা না করায় ভর্তুকিপ্রাপ্ত মাধ্যমিক স্কুলে ছাত্রদের সংখ্যা ২০১০/১১ থেকে ২০১৭/১৮ সালের মধ্যে চারগুণ বেড়েছে।

অধিক চাপে পরিবারসমূহ সঠিক পছন্দ করতে পারে না। উচ্চ আয়ের দেশে পরিবারের শিক্ষা ব্যয় জিডিপির শতকরা ০.৩ ভাগ এবং নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে যা ১ ভাগ। এল সালভেদরে এই শিক্ষা ব্যয় জিডিপির শতকরা ১.২, মরক্কোতে ১.৫, ভারতে ১.৮ এবং ঘানায় শতকরা ২.৫ ভাগ। আর্জেন্টিনা, কোস্টারিকা, ফিলিপাইন এবং জাম্বিয়ার শতকরা ২০ ভাগ অতি দরিদ্র পরিবারগুলো শিক্ষার জন্য কার্যত কিছুই ব্যয় করে না। অন্যদিকে শতকরা ২০ ভাগ ধনী পরিবারগুলো জিডিপির শতকরা ০.৫ ভাগ থেকে ১.৭ ভাগ ব্যয় করে থাকে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থা বিনা বেতনে সব সময় প্রদান করা হয় না। সরকারি স্কুলে অধ্যয়নরত শিশুদের জন্য নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে পরিবারের ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ ব্যয় হয়। গুয়েতেমালা এবং পাকিস্তানে বেসরকারি স্কুলে শিক্ষার জন্য পরিবারগুলো ৮০% ব্যয় করে থাকে; যেখানে চীন ও কেনিয়ায় পরিবারগুলোকে সরকারি স্কুলে শিশুদের পড়ানোর জন্য ৬০% ব্যয় করতে হয়। তানজানিয়ার গ্রামীণ এলাকার তিন চতুর্থাংশের বেশি পরিবার প্রাথমিক স্কুলে অর্থ প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক মনে করে, কারণ অর্থ প্রদানে বিলম্ব হলে শিশুরা শাস্তি পেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় শিক্ষার জন্য অভিভাবকদের অর্থ প্রদানকে ঘিরে স্কুলগুলোর মধ্যে বৈষম্য বাড়ছে।

অনেক পরিবারের জন্যই ব্যক্তিমালিকানাধীন পরিপূরক শিক্ষাব্যবস্থা প্রধান ব্যয়ের কারণ। ২০১৭ সালে চীনে পরিবারগুলো তাদের মোট শিক্ষা ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ স্কুলের বাইরের খরচ মেটাতে ব্যয় করেছে, যা গ্রামীণ পরিবারের ক্ষেত্রে শতকরা ১৭ ভাগ আর শহুরে পরিবারের ক্ষেত্রে শতকরা ৪২ ভাগ পর্যন্ত ব্যয় হয়। মিসরের ধনী পরিবারগুলো মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য মাথাপিছু গড় ব্যয়ের শতকরা ৫১ ভাগ পরিপূরক শিক্ষায় ব্যয় করে থাকে এবং সবচেয়ে দরিদ্র পরিবারগুলো ব্যয় করে শতকরা ২৯ ভাগ । মায়ানমারে পরিবারগুলো তাদের মোট শিক্ষাব্যয়ের শতকরা ৪২ ভাগ পরিপূরক শিক্ষায় খরচ করে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রদানকারীরা পরিবারের পকেট খরচের ওপর নির্ভরশীল। ৫১টির মধ্যে ২৮টি উচ্চ-মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার বেশির ভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলসমূহ মোট আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ স্কুলের বেতন থেকে সংগ্রহ করে। বেসরকারি স্কুলের খরচ যোগাতে নিম্ন ও নিম্নতর আয়ের দেশগুলোর দরিদ্র অভিভাবকদের নানা কৌশল অবলম্বন করতে হয়। বিশ্বব্যাপী প্রতি ছয়টি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবার স্কুলের খরচ মেটাতে সঞ্চয় করে, শতকরা প্রায় ৮টি পরিবার ঋণের মাধ্যমে খরচ মেটায়। হাইতি, কেনিয়া, ফিলিপাইন এবং উগান্ডায় শতকরা ৩০ বা তারও বেশি পরিবার ধার করে স্কুলের বেতন পরিশোধে করে।

কোভিড–১৯এর কারণে বেসরকারি স্কুলের অর্থায়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের বেতনের ওপর নির্ভরশীল বেসরকারি স্কুলগুলো মহামারির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নাইজেরিয়া বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন প্রদানের জন্য কম সুদে একটি প্রণোদনামূলক প্যাকেজ প্রবর্তন করেছে। ঘানায় বেসরকারি স্কুলগুলোকে ছোট ও মাঝারি আকারের উদ্যোক্তা হিসেবে সহায়তা করা হয়। ভিয়েতনাম বেসরকারি স্কুলের শিক্ষকদের বেতন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে নগদ অর্থ প্রদান কর্মসূচির পরিধি বৃদ্ধি করেছে। পানামায় ৩৫-৪০ শতাংশ অভিভাবক স্কুলের মাসিক বেতনের কিস্তি দিতে পারে না। ইকুয়েডরে ১,২০,০০০ শিক্ষার্থী বেসরকারি স্কুল ছেড়ে সরকারি স্কুলে ভর্তি হওয়ায় সরকারি স্কুলে ভর্তির হার বেড়েছে শতকরা ৬.৫ ভাগ।

ব্যক্তিমালিকানাধীন শিক্ষায় দাতা সংস্থার অনুদান বিতর্কিত বিষয়। শিক্ষার পোর্টফোলিওর প্রায় ১.২ বিলিয়ন ডলার থেকে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন মাত্র ১৫% অনুদান ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলে দেয়। কিন্তু ২০১৯ সালে ব্যক্তিমালিকানাধীন স্কুলগুলো বেতন ধার্য করায় সুশীল সমাজ সংস্থার চাপে তাদের অনুদান স্থগিত করা হয়। গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর এডুকেশন বেসরকারি খাতের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। কিন্তু প্রতিপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অনুদানের অর্থকে ব্যবহার করে মৌলিক শিক্ষা সেবায় লভ্যাংশের ব্যবহারকে নিষিদ্ধ করে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের বিষয়ে দাতারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। মিসর, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য অর্থের ঘাটতি পূরণে সরকারগুলো বেসরকারি পর্যায়ে মূলধন বৃদ্ধি করেছে। অংশীদারিত্বের মাধ্যমে কোন কোন দাতাসংস্থা তাদের অনুদানকে প্রভাবক হিসেবে অর্থায়ন বৃদ্ধিতে ব্যবহার করেছে। সরকার অংশীদারিত্বের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রকিউরমেন্ট ব্যবহার করে তাদের উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারে, তথাপি এটি উদ্বেগের বিষয়।

শিক্ষায় জনহিতকর এবং কর্পোরেট কার্যক্রমের আর্থিক অবদান নগণ্য। প্রচলিত নানা মত থাকলেও জনহিতকর ফাউন্ডেশনসমূহের শিক্ষায় ব্যয়ের পরিমাণ বাড়ছে তবে এটি তুলনামূলকভাবে কম। উন্নয়নের জন্য কাজ করে এমন ১৪৩টি জনহিতৈষী ফাউন্ডেশন যারা নেটওয়ার্ক অফ ফাউন্ডেশনস-এর অন্তর্ভুক্ত তাদের থেকে প্রাপ্ত তথ্যের নিয়মতান্ত্রিক পর্যালোচনা করা হয়। অর্গানাইজেশন ফর ইকোনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ওইসিডি)র একটি কার্যক্রম হিসাব করে দেখে যে, ২০১৩-২০১৫ পর্যন্ত তিন বছরে শিক্ষাখাত ২.১ বিলিয়ন ডলার পেয়েছে। এই আর্থিক অনুদান সকল জনহিতকর দানের ৯ শতাংশের সমতুল্য।

প্রভাব বিস্তার

শিক্ষাব্যবস্থায় সক্ষমতা, উদ্ভাবন এবং সমতার বাস্তবায়নে বেসরকারি শিক্ষা সংস্থার ভূমিকাকে কেন্দ্র করে মতভেদ রয়েছে। বৈশ্বিকভাবে তিক্ততা এবং অবিশ্বাসের মতো বিষয়কে যুক্তিতর্কে প্রায়ই দুটি ভিন্ন ***সাংঘর্ষিক*** মতাদর্শ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। জনমত তৈরি বা শিক্ষা নীতিকে প্রভাবিত করার মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা সংস্থার জোড়ালো ভূমিকার পক্ষে বা বিপক্ষে বিভিন্ন সংস্থা বা দল কাজ করে। তারা পরামর্শ, তদবির, গবেষণা এবং তহবিলকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। যা প্রায়ই পণ্য বিক্রয় এবং পরিষেবার সাথে যুক্ত থাকে। বিভিন্ন সংস্থা তাদের রাজনৈতিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক স্বার্থ-প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য বৈধ ও অবৈধ উভয় পন্থাই ব্যবহার করে। এধরণের দুরভিসন্ধিমূলক পন্থার কারণে সরকারি শিক্ষানীতিতে স্বচ্ছতা এবং সততা বজায় রাখা কঠিন হয়।

শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের সম্পর্কে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে না। সুশীল সমাজ সর্বদা শিক্ষার বেসরকারিকরণ এবং পণ্যে পরিণত করার বিষয়ে সমালোচনা ও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, শিক্ষাকে অবশ্যই গণতান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এমনকি শিক্ষার অধিকার বিষয়ক আন্দোলন, যেমন: গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের মাধ্যমে আন্দোলনকারীরা তাদের দেশের বাস্তবতাকে বিচার করে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এই প্রতিবেদনের জন্য সদস্যদের করা একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, মুনাফা অর্জনের সুযোগকে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রকাশ করেছেন শতকরা ৪৩ ভাগ আর সমর্থন করেছেন শতকরা ১২ ভাগ। সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের পক্ষে শতকরা ৪১ ভাগের সমর্থন ছিল এবং বাকি ২০ ভাগ একটি মিশ্র দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন।

বৈশ্বিক পরামর্শ বিষয়ক নেটওয়ার্কগুলো শিক্ষার বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকিকরণকে শিক্ষা অধিকারের উপর হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আবিদজান নীতিমালায় এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়েছে যে, মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্র অবশ্যই বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি শিক্ষা প্রদান এবং শিক্ষায় বেসরকারি সংস্থার সম্পৃক্ততাকে নিয়ন্ত্রণ করবে। ২০১৮ সনে কেনিয়ার ১০ জন নাগরিক ন্যায়পাল উপদেষ্টার সম্মতিতে একটি অভিযোগ উত্থাপন করেন যেখানে বলা হয়, পাঠ্যক্রম, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তাসহ শ্রমের মানদণ্ড অনুসরণের বিষয়টিকে লাভের জন্য লঙ্ঘন করেছে ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি)এর ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল একাডেমি। ২০২০ সালে বিশ্বব্যাংকের একটি স্বতন্ত্র নিরীক্ষা দল যখন বেসরকারি স্কুলে বিনিয়োগ বিষয়ে একটি মূল্যায়ন শুরু করে তখন আইএফসি স্কুলগুলোতে বিনিয়োগ বন্ধ করে দেয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রদানকারীদের এজেন্ডাকে প্রভাবিত করে বহু আন্তর্জাতিক সংস্থার সমর্থন ও সহায়তা। বেসরকারি খাতের সম্পৃক্ততার জন্য একটি মডিউল আছে যার দ্বারা বিশ্বব্যাংক নীতি প্রণয়নকে প্রভাবিত করে। এটি পদ্ধতিগতভাবে উন্নত শিক্ষা ফলাফল
প্রচারের ১৩টি গুরুত্বপূর্ণ নীতির একটি দিক হিসেবে বিবেচিত। ১০টি দেশের মধ্যে ৯টি দেশেই বেসরকারি সুযোগকে সম্প্রসারণের জন্য এটি সুপারিশ করেছে।

শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি সংস্থার ভূমিকা কী হওয়া উচিত তা নিয়ে ফাউন্ডেশনসমূহে মতামতের ভিন্নতা রয়েছে। করপোরেট এবং জনহিতকর ফাউন্ডেশনের মধ্যে ভিন্নতার কারণে তাদেরকে একটি গোষ্ঠী হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা কঠিন। প্রায়শ ফাউন্ডেশনগুলোকে সরকারি নীতিকে একটি বিশেষ লক্ষ্যে প্রভাবিত করার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। জনহিতকর লেম্যান ফাউন্ডেশন একাধিক কন্সালটেশনের মাধ্যমে ব্রাজিলের জাতীয় শিখণ মানদণ্ড প্রণয়ন করতে সহায়তা করেছে।

সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে প্রচারণার ক্ষেত্রে শিক্ষক ইউনিয়নগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। সরকারি পরিষেবার আউট সোর্সিং এবং অযৌক্তিক বাণিজ্যিকীকরণের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার গ্রহণযোগ্যতাকে বিনষ্ট করার জন্য ইউনিয়নগুলো কাজ করে। এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল, শিক্ষক ইউনিয়নগুলোর একটি ফেডারেশন লাতিন আমেরিকার কোস্টারিকা এবং ডমিনিকান রিপাবলিকে ব্যাপকভাবে সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্বের ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কোন ব্যত্যয় ঘটছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কোনো কোনো উপলক্ষে সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার শক্তিশালীকরণে ইউনিয়নগুলোর প্রচেষ্টা সমালোচিত হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা সংস্কারের জন্য ব্যবসায়ীরা পরামর্শ দেন। বৈশ্বিকভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির তদবিরকে জাপান বিজনেস ফেডারেশন যুক্তিযুক্ত বলে মনে করে। ২১ শতকের দক্ষতা ও শিক্ষার আধুনিকীকরণে শিক্ষানীতির জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রদান করেছে। সুপারিশমালায় নিয়োগকারীদের 'নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ' বাস্তবায়নে বিস্তর ফারাক থাকায় অনেকে এর সমালোচনা করেছেন। গ্লোবাল বিজনেস কোয়ালিশন ফর এডুকেশন তার সদস্যদের দক্ষতা, নেতৃত্ব এবং সম্পদকে শিক্ষায় রাজনৈতিক গুরুত্ব সহকারে বিবেচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। সমালোচকরা পাল্টা বলছেন যে, কর পরিহার এবং ফাঁকির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য পরিচালনা করা সরকারি শিক্ষাকে সহায়তা করার সর্বোত্তম পন্থা হতে পারে। জনসাধারণের কল্যাণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না করে সরকারি পণ্য বিক্রয়ে শিক্ষা প্রযুক্তি সংস্থাগুলো যে বিপণন কৌশল ব্যবহার করেছে সে বিষয়ে অনেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। যা কোভিড-১৯ মহামারি সংকট মোকাবেলায় দূরবর্তী শিক্ষা কার্যক্রমে বাস্তবায়নের সময় পরিলক্ষিত হয়েছে।

প্রাক-শৈশব যত্ন ও শিক্ষা

অনূর্ধ্ব তিন বছরের শিশুদের যত্ন ও শিক্ষা সেবায় বেসরকারি শিক্ষা প্রদানকারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। ২০১৮ সালে ৩৩টি উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর শতকরা ৫৭ জনের জন্য বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ ছিল। অস্ট্রেলিয়া, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড ও যুক্তরাজ্যের বেসরকারি লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোই মূলত দায়িত্বশীল ছিল। জার্মানিতে ২০১৭ সালে ৭৩% শিক্ষার্থী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিল। এদের মধ্যে শতকরা ৩ ভাগ মাত্র লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল। মধ্যম আয়ের ৩৩টি দেশে শতকরা ৪৬ জন অনূর্ধ্ব তিন বছরের শিশুর ভর্তির জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দায়বদ্ধ ছিল। এই ভর্তির পরিসর রাশিয়ান ফেডারেশনে শূন্যের কাছাকাছি থাকলেও তুর্কিতে তা ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। এল সালভেদরসহ কিছু সংখ্যক দেশ বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় সুবিধার বিবেচনায় সে দিকে ঝুঁকে পড়ছে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলোসহ কলম্বিয়া, গুয়াতেমালা এবং পেরুতে স্বল্পাকারে কমিউনিটি পর্যায়ে শিশুযত্ন কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে। ধনী দেশসমূহে নিয়োগভিত্তিক কাজের সুযোগ তুলনামূলকভাবে অধিক পরিচিত যা দরিদ্র দেশসমূহে ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। একটি বড় বাঁধা হচ্ছে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ আনুষ্ঠানিক নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

মৌলিক শিক্ষার তুলনায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষনীয়। ২০০০ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মোট ভর্তিকৃত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে ২৮.৫% থেকে ৩৭% হয়। এই হার পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শতকরা ৫৫ ভাগে পৌঁছায়। চীনে 'দুই পায়ে হাঁটা' নীতিমালার কারণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার শতকরা ৩১ থেকে বেড়ে শতকরা ৫৭ হয়। ভিয়েতনামে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ২০০৩ সালে শতকরা ৬০ ভাগ থাকলেও তা ২০১৪ সালে কমে শতকরা ১২ ভাগে উপনীত হয়। ইউক্রেনসহ পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে এই কমে যাওয়ার প্রবণতা শতকরা এক ভাগের কম ছিল। কমিউনিটি ভিত্তিক (যেমন: ভানুয়াতু) অথবা ধর্মীয় মিশনের (যেমন: সামোয়া) সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা শতকরা ৯৫ ভাগের বেশি ক্যারাবিয়ানের এন্টিগুয়া ও বারবুদা এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে দেখা যায়। আলজেরিয়া ও মিসরের নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য হারে প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির সংখ্যা কমেছে, যা ২০০০ সালে শতকরা ৫৩ ভাগ থাকলেও ২০১৯ এ শতকরা ৩৬ ভাগ হয়। ২০০০ থেকে ২০১৮ এর মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির হার ইসরাইলে শতকরা ৫ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৩৬ ভাগে উন্নীত হয় এবং কুয়েতে শতকরা ২৬ ভাগ থেকে বেড়ে শতকরা ৪৫ ভাগ হয়।

অতি দরিদ্রের জন্য বেসরকারি পর্যায়ে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় অনেক বেশি। খানা জরিপে দেখা যায় যে, আফ্রিকার সাব-সাহারানের সাতটি দেশের ছয়টিতেই প্রশাসনিক তথ্যে বেসরকারিভাবে শিক্ষার্থী ভর্তির সংখ্যাকে গড়পড়তা প্রায় ২০ শতাংশের কম দেখানো হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষাব্যবস্থা মূলত শহরাঞ্চলের চাহিদাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় যা সচ্ছল পরিবারসমূহের সামর্থ্যের মধ্যে থাকে। বার্ষিক পারিবারিক ব্যয়ের হিসাব মতে, ঘানার সবচেয়ে ধনীদের বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় খরচের পরিমাণ ৬% এবং সবচেয়ে দরিদ্রদের জন্য ১৭%, যা ইথিওপিয়ার প্রায় ৪% ও ২১%এর সমতুল্য।

সুশাসন ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। বেসরকারি শিক্ষার বিভিন্নতা সুশাসন প্রক্রিয়ায় জটিলতা সৃষ্টি করে। কম্বোডিয়ার কমিউনিটি প্রাক-প্রাথমিক স্কুলের জন্য আলাদা প্রবিধান এবং ডিক্রি রয়েছে। শ্রীলঙ্কায় একটি মাল্টিসেক্টর রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্কের অভাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং নারী ও শিশু বিষয়ক) কর্মকাণ্ড প্রাদেশিক পর্যায়েও পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। নাইজেরিয়ার লাগোসে রাজ্যে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করার সম্ভাবনা বেশি থাকত, যদি সেই স্কুল কম (৪৮%) বেতনের পরিবর্তে বেশি (৬৮%) বেতন ধার্য করত। কেনিয়ার নাইরোবিতে ধর্মীয়, দাতব্য বা লাভজনক স্কুলের চেয়ে কমিউনিটি স্কুলগুলো বেশি পরিদর্শন করা হয়।

গুনগতমানের ক্ষেত্রে বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের ভিন্নতা রয়েছে। অনেক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে সরকারি সহকর্মীদের তুলনায় বেসরকারি শিক্ষাবিদগণ যথাযথ প্রস্তুতি এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ কম পান। ঘানার এডুকেশন সার্ভিসেস ট্রেইনিং প্রোগ্রামে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ বেসরকারি শিক্ষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন যেখানে শতকরা ৭৫ ভাগ সরকারি কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকবৃন্দ সেই সুযোগ পান। কারণ বেসরকারি শিক্ষকদের জন্য নূন্যতম যোগ্যতার কোনো মাপকাঠি নেই। ব্রাজিলে বেসরকারি প্রাক-প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার করা হয় যা উপযুক্ত পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন এবং গুণগত মানের প্রচলিত ধারণার ক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি করে।

শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য কিছু সংখ্যক নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশ প্রশাসনিক শর্তাবলীর বাইরেও কাজ করে থাকে। জ্যামাইকায় শিক্ষাব্যবস্থা মূলত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে। শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের যোগ্য স্কুলপরিদর্শক প্রয়োজন; ১২টি জাতীয় মানদণ্ডের উপর ভিত্তি করে প্রতি মাসে অন্যান্য কর্মকর্তারা স্কুল পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনে শিশু, শিক্ষক, অভিভাবক, যত্নকারী ও কমিউনিটি সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়, যা সম্পর্কের উন্নয়নে সহায়তা করে। ফিলিপাইন সরকার অনুমোদিত প্রাক-শৈশব উন্নয়ন চেকলিস্টের মাধ্যমে জাতীয় মান এবং দক্ষতা পরিবীক্ষণ করেন।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ ECCE'র ক্ষেত্রে উদ্ভাবন এবং প্রচারণার কাজ করেন। ঐতিহাসিকভাবে দায়িত্বশীল শিক্ষাবিদগণ আনুষ্ঠানিক সরকারি শিক্ষাব্যবস্থার বাইরে বা এর কাছাকাছি থেকে তাদের শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার দর্শন প্রতিষ্ঠায় কাজ করেন। শিক্ষা গবেষকগণ প্রাক-শৈশব শিক্ষা কার্যক্রমের দীর্ঘমেয়াদি কার্যকারিতার জন্য সরকারি কর্তৃপক্ষকে এই ধরনের কর্মসূচির পরিমাণ বাড়াতে বলেছেন। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ স্কুলের বাইরে থাকা শিশুদের জন্য প্রচারণা করে, যেমন: চিলিতে

মায়েদের সাথে কর্মরত শিশু, ফিলিপাইনে দরিদ্র শিশুদের কর্মজীবী মা-বাবা এবং এবং রোমানিয়ায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিশুদের জন্য কাজ করে থাকে। বার্নার্ড ভ্যান লির ফাউন্ডেশন, আগাখান ফাউন্ডেশন এবং ওপেন সোসাইটি ফাউন্ডেশনের মতো সংস্থাগুলো ECCE'র কার্যক্রমগুলোকে সমর্থন করে ও সহায়তা দেয়।

উচ্চতর শিক্ষা

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায় সব দেশই উচ্চতর শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করে। বৈশ্বিকভাবে শতকরা প্রায় ৩৩ জন শিক্ষার্থী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তি হয়। মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চলে এই ভর্তির হার সবচেয়ে বেশি। বিভিন্ন ধরণের শিক্ষা চাহিদা পূরণের জন্য বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিধি বেড়েছে। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের সাথে ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলো যুক্ত যারা শিক্ষার 'বিভিন্ন ধরণের' চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে কাজ করে। প্রায়ই বিত্তবানদের 'উন্নতমানের' শিক্ষার চাহিদাকে কেন্দ্র করে অভিজাত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের সীমিত বাজেট থাকা সত্ত্বেও উচ্চতর শিক্ষার অধিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি ছোট আকারের প্রথাবিরোধী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সংখ্যা বাড়ছে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। কম বেতনের প্রতিষ্ঠানগুলো সীমিত সংখ্যক বিষয়ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান করে যার বেশিরভাগই হলো বৃত্তিমূলক। ভারতে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ বেসরকারি কলেজসমূহ সাধারণভাবে একটিমাত্র পাঠ্যবিষয়ে পাঠদান করে থাকে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে খুব কমই সার্বক্ষণিক কর্মী থাকে – এই হার সেনেগালে শতকরা ২০ ভাগের কম এবং যারা মূলত সরকারি প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক। মালয়েশিয়ায় ক্ষুদ্র আকারের অপেক্ষাকৃত নতুন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগ কর্মীই খণ্ডকালীন। মুনাফার প্রতি ঝোঁক শিক্ষার মানের জন্য আরেকটি বাঁধা যা শিক্ষার বাজারমুখীতা তৈরি করে এবং শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন অপেক্ষা আর্থিক লাভকে গুরুত্ব দেয়।

বেসরকারি ব্যবস্থা সমতার উদ্বেগকে বাড়াচ্ছে। উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মোট ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলেও উপস্থিতির ক্ষেত্রে বড় ধরণের বৈষম্য দেখা যায়। উরুগুয়েতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে শতকরা ৭৫ ভাগ এক পঞ্চমাংশই ধনী পরিবার থেকে আসে, এদের শতকরা ৪০ ভাগের কম সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়। যে কোনো ঝুঁকিতে থাকার কারণে যে সকল শিক্ষার্থীদের বাদ পড়ার সম্ভবনা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের শিক্ষার সুযোগ দিতে এখনও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করছে। সৌদি আরবে শুধুমাত্র নারীদের জন্য কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগকে প্রসারিত করেছে। অন্যদিকে মালয়েশিয়ায় সরকারি প্রতিষ্ঠানে নৃতাত্ত্বিক কোটা দ্বারা সুবিধাবঞ্চিত চীনা এবং ভারতীয়দের জন্য শিক্ষায় অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করেছে। তা সত্ত্বেও এই ধরনের বিভক্তিকরণ ব্যবস্থা সামাজিক সংহতির ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

নীতিকাঠামোর দ্বারা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলিত হয়। কঠোর আইনের সাথে অবিশ্বাসের যোগসূত্র রয়েছে, তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকৃতি, পর্যবেক্ষণ এমনকি সরকারি তহবিলের মতো বিষয়কে সহজতর করে থাকে। কিছু সংখ্যক দেশে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কঠোর আইনের ওপর নির্ভর করতে হয়। আর্জেন্টিনা এবং চিলিতে লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পূর্ণরূপে বেআইনি ঘোষণা করা হয়। অথবা বরাদ্দকৃত বাজেটের পরিমাণ সীমিত হয়, যেমন: ফিলিপাইনে বিনিয়োগে ফেরার জন্য মূলধনের ওপর ১০% রিটার্ন নেওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে গুনগতমান নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া নিম্নমানের সেবা প্রদান অথবা প্রতারণার সাথে জড়িত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে বন্ধ করতে সহায়তা করেছে। ২০১৭ সালে পাকিস্তানের উচ্চতর শিক্ষা কমিশন অবৈধভাবে পরিচালিত হচ্ছে এমন ১৫৩টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু প্রায়ই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বীকৃতি প্রদান ও পরিবীক্ষণের ক্ষেত্রে সম্পদের অভাব দেখা যায়।

প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির চাইতে সমতার উন্নয়ন বিষয়ক নীতি কম পরিচিত। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চতর শিক্ষায় কোটা বা বিশেষ ভর্তির শর্তাবলি প্রণয়নের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত দল বা গোষ্ঠীর ভর্তির সুযোগকে উন্মুক্ত করে না। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আবেদনকারীরা সাধারণত সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অনুদান বা বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ বলিভিয়া ও ইকুয়েডরের মতো দেশে লক্ষ্য করা যায় এবং শিক্ষার্থীদের বেতন কমানোর ঘটনা আজারবাইজান ও কেনিয়াতে দেখা যায়।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গুণগতমান ও সমতা নিশ্চিতে অর্থায়ন প্রক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে। বেশিরভাগ ছোট আকারের এবং সাধারণ মানের বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের তহবিলের জন্য মূলত বেতনের ওপর অনেক নির্ভর করে। তবে বেশিরভাগ দেশের সরকার বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়নে সহায়তা করে। ইন্দোনেশিয়ায় সরকারি কর্মচারী হিসেবে কিছু সংখ্যক শিক্ষা কর্মীকে ভর্তুকি দেওয়া হয় এবং থাইল্যান্ডে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য একটি বিশেষ তহবিলের ব্যবস্থা আছে। সরকারি তহবিলের সুযোগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের গবেষণাকে উৎসাহিত করে বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলোর গুণগতমান বা সমতার মানদণ্ড পূরণে বাধ্য করে।

উচ্চতর শিক্ষার তহবিল গঠনে পরিবারসমূহের বৃহত্তর অংশ গ্রহণ রয়েছে, যা সরকারি এবং বেসরকারি সহায়তার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়েছে। ব্রাজিল এবং চিলির মতো সরকারগুলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি ভর্তুকি দিতে পারে, অথবা ছাত্র ঋণ কর্মসূচিতে ভর্তুকি দিতে পারে, যা ৭০টিরও বেশি দেশে সমস্ত উচ্চতর শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেখা যায়। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানি, ফাউন্ডেশন, এনজিও এবং জনহিতৈষীদের দ্বারা প্রদত্ত বৃত্তির মাধ্যমে এবং শিক্ষার্থীদের ঋণ বা খণ্ড-আয় চুক্তি প্রদানের মাধ্যমে পরিবারগুলোকে শিক্ষার খরচ বহন করতে সাহায্য করে।

বেসরকারি সংস্থাগুলো বেতন-ভাতা ছাড়াও প্রতিষ্ঠানগুলোকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। প্রচলিত কৌশলগুলোর মধ্যে রয়েছে বাজার সম্পর্কিত বিভিন্ন কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া, যেমনঃ জমি ইজারায় পরামর্শ প্রদান, পণ্য এবং সেবার বাণিজ্যিকিকরণ, ঋণ এবং বন্ডের (শেয়ার) মাধ্যমে মূলধন গঠন। ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে বিশ্বব্যাপী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ড ইস্যুরেন্স (বীমা) এর মাধ্যমে ১১.৪১ বিলিয়ন ইউএস ডলার আয় করে যা ছিল ২০১৯ সালের আয়ের তুলনায় দ্বিগুণ। বিভিন্ন দাতা প্রতিষ্ঠান বা হিতৈষী ব্যাক্তিবর্গও প্রতিষ্ঠানগুলোর বেতনের বাইরের আয়ের উৎস হিসেবে এক্ষেত্রে কাজ করে, যা ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মোট আয়ের অর্ধেকেরও বেশি।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো উচ্চতর শিক্ষাকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। কিছু কৌশল হলো গবেষণা কার্যক্রমে অংশীদারিত্ব, লবিং, ব্যবসায়িক ভাবনা থেকে অনুপ্রাণিত পরিচালনা নীতিমালা প্রণয়ন এবং অ্যাডভোকেসি; যা এই খাতের স্বচ্ছতা বাড়িয়ে কার্যক্ষমতা বাড়াতে সহযোগিতা করে। এছাড়াও, বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে রাজনৈতিক ব্যক্তি (যেমন; ব্রাজিল এবং যুক্তরাষ্ট্র) কর্তৃক প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ সহায়তা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে অযাচিত প্রভাবক হিসেবে কাজ করতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসনকে ক্ষুণ্ন করতে পারে।

কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং বয়স্ক শিক্ষা

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করেছে। ২০১৯ সালে বিশ্বব্যাপী, মাধ্যমিক পরবর্তী উচ্চতর শিক্ষা ব্যতীত ভিন্ন ধরণের শিক্ষা অর্জনের জন্য ৩৮.৫% শিক্ষার্থী বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে বেছে নিয়েছে। অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন সংস্থাভূক্ত (OECD) রাষ্ট্রগুলোর ৪৪% শিক্ষার্থী স্বল্পমেয়াদি বৃত্তিমূলক উচ্চ শিক্ষার জন্য বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে এই পারস্পরিক সহযোগিতার মূল লক্ষ্য কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণকে (TVET) আরও বেশি শ্রম-বাজারের চাহিদা উপযোগী করে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় সম্পদে সমৃদ্ধ করে চাহিদা পূরণে সক্ষম করে তোলা; যা বিভিন্ন দেশ এমনকি যেসব দেশে মূলধারার শিক্ষার অংশ হিসেবে TVET ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, সেসব দেশের ক্ষেত্রেও সত্য। অন্যান্য প্রেক্ষাপটে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় সমন্বয়ের ছত্রছায়ায় থেকে চিরাচরিত ব্যবসায়িক গন্ডিতে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে স্বায়ত্তশাসিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিপূরক ভুমিকা পালন করে। দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণে (TVET) ন্যায্য প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করে থাকে।

নিয়োগকর্তারা আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক শিক্ষানবিশ নিয়োগ করে থাকে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (স্কুল টু ওয়ার্ক) বিদ্যালয় থেকে কর্মসংস্থান উত্তরণ জরিপে দেখা যায়, ৩৩টি দেশে ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সীদের প্রতি ৫ জনে ১ জনেরও কম অংশগ্রহণকারী তাদের শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্ততপক্ষে ১টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করেছে। নিম্ন আয়ের দেশসমূহে কম অংশগ্রহণের কারণ হিসেবে অনানুষ্ঠানিকভাবে যেসব দেশে শিক্ষানবিশ সংস্কৃতির প্রচলন নেই, সেখানে মধ্যবর্তী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়োগকারীদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন, শিক্ষার উন্নয়নের মাধ্যমে সঠিক নিয়োগকারী ও আবেদনকারীদের মধ্যে মিলকরণ করতে পারে।

অব্যাহত দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বেসরকারি নিয়োগ প্রতিষ্ঠানগুলো প্রদান করে থাকে। আনুষ্ঠানিক TVET-এ মূলতঃ সয়ংক্রিয়তার জন্য হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিতে থাকা পেশাগুলোকে লক্ষ্যে রেখে করা হয়। এছাড়াও পুনঃদক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমগুলো নিয়মিত শিক্ষা চলতে থাকে। নিয়োগকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় উপানুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণগুলো চলমান থাকে এবং এই চাহিদা অনেক বেশি প্রতিষ্ঠানের আকার বা বিশালতার উপর নির্ভরশীল। বিশ্ব ব্যাংকের STEP Skills Measurement কার্যক্রমের ফলাফলে দেখা যায়, নিয়োগকারীগণ চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণগুলো বেশি পছন্দ করেন যা প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত সরকারি বা বিশেষজ্ঞ বেসরকারি কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে করানো যায়।

দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমে প্রতিনিধিত্বমূলক পরিচালন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা খুবই চ্যালেঞ্জিং। TVET পদ্ধতি মূলতঃ কেন্দ্রিভূত। ১৫০টিরও বেশি দেশের জাতীয় যোগ্যতা কাঠামো TVET এর পরিচালন-ব্যবস্থাকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক এবং উদ্দেশ্যমুখী করার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত। এছাড়াও দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং প্রাসঙ্গিকতা রাখা সরকারি কর্তৃপক্ষের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আংশিক বাস্তবায়িত গুণগত নিশ্চিতকরণ কৌশল TVET পদ্ধতির কার্যকারিতাকে বিঘ্নিত করে। বেসরকারি এবং শিক্ষা খাতের সমন্বয়ে শিক্ষাক্রম প্রণয়নের চেয়ে দক্ষতা চিহ্নিতকরণের কাজ বেশি হতে দেখা যায়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাথে দক্ষতা ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় সেখানেই যেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পক্ষকে যুক্ত করে ত্রিপাক্ষিকভাবে কাজ করা হয়। শ্রম বাজারের চাহিদা বোঝার জন্য সেক্টর স্কিল কাউন্সিলের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সরকারি ও বেসরকারি পক্ষের অংশীদারিত্ব স্থাপন করা হয়েছে।

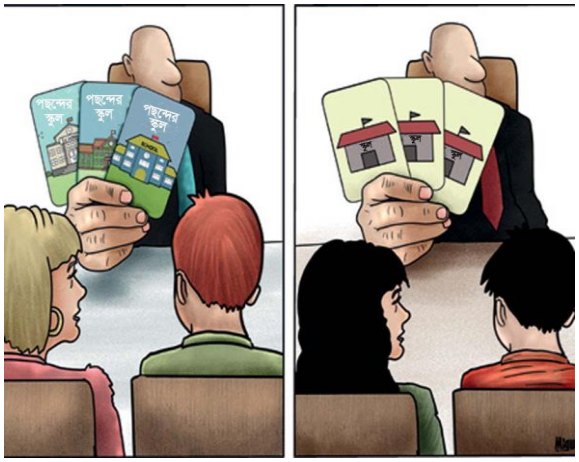
দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা সরকারি এবং বেসরকারি অর্থায়নের উপর নির্ভরশীল। সরাসরি সরকারি বরাদ্দের পাশাপাশি TVET ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ শুল্ক এবং প্রাতিষ্ঠানিক তহবিলের মাধ্যমে নিজেদের অর্থায়ন নিশ্চিত করে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সরাসরি প্রতিযোগিতামূলক চাহিদাপত্র আহবানের মাধ্যমে লেনদেন করে যদিও তার ফলাফলমিশ্র। নিয়োগকর্তারা শুল্ক-অনুদান কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানে উৎসাহী। তথাপি, প্রতিষ্ঠানগুলো প্রশিক্ষণে বিনিয়োগ কম করে, কারণ সরাসরি আকাঙ্ক্ষিত দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োগে বরাদ্দের তুলনায় প্রশিক্ষণে বরাদ্দ অপর্যাপ্ততা। সরকার ব্যক্তিগত শিক্ষা অ্যাকাউন্ট বা বরাদ্দ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে প্রশিক্ষণের ব্যয় বহনের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে প্রণোদনা দিয়ে থাকে।

বেসরকারি এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলো বিভিন্ন বয়স্ক কার্যক্রমগুলো আধিপত্যের সাথে পরিচালনা করে থাকে। কমিউনিটি শিখন কেন্দ্র, সাক্ষরতা কর্মসূচির মতন বিভিন্ন কার্যক্রম এবং উন্নয়ন সংস্থা ও সুশীল সামাজিক সংগঠনগুলো ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর বয়স্ক ব্যক্তিদের শিক্ষা কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে যারা প্রথাগতভাবেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে আছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, সরকার জাতীয় বয়স্ক সাক্ষরতা এবং শিক্ষার দ্বিতীয় সুযোগ এধরণের কর্মসূচির উপর উপর বয়স্ক শিক্ষা প্রসারের জন্য নির্ভর করে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে এমন দেখা গেছে যে, এই কর্মসূচিগুলো সরকারের বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এজন্য যে তারা বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে কম প্রচলিত ভাষাকে মাধ্যম হিসেবে নিয়েছে, যেমন- ল্যাটিন আমেরিকা। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে তারাও দাতা সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত। সরকারি নীতি উন্নয়ন ক্ষেত্রে তাঁদের অংশগ্রহণ সীমিত আকারের হয়ে থাকে, তবে পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকায় বিকেন্দ্রীকরণ এবং আউটসোর্সিং কৌশল অবলম্বন করায় ইতিবাচক ফল বয়ে এনেছে যেখানে রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় সম্পদের সরবরাহের করা হয়েছে যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব এইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর ন্যস্ত ছিল।

বয়স্ক শিক্ষা, বিশেষত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতের ভুমিকা আরও বেড়েছে। বেসরকারি প্রতিস্থানগুলো তাঁদের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বের অংশ অথবা তথ্য এবং যোগাযোগ প্রযুক্তি বিস্তারের অংশ হিসেবে বয়স্ক শিক্ষায় অবদান রাখতে পারে। ভাষা শিক্ষা এবং মূল্যায়নের প্রাসঙ্গিকতা মুনাফাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আকৃষ্ট করেছে। আর্জেন্টিনা এবং পেরুর প্রায় ৪০% ইংরেজি ভাষা শিক্ষার্থী বেসরকারি ভাষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা করে। মোবাইল-সহায়ক ভাষা শিখনও এখন ছড়িয়ে পড়ছে, তবে এর কার্যকারিতা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সুপারিশমালা:



সরকারি ও প্রাইভেট বিদ্যালয় ছাড়াও বিভিন্ন ধরণের বেসরকারি বিদ্যালয় রয়েছে। তদুপুরি, বেসরকারি অংশীদারদের ভূমিকা বিদ্যালয়ের বাইরেও শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরণের কার্যবিধির মধ্য দিয়ে প্রসারিত।

এসব বেসরকারি সম্পৃক্ততা শিক্ষার গুণগতমান ধরে রাখতে সহায়ক কি না - এটি এখন আর নীতি নির্ধারকদের মূল ভাবনার বিষয় নয়; বরং মূল ভাবনার বিষয় হলো শিক্ষায় ন্যায্যতা এবং একীভূতকরণ নিশ্চিতকরণে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কোন ভুমিকা রাখতে পারছে কি না।

শিক্ষার অধিকারকে সুরক্ষিত এবং পরিপূর্ণ করার জন্য সরকারের অর্থায়ন এবং বিধান সংশ্লিষ্ট দুইটি কৌশলগত দিকনির্দেশনা উল্লেখ করার মতো। প্রথমত, সরকার ২০১৫ সালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সকল শিশু এবং কিশোর-কিশোরী বিনা বেতনে ১ বছরব্যাপী সর্বজনীন প্রাক-প্রাথমিক এবং ১২ বছরব্যাপী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ পাবে। তবে প্রতি তিনটি দেশের মধ্যে একটি দেশে মোট জিডিপির মাত্র ৪% এবং জনসাধারণের সর্বমোট ব্যয়ের ১৫% শিক্ষার জন্য ব্যয় হয়। তাই অনেক দেশই পর্যাপ্ত অর্থায়নের কারণে তাদের এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং ব্যবস্থাপনায় তারা কতখানি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে চায়। বিদ্যালয়ের ধরণ বাছাই এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তাদের তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যাপক পার্থক্য দেখা যায়।

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরবে কাজ করে যাচ্ছে। ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ভাবা হচ্ছে; যেমন শিক্ষা কি একটি আকর্ষণীয় কার্যক্রম হবে এবং কিভাবে শিক্ষার বিভিন্ন পণ্য বা সেবা বাজারজাতকরণ করা হবে এবং কাদের কাছে এর জবাবদিহিতা করতে হবে: শুধু অংশীদারদের কাছে নাকি আরও অন্য কারও কাছে? বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো এবং সুশীল সামাজিক সংগঠনগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে: তাঁদের কি ঘাটতিগুলো পূরণ করা উচিত নাকি রাষ্ট্রকে ঘাটতি পূরণে পরামর্শ প্রদান কারা উচিত। ফাউন্ডেশনগুলোও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে কীভাবে সমাজকে প্রভাবিত করা যায় এবং শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে কতটা নিবিড়ভাবে কাজ করা যায়। শিক্ষক এবং তাঁদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সিদ্ধান্ত সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে পারে আবার প্রশ্নবিদ্ধও করতে পারে।

প্রতিবেদনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়- কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়? এটি একটি নূতন বিষয় যা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাদের সম্পর্ক নিয়ে বিশেষ করে মৌলিক পছন্দের ক্ষেত্রে নীতিনির্ধারকদের অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি করেছে: যেমন পছন্দের স্বাধীনতা এবং ন্যায্যতার মধ্যে, উৎসাহী উদ্যোগ (শিক্ষা ব্যবস্থার যেকোনো স্থানে গুণগত মান উন্নয়ন) এবং আদর্শিক মান প্রতিষ্ঠার মধ্যে (সকল শিক্ষার্থীর জন্য গুণগত মান উন্নয়ন), ভিন্ন ভিন্ন পন্থা ও চাহিদাসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে, তাঁদের প্রতিশ্রুতি যেগুলো অবিলম্বে পূরণ করতে হবে (উদাহরণস্বরূপ: টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৪ অনুযায়ী ১২ বছরের অবৈতনিক শিক্ষার-সুযোগ প্রদান) এবং যেসব বিষয় পর্যায়ক্রমে অনুধাবন ও বাস্তবায়ন করতে হবে (যেমন; মাধ্যমিক পরবর্তী শিক্ষা) সেগুলোর মধ্যে; এবং শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক খাতের মধ্যে।

এই চিন্তাগুলোকে বিবেচনায় রেখে #RightttheRules কে সহায়তা করতে কাঠামোবদ্ধভাবে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো করা হয় যা শিক্ষায় ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণের জন্য অর্থায়ন, গুণগত মান, সুশাসন, উদ্ভাবন এবং নীতি নির্ধারণের বিষয়গুলোতে গুরুত্ব দিবে। এই সুপারিশের উদ্দেশ্য হলো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো যেন শিক্ষায় ন্যায্যতাকে অক্ষুণ্ণ রেখেই গুণগত মান উন্নয়নে অবদান রাখতে পারে। এই সুপারিশগুলোকে বাস্তবায়ন করা গেলে সরকারকে সরকারি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার নিম্নমান এবং অন্যায্যতা নিয়ে চ্যালেঞ্জ করা যাবে। এই সুপারিশগুলো প্রাথমিকভাবে সরকারের জন্য করা হবে, যাতে ন্যায্যতা এবং একীভূত শিক্ষা নিয়ে তারা ৫টি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে। এছাড়াও এগুলো এসডিজি-৪ বাস্তবায়নে পরিপূরক ভুমিকা পালনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অ্যাডভোকেসি টুল হিসেবেও ব্যবহৃত হবে। এভাবেই এই সুপারিশগুলো সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে একই সাথে একই প্লাটফর্মে #RightbytheRules কাজ করার আহবান জানায়।

১. শিক্ষার অর্থায়ন কি কিছু শিক্ষার্থীদের সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অন্যদের সুবিধা বঞ্চিত করে?

এক বছরের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ১২ বছরের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে হবে তবে ন্যায্যতা নিশ্চিত করতে হলে সরকারের অর্থায়নের প্রয়োজন কিন্তু এর মানে এই নয় যে জনগণকে পৃথকভাবে সেই অর্থায়নের যোগান দিতে হবে।



সরকারকে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে এবং শিক্ষা গ্রহণের স্থানে তা বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে পরিবার কর্তৃক শিক্ষার সামগ্রী এবং সেবার জন্য অর্থ প্রদান করা হবে না, কারণ তারা বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পরিবারের আয়-ব্যয় জরিপ ব্যবহার করে সরকারের জনপ্রতি শিক্ষা ব্যয় মনিটর করা প্রয়োজন। ক্ষুদ্র পরিসরের হিসাব বহির্ভূত এসব খরচ প্রায়ই সরকারের চোখ এড়িয়ে যায় যা বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলে।

সরকারি এবং বেসরকারি সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের একই শর্তে বিবেচনা করতে হবে। শিক্ষার জন্য সর্বজনীনভাবে অর্থায়ন করার অঙ্গীকারের অর্থ এই নয় যে, সব ধরণের শিক্ষা শুধু সরকারিভাবে প্রদান করতে হবে। কিন্তু সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সাধারণ নিয়মে আর্থিক সহায়তা এবং তদারকি ব্যবস্থাসহ একটি একক ব্যবস্থার অংশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।

যেকোনো সুবিধাকে বৈচিত্র্যময় করার জন্য প্রচেষ্টা এমনভাবে ডিজাইন করা উচিত যেন তা ন্যায্যতাকে নিশ্চিত করতে পারে। সরকারি স্কুলের ব্যবস্থাপনার সাথে চুক্তি করা, বেসরকারি স্কুলে পরিচালন খরচে ভর্তুকি প্রদান অথবা পরিবারগুলোকে তাদের পছন্দের স্কুলে ভর্তির জন্য অর্থ সহায়তা করা- এই ধরনের পদক্ষেপগুলো সহজেই সচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের উপকারে আসতে পারে।

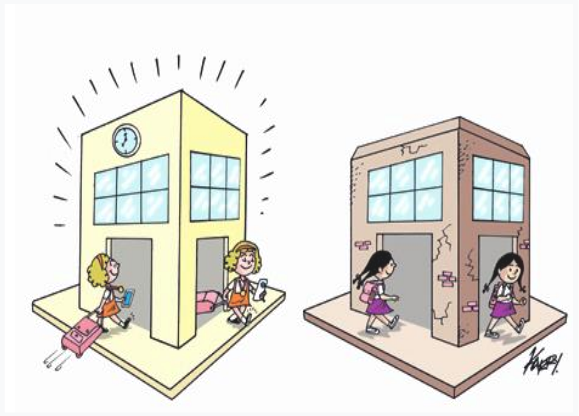
বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী নির্বাচন করা উচিত নয়। রাষ্ট্রগুলো শিক্ষায় বৈষম্য-রোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং বিদ্যালয়ের ভর্তিতে এই নীতি অবশ্যই প্রতিফলিত হতে হবে। অধিকন্তু, পরিবার এবং শিক্ষার্থীদের পছন্দের বিদ্যালয় বেছে নেওয়ার অধিকার বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলবে না।

রাষ্ট্র দ্বারা অর্থায়নকৃত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কোনো বেতন নেওয়া উচিত নয়। প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা বিনামূল্যে নিশ্চিত করা সমস্ত রাষ্ট্রের লক্ষ্য হওয়া উচিত, যদিও অনেক রাষ্ট্রই এই আদর্শ মেনে চলছে না। এমনকি সরকার-নির্ভর বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও বেতন নেয়।

বিনামূল্যে প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান প্রতিশ্রুতির সাথে মুনাফা অর্জনের বিষয়টি অসঙ্গতিপূর্ণ। বৈষম্য বাড়িয়ে তোলা মুনাফাকে নিয়ন্ত্রণ করা বা নিষিদ্ধ করার মতন বিষয় স্কুলের পছন্দ নীতির আওতাভূক্ত করা যেতে পারে।

২. শিক্ষার্থীরা কি তাদের কাঙ্ক্ষিত মানের গুণগত শিক্ষা পায়, নাকি সংক্ষিপ্ত আকারের পরিমার্জিত কিছু?

সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য গুণগত আদর্শমান প্রতিষ্ঠা করতে হবে।



সরকারকে সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য গুণগত আদর্শমান প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ করতে হবে। গুণগত আদর্শমান শুধু কি কি দেওয়া হয়েছে তা নয় ফলাফল অর্জনকে গুরুত্ব দিবে এবং যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আদর্শমান থেকে বেশি বিচ্যুত হয়েছে তাঁদের সুরক্ষা প্রদান করবে। এছাড়া নিরাপত্তা এবং একীভূতকরণ নিয়ে কাজ করবে। স্কুলগুলো কি অবস্থায় আছে এবং তাদের উন্নতিতে করণীয় নিরূপণ করে সহায়তা প্রদান করতে করবে। প্রতিটি স্কুল, সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্জনকে মূল্যায়ন করতে হবে এবং জনসম্মুখে প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।

সব স্কুলেই শিক্ষকদের পেশাদার হিসাবে মূল্যায়ন করতে হবে। শিক্ষকের যোগ্যতা এবং পেশাগত উন্নয়নের সুযোগ কোনো সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া উচিত নয়। বহু ধারায় বিভক্ত শিক্ষক শ্রমবাজার শিক্ষকদের বেতন এবং সুবিধাদিতে ব্যাপক বৈষম্য সৃষ্টি করেছে যা একটি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার লক্ষণ। সরকার এ ধরনের বৈষম্যের মূলোৎপাটনে মূল কারণকে চিহ্নিত করে এই অসমতা রোধ করবে।

মান নিরীক্ষণ এবং আদর্শ অবস্থা বজায় রাখার জন্য করার জন্য গুণমান নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থাপনা থাকা দরকার। সরকারের স্কুল পরিদর্শন, শিখন পরীক্ষণ এবং মূল্যায়নগুলো সবার জন্য সমানভাবে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন। এই প্রক্রিয়াগুলো রাষ্ট্রীয় নীতির আলোকে বাস্তবায়িত করা উচিত।

কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলোর শক্তিশালী গুণমান নিশ্চিতকরণ কৌশলাদি থাকা প্রয়োজন। যেহেতু সরকার ব্যক্তিবিশেষে ভর্তুকি প্রদান করে অথবা প্রশিক্ষণের জন্য কোম্পানির সাথে চুক্তি করে, তাদেরকে সুবিধাবঞ্চিতদের সুরক্ষিত করতে হবে বিশেষত: তাদেরকে যারা প্রতারিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছেন। মুনাফাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যারা নিচুমানের শিক্ষাপ্রদান এবং অপকর্মের সাথে জড়িত তাদেরকে নিরীক্ষার আওতায় আনতে হবে।

সরকারকে ব্যক্তিগত পরিপূরক টিউশন প্রদানে বাঁধা দিতে হবে কারণ এর ফলে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণমান এবং ন্যায্যতার উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। শিক্ষানীতি সম্পর্কীয় প্রতিক্রিয়াগুলো গৃহশিক্ষক শিক্ষা অনুমতির শর্তাবলী থেকে অনলাইন রেজিস্টার পর্যন্ত দেখা যায়। নিষেধাজ্ঞাও একটি বিকল্প পথ কিন্তু তা থেকে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাজারের সূত্রপাত ঘটতে পারে। শিক্ষকের কম বেতন এবং উচ্চ-পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষার মতো মূল কারণগুলিকে মোকাবেলায় অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।

৩. প্রবিধানগুলো কি কার্যকর এবং বাস্তবায়নযোগ্য অথবা তাদের কার্যক্রমের অনিভিপ্রেত প্রভাব কি সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের ক্ষতিসাধন করেছে?

একই ধরণের পর্যবেক্ষণ এবং সহায়তা প্রক্রিয়া স্থাপন করতে হবে যেন তা সকল সব সরকারি এবং বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রয়োগ করা যায়।



সরকারের একটি সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি এবং কাঠামো এজন্য প্রয়োজন যে তারা কিভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে জড়িয়ে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার করতে পারে।

নিয়মকানুনগুলো শুধু প্রশাসনিক বিশদ বিবরণ বা অবাস্তব আদর্শমানের জন্য নয় বরং তা শিক্ষা প্রক্রিয়া ও ফলাফল কেন্দ্রিক হবে। এজন্য তা প্রতিনিয়ত পর্যালোচনা করে স্বচ্ছ এবং অংশগ্রহণমূলক উপায়ে সমন্বয় করা উচিত। একইসাথে এই প্রক্রিয়াগুলো সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল থেকে নেয়া উচিত।

শিক্ষাপ্রদানকারীদের সর্বদা শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা শিক্ষাসংস্থা হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত এবং বাজার নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা বাণিজ্যিক সংস্থা হিসাবে কখনোই নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত নয়। কিছু শিক্ষাপ্রদানকারী প্রারম্ভিক শিশুতোষ সেবা এবং শিক্ষা, ব্যক্তিগত পরিপূরক টিউশন এবং বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণকে ব্যবসায়ের ক্ষেত্র হিসাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। একইভাবে, অন্যান্য শিক্ষাপ্রদানকারীদের সামাজিক সুরক্ষা মন্ত্রণালয় বা ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হয়।

নিয়মকানুনসমূহ সহজ, স্বচ্ছ এবং কার্যকর হতে হবে। পরিহাসের বিষয় এই যে, নিয়ন্ত্রক ক্ষমতা যেখানে সবচেয়ে কম সেখানে এটির প্রয়োজন বেশি, তথাপি ক্ষেত্রটি সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। যেখানে মনিটরিং এবং অবাস্তব নিয়ম প্রয়োগ করার ক্ষমতার অভাব রয়েছে, সেখানে নিয়মগুলো অপ্রাসঙ্গিক এবং বিপরীতমুখী হয়ে থাকে।

সরকার যে বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তার কারণ সম্পর্কে তাকে সৎ হতে হবে। মনিটরিং এবং সহায়তা প্রক্রিয়াগুলো সাধারণ হওয়া উচিত, সরকার যে সমস্ত শিশু শিক্ষার প্রতি দায়িত্বশীল তা দেখাতে হবে, যে ধরনেরই স্কুলই হোক না কেন যেখানে শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা করে। সরকারকে বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের সাথে আস্থার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাদের স্কুলগুলো কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য সঠিক প্রণোদনা দিতে হবে।

৪. শিক্ষার নূতন ধারণাগুলো কি লালিত হয় না দমিয়ে রাখা হয়?

সবার ভালোর জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে উদ্ভাবনের প্রসারকে পরিচালনা করতে হবে।



নীতিনির্ধারকগণ উদ্ভাবন শনাক্ত করতে সক্ষম হবেন এবং তা বিকাশের জন্য সময় ও সুযোগ করে দিবেন। নূতন ধারণার ওপর কারো একচেটিয়া আধিপত্য নেই। শিক্ষা একটি সামাজিক প্রচেষ্টা এবং জটিল ব্যবস্থা। নীতিনির্ধারকদের জন্য চ্যালেঞ্জ হলো উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা, বিশেষ করে যখন সাধারণ জনগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেয়ে সামঞ্জস্যকে বেশি পছন্দ করে।

পরামর্শমূলক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দিয়ে সবার জন্য কাজ করে এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য সরকারের সব অংশীজনের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা উচিত। উদ্ভাবন প্রসারের জন্য সকলের মাঝে আস্থার একটি সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে। পরিস্থিতি তৈরি করে একাধিক অংশীজনের সাথে যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের জন্য প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যেতে পারে যা সরকারি শিক্ষাব্যবস্থাকে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উৎকর্ষতা সাধনে সহায়তা করবে এবং দক্ষতার ক্ষেত্রগুলো একইসাথে বহাল থাকবে।

শুরু করার জন্য সরকারকে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্ভাবনকে লালন করতে হবে। তাদের এই বার্তা দিতে হবে যে, তারা শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাদের শিখন এবং এ সংক্রান্ত সবকিছু মনিটর করতে হবে, ভাল অনুশীলনগুলি কোথায় হচ্ছে তা মূল্যায়ন করতে হবে, অনুশীলনকারীদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের ব্যবহার করতে হবে, ভাল পরিকল্পনাগুলি পাইলট করে বাস্তবায়ন করতে হবে।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকেও সরকারের শিক্ষা নেওয়া উচিত। শিক্ষণ এবং শিখনের জন্য স্বায়ত্তশাসিত, প্রাসঙ্গিক ও নমনীয় পদ্ধতির ব্যবহার,, বিশেষ করে প্রান্তিক শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে, নতুন অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে পারে এমন, যার থেকে সরকার উপকৃত হবে, সক্ষমতার অভাবে যেখানে সরকারি স্কুলগুলোকেই সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা যায় না সেখানে এটা স্বীকার করে বেসরকারী বিদ্যালয়গুলোকে তাদের মতো করে ছেড়ে দিতে হবে।

সরকারের ভূমিকা হলো উদ্ভাবনের জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করা। শিক্ষাকে এমন বাজার হিসেবে দেখা উচিত নয়, যেখানে শিক্ষা 'উৎপাদনকারী' হিসেবে অন্যান্য সেবা বা পণ্য প্রদানকারীর সাথে প্রতিযোগিতা করে। নতুন ধারণাগুলো বন্টন করার পূর্বে পরীক্ষা করা এবং পরীক্ষিত হলেই তা গ্রহণ করা দরকার। শিক্ষাব্যবস্থার প্রসারে রাষ্ট্রীয় সহায়তায় বেসরকারি অংশীজনেরা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের পরিবর্তে সাধারণ জনগনের ভালোর জন্য স্বেচ্ছাসেবীর ভূমিকায় কাজ করবে।

৫. শিক্ষায় পাবলিক বিতর্কের সময় সবাইকে কি সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে?

সরকারি শিক্ষানীতি প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও সততা বজায় রাখতে হবে যাতে স্বার্থান্বেষীর স্বার্থ রোধ করা যায়।



নীতিনির্ধারকদের সমস্ত অংশীজনদের অন্তদৃষ্টি এবং দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে হবে। নীতিনির্ধারকদের যেমন অনেকের কাছে উন্মুক্ত হওয়া উচিত, তেমনি শিক্ষা আইন, নীতি ও বিধান সম্পর্কে সরকারি কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের জন্য স্বচ্ছ হওয়াও অপরিহার্য। কিছু ব্যক্তি জনগণের কল্যাণের চেয়ে তাদের বাজারের শেয়ার বা রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য কাজ করেন।

সরকারকে মনিটর করতে হবে এবং স্বার্থের জন্য লবিংয়ের বিরুদ্ধে পাবলিক নীতিকে প্রভাবিত করা থেকে রক্ষা করতে হবে। পাবলিক পলিসি প্রক্রিয়ার ওপর আস্থা বজায় রাখার জন্য, স্বচ্ছতা প্রসারের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে, সামর্থ্যের উপর নির্ভর করতে হবে, এমনকি তথ্য অধিকার আইনসহ রাজনৈতিক দলকে অনুদান প্রকাশের প্রচার এবং ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মচারীদের সাথে বৈঠক এবং ব্যক্তিগত সুবিধা পেতে অফিস ছেড়ে যাওয়া সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নিয়ম গ্রহণ করা, লবিস্টদের এবং সরকারি অফিস দখল করা স্পন্সরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এই সুপারিশগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে বেসরকারি ব্যক্তিত্বদের সাথে জড়িত থাকার ক্ষেত্রে সমতা এবং অন্তর্ভুক্তিকরণকে অগ্রাধিকার দেয়ার স্পষ্ট নীতি থাকা প্রয়োজন।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় শিক্ষা পরিবীক্ষণ

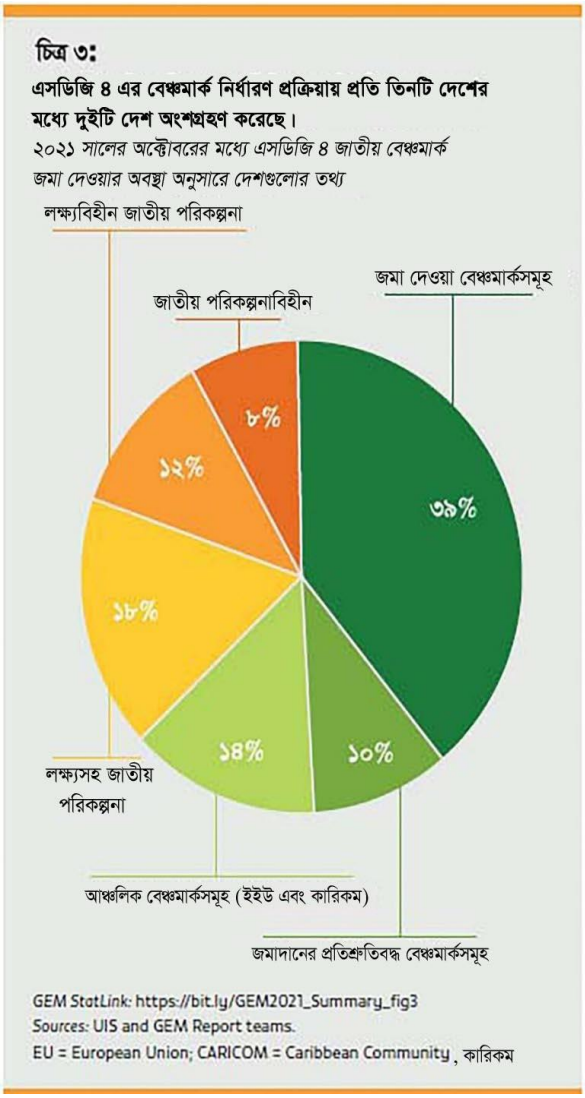
টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনের মাঝপথে পরিবীক্ষণ কাঠামোর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে এবং বিভিন্ন দেশ তাদের লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করেছে। অন্যদিকে, কোভিড- ১৯ মহামারি এ অগ্রগতিতে বড় ধাক্কা দিয়েছে। শুধু শিক্ষার অগ্রগতি নিরীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত মানদণ্ডগুলোই প্রভাবিত হয়নি, লক্ষ্যগুলোকেও পুনর্বিবেচনা করতে হতে পারে।

রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক জাতীয় এসডিজি ৪ বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ

শিক্ষা ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন ২০৩০, দেশগুলোকে এসডিজি ৪ সূচকগুলির জন্য 'উপযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন মাপকাঠি (যেমন ২০২০ এবং ২০২৫)' স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে প্রতিটি দেশ তাদের প্রাথমিক শর্তগুলো বিবেচনারত: বৈশ্বিক এজেন্ডা তৈরি করতে প্রস্তুত থাকে। ইউনেস্কোর পরিসংখ্যান ইনস্টিটিউট (ইউআইএস) এবং জিইএম (GEM) রিপোর্ট প্রণয়নকারী দলগুলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে একত্রিত এবং গতিশীল করার জন্য কাজ করেছে। ২০১৯ সালে বেঞ্চমার্কিংয়ের জন্য সাতটি এসডিজি ৪ সূচকের নির্বাচন ও 'প্রগতি ত্বরান্বিত করতে এবং মূল এসডিজি ৪ সূচকগুলোর প্রাসঙ্গিক ও বাস্তবসম্মত মানদণ্ড প্রস্তাব করার জন্য অক্টোবর ২০২০-এ বৈশ্বিক শিক্ষা সভায় ঘোষণা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে, ঘোষণা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশ অনুযায়ী দেশগুলোকে অক্টোবর ২০২১ এর মধ্যে ২০২৫ এবং ২০৩০ এর জন্য জাতীয় বেঞ্চমার্ক মান জমা দেওয়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ৩৯% দেশ এই মানদণ্ডগুলো জমা দিয়েছে। আরও ১০% এটি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছড়াও, অতিরিক্ত ১৪% ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ক্যারিবিয়ান কমিউনিটির দেশসমূহ (**চিত্র ৩**) তাঁদের আঞ্চলিক মানদণ্ডসহ জমা দিয়েছে।

বেজলাইন মানদণ্ডের তথ্য এবং জমাকৃত ২০২৫ এবং ২০৩০ এর জন্য জাতীয় বেঞ্চমার্ক মানদণ্ডের তথ্য এখন গ্লোবাল এডুকেশন অবজারভেটরিতে দেখা যায়। এটি শিক্ষা-সম্পর্কিত ডেটার একটি নতুন গেটওয়ে। UIS এবং GEM রিপোর্ট ২০২২ সালের প্রথম দিকে এই প্রক্রিয়ার ফলাফল বিশ্লেষণ করে একটি বেজলাইন প্রতিবেদন প্রকাশ করবে। প্রতিবেদনে দেশসমূহের, অঞ্চলের এবং বিশ্বের লক্ষ্য তুলে ধরা হবে। দেশগুলোকে শিক্ষার লক্ষ্যগুলো উন্নয়নে সহায়তার জন্য একটি প্রক্রিয়ার রূপরেখা দেওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তা এখনও অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই। জাতীয় বেঞ্চমার্কগুলোতে কোভিড-১৯ এর প্রভাবের তথ্য প্রকাশ পাবে।

চিত্র ৩:
এসডিজি ৪ এর বেঞ্চমার্ক নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় প্রতি তিনটি দেশের মধ্যে দুইটি দেশ অংশগ্রহণ করেছে।
২০২১ সালের অক্টোবরের মধ্যে এসডিজি ৪ জাতীয় বেঞ্চমার্ক জমা দেওয়ার অবস্থা অনুসারে দেশগুলোর তথ্য



GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig3
Sources: UIS and GEM Report teams.
EU = European Union; CARICOM = Caribbean Community , কারিকম

কোভিড-১৯

এসডিজি ৪ অর্জনের সম্ভাবনা এবং অগ্রগতি মনিটরিং এর উপায়কে বাঁধাগ্রস্ত করেছে

কোভিড-১৯ সবচেয়ে গুরুতর সংকট যা পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে একই সাথে আঘাত করেছে। মার্চ ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২১-এর মধ্যে বিদ্যালয়গুলো ২৮% দিনের জন্য সম্পূর্ণরূপে এবং আংশিকভাবে ২৬% দিনের জন্য বন্ধ ছিল। এপ্রিল ২০২০-এ সংক্রমণ শীর্ষে পৌঁছেছিল (৯৫%)। সেপ্টেম্বর ২০২০ থেকে আগস্ট ২০২১ এর মধ্যে বিদ্যালয়গুলো দিনের অর্ধেক বা আংশিকভাবে বন্ধ ছিল (চিত্র ৪)। অনেক রাষ্ট্রসমূহ তাদের বিদ্যালয়গুলোকে আংশিক খোলা হিসাবে বিবৃত করেছে, যখন বেশিরভাগই বিদ্যালয়ই বন্ধ ছিল।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, এসডিজি-৪ এর পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা ২০১৯এর জন্য প্রযোজ্য এবং মহামারি পূর্ব-পরিস্থিতি নির্দেশ করে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর ২০২০ এর মধ্যে ১২৯টি শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের একটি UIS মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, দুই-তৃতীয়াংশের তথ্য সংগ্রহে বিলম্ব হয়েছিল অথবা পরবর্তী বছরে-শিক্ষা বছরের জন্য স্থগিত করতে হয়েছিল কারণ তাদের প্রতিবেদনের শর্ত পূরণ করতে তখনও অনেক কিছুর অভাব ছিল। মহামারি চলাকালীন জরিপের প্রশাসনিক বিভাগও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

কিছু বৃহৎ পারিবারিক জরিপ প্রোগ্রাম ফোন জরিপে কার্যক্রম পরিবর্তন করে কাজ করেছিল। কিন্তু ২০২০ সালে মাঠ পর্যায়ের জরিপ কাজে বিলম্বের কারণে ২৫টিরও বেশি জরিপের কাজ উক্ত বছরে চলমান বা পরিকল্পনায় ছিল। ফলে যখন মাঠ পর্যায়ের কাজ পরিচালিত হয়েছিল তখন বিদ্যালয় খোলা ছিল কিনা তা বিবেচনাধীন হতে হবে। এছাড়াও, শিখন মূল্যায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী মূল্যায়ন প্রোগ্রামের ২০২১ রাউন্ড এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়েছিল।

কোভিড-১৯ এর প্রভাবে বিভিন্ন উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ, পার্থক্যগুলো খুজে বের করার জন্য পদ্ধতি, নমুনা, সময় এবং ভিন্ন প্রেক্ষাপট বিবেচনায় কাজটি সম্পাদন করা এখনও চ্যালেঞ্জিং। প্রশাসনিক তথ্যের অনুপস্থিতিতে ইথিওপিয়া, ঘানা এবং সেনেগালে সংগঠিত সমীক্ষা প্রাথমিক প্রমাণ দেয় যে, শিশুরা পুনরায় বিদ্যালয় খোলার পরে সেখানে ফিরে আসবে, যদিও পুনরাবৃত্তির হার বৃদ্ধি এই অর্থে হতে পারে যে, ড্রপআউট কেবল স্থগিত করা হয়েছে।

দুটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়ের মধ্যে একটি হলো শিখনের ওপর ব্যাঘাত এবং অন্যটি নেতিবাচক শিক্ষার অসম বণ্টন এবং সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের উপর অন্যান্য প্রভাব।

বিশ্বব্যাপী মাত্র তিনজন শিশুর একজন এবং সবচেয়ে দরিদ্র ছয়জনের শিশুর মধ্যে একজনের ইন্টারনেটে প্রবেশাধিকার ছিল। এইভাবে সবচেয়ে সহজলভ্য কার্যকর দূর-শিখন পদ্ধতিগুলোর বাস্তবায়নের ফলে একটি বড় অংশের শিক্ষার্থী বাদ পড়ে যায়। তদুপরি, এই পদ্ধতিগুলোকে প্রসারিত করার প্রচেষ্টা স্বল্প থেকে মাঝারি মেয়াদে ন্যায্যতার ক্ষতি করবে। মোবাইল শিখন অ্যাপ ব্যবহারের ফলে তা মিডিয়ার অনেক মনোযোগ পেয়েছে, অথচ ছয়টি সাব-সাহারান আফ্রিকান দেশের একটি জরিপে এটি সবচেয়ে কম ব্যবহৃত দূর-শিখন পদ্ধতি ছিল, নাইজেরিয়ায় ১৭% এর কম এবং ইথিওপিয়ায় ১২% এবং বুরকিনা ফাসো, মালাউই, মালি এবং উগান্ডায় শিশুদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়নি।

শিখনের উপর প্রভাব নির্ভর করবে স্কুল বন্ধের সময়কাল, দূরবর্তী শিখন পদ্ধতি এবং ছাত্রদের কিভাবে সহায়তা করা হয় তার উপর, এগুলোর তারতম্যের পরিমাণ দেশ থেকে দেশে এমনকি দেশের ভিতরেও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বেশিরভাগ গবেষণা উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে পরিচালিত হয়েছে। যদি বিদ্যালয়গুলো আট সপ্তাহের জন্য বন্ধ থাকে তাহলে গড়ে সাতটি দেশে শিখন ক্ষয় হচ্ছে একটি শিক্ষা বছরে গণিতের ক্ষেত্রে ৩০% এবং পড়ার ক্ষেত্রে ৩৫%এর সমান। কিন্তু ফ্রান্সে এই অবস্থার মধ্যেও ৬ষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়া এবং গণিতের ফলাফল উন্নত হয়েছে।

এটা পরিষ্কার যে, ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অতিমারির প্রভাবগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১২টি রাজ্যে ৩য় থেকে ৮ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার বিশ্লেষণে দেখা গেছে যে, সরাসরি শ্রেণিতে উপস্থিত থেকে মিশ্র উপস্থিতি (সশরীরে এবং অনলাইন উভয়ের মিশ্রণ) বা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে চলে যাওয়া শিক্ষার্থীরা গণিতে গড়ে ১০ শতাংশ পয়েন্ট এবং ইংরেজিতে গড়ে ৪ শতাংশ পয়েন্টে কম পেয়েছে। সম্পূর্ণ মিশ্র পদ্ধতি বা ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে রূপান্তরের ফলে কৃষ্ণাঙ্গ বা হিস্পানিক শিক্ষার্থী নেই এমন একটি জেলার জন্য পাসের হার ৪ শতাংশ কমেছে। কিন্তু ৫০% কৃষ্ণাঙ্গ এবং হিস্পানিক শিক্ষার্থী আছে এমন একটি জেলার জন্য তা ৯ শতাংশ পয়েন্ট কমেছে।

নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে সরাসরি শিখন মূল্যায়নের অভাব রয়েছে। ব্রাজিলের সাও পাওলোতে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা মহামারি না থাকলে স্কুলে যা শিখত তার মাত্র ২৭.৫% শিখেছিল; যে সব শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পুনরায় চালু হয়েছে তাঁরা তুলনামূলক কম শিখন ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। কলম্বিয়াতে শিক্ষার্থীরা আগের বছরের তুলনায় পাঁচ পয়েন্ট কম যোগ্যতা অর্জন করেছে, যা - শিক্ষাবছরের প্রায় এক চতুর্থাংশের প্রতিনিধিত্ব করে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ২য় এবং ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা তাদের একই শ্রেণির পূর্ববর্তী বছরের সহপাঠীদের (প্রাক-মহামারি) তুলনায় ২০২০ সালে এক বছরের পড়ার দক্ষতা ৫৭% থেকে ৮১% পর্যন্ত হারিয়েছে।

শিক্ষার বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ি দক্ষিণ এশিয়ায় নাগরিক কর্তৃক পরিচালিত এক মূল্যায়নের ফলাফলে দেখা যায় যে প্রাথমিক গ্রেডগুলোতে শিক্ষার মান হ্রাস পেয়েছে। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের গ্রামে ২০১৮ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীদের পড়তে পারার দক্ষতা বিবেচনায় ২য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের হার নিম্নগামী ছিল। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দেখা গেছে ৪র্থ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের (৩৩% থেকে ১৮%)। পাকিস্তানে ১৬টি জেলার একটি সমীক্ষায় ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মৌলিক দক্ষতার ক্ষেত্রে একই ধরণের শিখন ঘাটতি দেখা গেছে। তবে ৫ম শ্রেনির অবস্থা ভিন্ন রকমের ছিল।

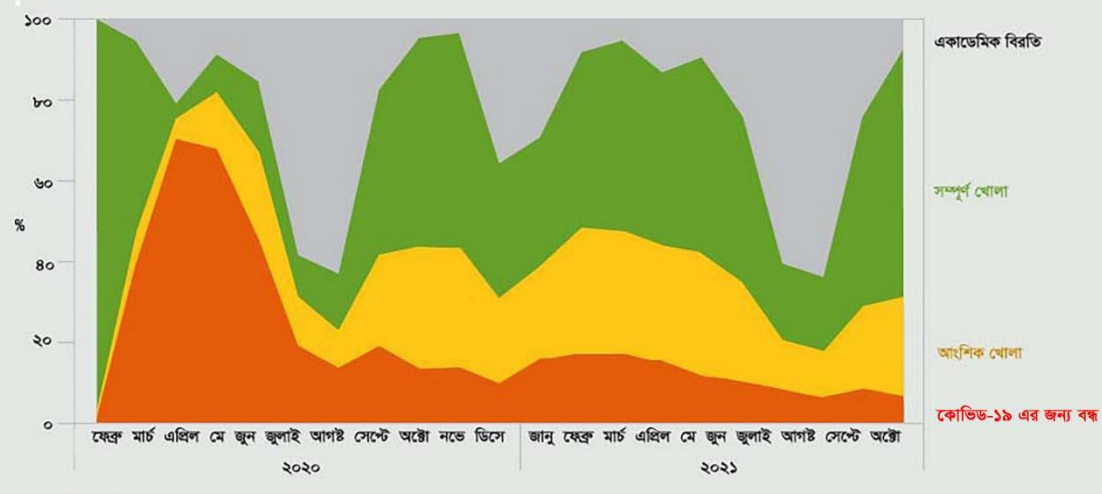
এই বিচ্ছিন্ন প্রমাণগুলোকে একত্রিত করলে বোঝা যায় যে, স্কুল বন্ধ থাকা ছাত্রদের শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল। যদি এই শিখন ঘাটতিকে এসডিজি ৪ ন্যূনতম দক্ষতা স্তরের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনা করা হয় তবে নিম্ন-আয়ের দেশগুলোর তুলনায় মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে প্রভাব বেশি দেখা যাবে কারণ নিম্ন আয়ের দেশে পূর্বের দক্ষতা স্তর অনেক কম ছিল। আবার উচ্চ আয়ের দেশেও শিখন ঘাটতি কম দেখা যাবে কারণ সেখানে খুব স্বল্প সময়ের জন্য স্কুল বন্ধ ছিল এবং অনলাইনে শিক্ষা কার্যক্রম চালু ছিল। এখনও অনেক দিক অজানা রয়ে গেছে যে, শিক্ষার মান পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসবে নাকি কোভিড-১৯ শিক্ষার ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ফেলবে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য দেশগুলো শিক্ষাবর্ষ দীর্ঘ বা পাঠের সাথে সমন্বয় করে নিয়েছে এবং পাঠ্যক্রমের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্র বা দক্ষতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে শিক্ষা পরিচালনা করছে। দুই-তৃতীয়াংশ দেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় শিখন ঘাটতি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের রিপোর্ট করেছে। ফিলিপাইনে যেসব শিক্ষার্থীরা বার্ষিক পরীক্ষায় ৭৫%-এর কম পেয়েছে তাদের জন্য শিক্ষা বিভাগ ছয়-সপ্তাহের শিখন ঘাটতি প্রতিকারমূলক ক্লাসের নির্দেশিকা জারি করেছে। ইংল্যান্ডে ন্যাশনাল টিউটরিং প্রোগ্রাম থেকে ৬ মিলিয়ন সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের জন্য ১৫-ঘণ্টার টিউটরিং কোর্সের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

মহামারিটি **শিক্ষকদের** জন্য অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জও নিয়ে এসেছে। স্কুল বন্ধ থাকাকালীন সময়ে দেখা গেছে যে অনেক শিক্ষকবৃন্দ সরাসরি শিক্ষা সহায়তা প্রদানের জন্য দূরবর্তী এলাকায় যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নন, তারা নিজেদের ভূমিকা সম্পর্কে অনিশ্চিত এবং প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবহার সম্পর্কেও জানেন না। ১৬৫টি দেশে ২০০০০ বেশি শিক্ষকের উপর পরিচালিত একটি সমীক্ষায় ৩৯% শিক্ষক বলেছেন যে মহামারী চলাকালীন তাদের শারীরিক, মানসিক ও আবেগিক সুস্থতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের ৫০% বলেছেন যে, তারা তাদের পেশায় কাজ করার ক্ষেত্রে আরও বেশি উৎসাহ বোধ করেছেন। এই সংকট শিক্ষকদের শিক্ষার বিষয়বস্তুতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের দিকেও সবার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। প্রযুক্তিগত জ্ঞান ছাড়াও শিক্ষকদের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল শিক্ষার্থীদের নতুন সামাজিক-আবেগিক এবং শিক্ষার চাহিদার প্রতি সাড়া দিতে হবে।

টেকসই উন্নয়ন এবং **বৈশ্বিক নাগরিকত্বের** জন্য শিক্ষা হলো পৃথিবীর দেয়া চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া। প্রতিনিয়ত এই বিপরীত সম্পর্ক আরও গভীর হলেও ভবিষ্যৎ শঙ্কার মধ্যেই রয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে কোভিড-১৯ শিক্ষাব্যবস্থার সংহতি এবং বহুপাক্ষিকতার আদর্শ অনুসরণে ব্যর্থতা সবার সামনে তুলে ধরেছে। এছাড়াও দেশগুলোর পরস্পরের মধ্যে এমনকি দেশের অভ্যন্তরে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য নৈতিক উদ্বেগকে জাগিয়ে তুলছে। ভ্যাকসিন জাতীয়তাবাদ থেকে জেনোফোবিক নীতি এবং বৈষম্যমূলক বিশ্বাসের বিস্তারসহ অনেক বিপরীত প্রতিক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব । কোভিড-১৯ স্বাস্থ্য সাক্ষরতাকেও মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে।

চিত্র ৪:
২০ মাসেরও বেশি সময় স্কুলগুলো অন্তত পক্ষে ৫৫% দিন বন্ধ ছিল
ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২১ পর্যন্ত স্কুল খোলার অবস্থা অনুসারে দিনের ও মাসের অনুপাত



GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig4
Source: UIS (2021c).

সমাজে সংক্রমণের হারের উপর নির্ভরশীল স্কুল বন্ধ থাকা এবং পুনরায় খোলার ব্যাপারটি এখনও অনিশ্চিত রয়ে গেছে বলা যায়। তবে নিয়মিত যথাযথভাবে মাস্ক ব্যবহার, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা এবং নিয়ম মেনে হাত ধোয়া, যে কোন বস্তু পারস্পরিক ভাগাভাগিতে নিরুৎসাহিত করা এবং চারপাশ ঘন ঘন জীবাণুমুক্ত করার মাধ্যমে **শিখন পরিবেশে** সংক্রমণের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। বায়ুচলাচল নিশ্চিত করার জন্য নিম্ন-প্রযুক্তিগত কয়েকটি সমাধান রয়েছে যার মধ্যে আছে ঋতুর ধরণ বুঝে ঘরে বাইরে খোলা জায়গায় বসা এবং জানালা খুলে রাখা। সমস্ত শিক্ষার্থী এবং কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত সাবান, পরিষ্কার পানি, মাস্ক, স্যানিটেশন এবং প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য সুবিধাদির ব্যবস্থা রয়েছে বলে রিপোর্ট করেছে ১০%-এরও কম নিম্ন-আয়ের দেশ; একই রিপোর্ট পাওয়া গেছে ৯৬%উচ্চ আয়ের দেশের কাছ থেকে।

কিছু প্রমাণ থেকে মনে হচ্ছে যে, মহামারি এবং এর পরবর্তী অবস্থার ফলস্বরূপ সরকারি রাজস্ব হ্রাস এবং অন্যান্য খাত থেকে বর্ধিত চাহিদার কারণে শিক্ষায় **অর্থায়ন** কমে আসবে। ৭১টি দেশের জন্য ইউআইএস দ্বারা সংগৃহীত তথ্য অনুসারে শিক্ষার জন্য মোট ব্যয়ের মধ্যবর্তি ব্যয় ২০১৯ সালের ১৪.১% থেকে কমে ২০২১ সালে ১৩.৫% এ নেমে গেছে।

শিশুদের **প্রারম্ভিক শিক্ষার ক্ষেত্রে,** দূরবর্তী শিখন ব্যবস্থার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কিছু সমস্যা রয়েই যায়, যেমন-শিক্ষক প্রশিক্ষণের অভাব, ছোট শিশুদের দূরবর্তী শিক্ষায় অভ্যস্ত করা, শিশু বিকাশের ধাপগুলো মনিটর ও মূল্যায়ন করা এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বাড়ির পরিবেশের জন্য অপর্যাপ্ত সহায়তা নিয়ে কাজ করা। বিভিন্ন সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং সীমিত আকারে মেলামেশার সুযোগ শিশুদের ঘরের বাইরে সামাজিক এবং জ্ঞান বিকাশের পথ বন্ধ করে দিয়েছে।

কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরও অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে কারণ ৮০% কর্মসূচি ব্যবহারিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতার ওপর গুরত্ব দেয়, যা ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করতে হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে চলমান কর্মসূচি বন্ধ থাকার এই সময়ের জন্য শিক্ষকদের প্রস্তুত করা খুব কঠিন একটি কাজ ছিল। কারণ তাদের দূরশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার অভাব রয়েছে।

দূর-শিখন প্রদানের জন্য শুধু উচ্চ-প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে একাধিক পন্থা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া এরকমও দেখা যায় যে শঙ্কটের সময় সহনশীলতা বাড়াতে ক্ষতিগ্রস্ত খাতে ক্ষতিগ্রস্ত দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

অন্যান্য শিক্ষা স্তরের তুলনায় **উচ্চতর শিক্ষায়** দূরবর্তী শিখনের অভিজ্ঞতা বেশি ছিল। ৫৩টি দেশের একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৩টি দেশ সম্পূর্ণভাবে অনলাইনভিত্তিক উচ্চশিক্ষায় প্রবর্তন করেছে, ১৯টি প্রাথমিকভাবে অনলাইন পদ্ধতিতে এবং ২৮টি দেশ দূরবর্তী এবং সরাসরি শিখন-শেখানোর একটি শংকর পদ্ধতি ব্যবহার করছে। মধ্য-আয়ের দেশ কলম্বিয়া থেকে মিসর এবং চীন থেকে রুশ ফেডারেশন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। কিন্তু সাব-সাহারান আফ্রিকার শিক্ষার্থীদের একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, মাত্র ৩৯% শিক্ষার্থী দূরবর্তী-শিক্ষার বিকল্প সুবিধা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পেরেছিল। ইইউ দেশগুলোতে পড়াশোনার পাশাপাশি কাজ করা ৪১% শিক্ষার্থী চাকুরি হারিয়েছে- তাদের মধ্যে ২৯% অস্থায়ীভাবে এবং ১২% স্থায়ীভাবে চাকরি হারিয়েছে।

জনপ্রিয় অ্যাংলোফোন আন্তর্জাতিক ছাত্র গন্তব্য হিসেবে দেশগুলো, যেমন- অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে **শিক্ষার্থীদের পড়তে আসার হার** হ্রাস পেয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী দেশের বাইরের হওয়ায় এই অবস্থা অস্ট্রেলিয়ার উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে মারাত্মক আর্থিক ঝুঁকির মধ্যে ফেলেছে। শিক্ষার্থী এবং গ্র্যাজুয়েটরা যখন এই দেশে আটকা পড়েছিল, তখন তারা নিজেদের দেশে ফিরে যাওয়ার আশায় ছিল।

বয়স্ক সাক্ষরতা এবং **সংখ্যাগত দক্ষতা** স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং কার্যকর টিকা ক্যাম্পেইনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসাধারণের প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক সাড়া প্রদান এবং পুনগঠনের জন্য একটি পরিপূর্ণ পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক। ভারতে দেখা যায় যে, যেসব নারীরা বয়স্ক সাক্ষরতা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছিলেন তাদের নিরক্ষর সমকক্ষদের তুলনায় কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জ্ঞান বেশি ছিল। সংখ্যাগত দক্ষতার অধিকারীদের এসময় কোভিড-১৯ সম্পর্কিত ভুল তথ্যে প্রভাবিত হতে দেখা যায়নি। তবে মহামারির আগেও দূরবর্তী শিক্ষাকে শিক্ষা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে খুব একটা পছন্দ করা হতো না। ব্রাজিলের একটি প্রবিধান বা ব্যবস্থাপনা নিয়মে স্পষ্ট করে বলা আছে যে, প্রাথমিক শিক্ষাক্রমের সাথে সম্পর্কিত সকল ক্লাসই সরাসরি সরাসরি নিতে হবে।

লক্ষ্য ৪.১। প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা

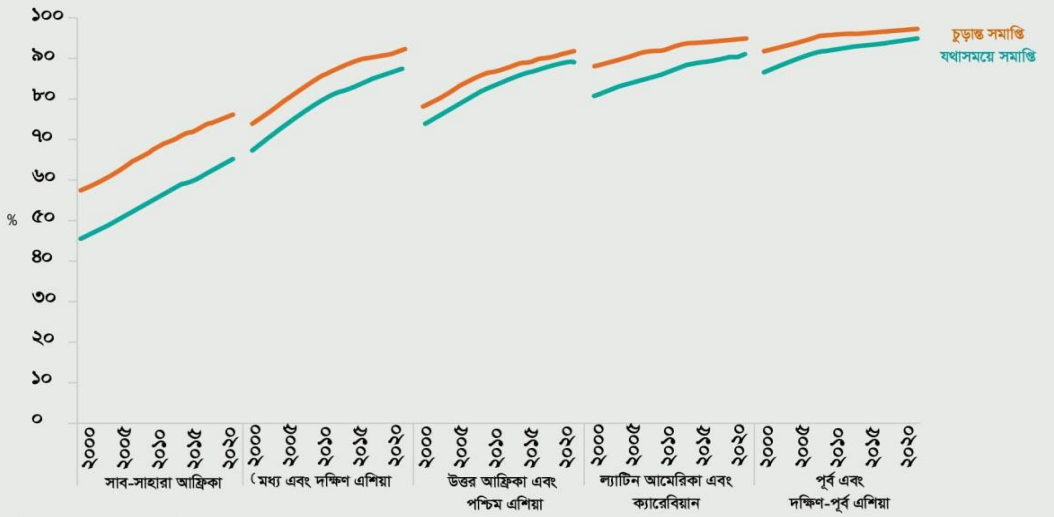
মহামারির আগে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বয়সী ২৬০ মিলিয়ন শিশু, কিশোর ও যুবক বিদ্যালয়ের বাইরে ছিল। এক দশকের এই সংখ্যা খুব বেশি কমেনি। জিইএম রিপোর্ট এবং ইউআইএস-এর সমন্বিত কর্মসূচির মাধ্যমে প্রশাসনিক এবং বাড়িভিত্তিক সমীক্ষার উৎসগুলোকে একত্রিত এবং পুনর্পৌনিকভাবে যাচাই করে প্রশাসনিক তথ্যের ফাঁক পূরণ করা এবং একটি সুসংগত সময় সিরিজ তৈরি করার জন্য কাজ করছে। জিইএম দলভিত্তিক রিপোর্টে একাধিক উৎসের তথ্যকে একত্রিত করে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাপনের হার জানার জন্য কাজ করছে। একটি নতুন ওয়েবসাইট, VIEW (www.education-estimates.org), দেশগুলোতে প্রবেশগম্যতা বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে। সাব-সাহারান আফ্রিকা ব্যতীত সমস্ত অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ৯০% এর কাছাকাছি পৌঁছেছে অথবা আরও বেশি হচ্ছে। কারণ সাব-সাহারান আফ্রিকাতে প্রতি তিনজন শিশুর মধ্যে মাত্র দুজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিক্রমা শেষ করে। তবে অনেক দেরি করে হলেও যারা ৫ম শ্রেণিতে পরবর্তীতে পড়েছে তাদের সংখ্যা যোগ করলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির হার ৬৫% থেকে ৭৬% পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে (চিত্র ৫)। সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২৩% শিশু এবং নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৩১% কিশোর-কিশোরী শিক্ষাস্তরের তুলনায় অনেক বেশি বয়সী। আর কেন এ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা সময়মতো সমাপনী এবং চূড়ান্ত সমাপনীর হারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবধান দেখা যায় তা দেখানো হয়েছে।

ট্রেন্ডস ইন ইন্টারন্যাশনাল ম্যাথমেটিক্স অ্যান্ড সায়েন্স স্টাডি (টিআইএমএসএস) যেসব দেশগুলো নিয়ে কাজ করে সেগুলোতে দেখা যায় যে, ২০১৫ এবং ২০১৯ সালের মধ্যে ন্যূনতম স্তরের দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের বার্ষিক গড় ৪র্থ শ্রেণিতে ০.৩ শতাংশ এবং ৮ম শ্রেণিতে ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কিছু দেশ যেমন, চিলিতে ন্যূনতম দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হার এই বার্ষিক গড়কে ছাড়িয়ে গেছে। চিলিতে এই বার্ষিক গড় ২০০৩-এ ৪১% থেকে ২০১১-এ ৫৭% এবং ২০১৯-এ ৭০%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে যা অন্যান্য দেশের তুলনায় কমপক্ষে তিনগুণ। অন্যদিকে জর্ডান ও রোমানিয়াতে প্রায় কোন পরিবর্তনই হয়নি। শেষ ১০% বৃদ্ধি অনেক দেশে, এমনকি সকল সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন সেটিং-এ অনেক কষ্টকর ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৫ সালে ৮৬% ছাত্র এবং ২০১৯ সালে ৮৭% ছাত্র টিআইএমএসএস নিম্ন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জন করতে পেরেছে; নিউজিল্যান্ডে এই হার কমতে কমতে ১৯৯৫ সালে ৮৯% থেকে ২০১৯ সালে ৮২% এ নেমে আসে।

লক্ষ্য ৪.২। শৈশবের শুরুতে

৩৬ থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের প্রারম্ভিক উন্নয়ন সূচকের তথ্য থেকে বোঝা যায় যে সম্পদের ব্যবধান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একই আছে অথবা বৃদ্ধি পেয়েছে। শিশুদের প্রারম্ভিক সময়ের স্বাস্থ্য, শিখন ও মনোসামাজিক উন্নয়নের বাস্তব অবস্থা জানতে সূচক পরিমাপের পদ্ধতিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষা করে ঠিক করা হয়েছে। শেখার শুরু হয় বাড়ি থেকে। ২০১২-১৯ সালে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে ৬২% শিশুকে বাড়িতে একজন প্রাপ্তবয়স্কের তত্ত্বাবধানে চারটি বা তারও বেশি বাসার কার্যকলাপে সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। গাম্বিয়া, সিয়েরা লিওন এবং টোগোতে শিশুদের কার্যকলাপে সম্পৃক্ত করতে পারার হার ছিল ২০%এর নিচে । শিশুদের জন্য যৌথ পাঠের মতো উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনায় একটি বড় সীমাবদ্ধতা হিসেবে কাজ করে বইয়ের অপ্রতুলতা।

চিত্র ৫:
কতজন শিশু স্কুল শিক্ষা পর্ব সময়মত পরিসমাপ্তি করেছে তা স্কুল সমাপ্তির সূচক দ্বারা যথাযথভাবে নিধারণ করা যায় না বিশেষ করে সাব-সাহারা আফ্রিকায়।
২০০০-২০ সালে অঞ্চল অনুসারে শিক্ষা সমাপ্তির হার এবং চূড়ান্ত সমাপ্তির অনুপাত



GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig5
সূত্র: জিইএম প্রতিবেদক দলের পারিবারিক জরিপের তথ্য

গড়ে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এক-চতুর্থাংশেরও কম বাড়িতে কমপক্ষে তিনটি করে বই ছিল। অর্ধেক দেশেপ্রতি ১০ জনের মধ্যে ১টি শিশুর এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার ৮টি দেশে ১%এরও কম শিশুর বাড়িতে এমন বই ছিল।

জন্ম থেকেই শিক্ষার অধিকার শুরু হয়। একটি শিশু যখন ৩ বছর বয়সে পৌঁছায়, তখন তার মস্তিষ্কের ৯০% বিকশিত হয়। প্রাক-শৈশব যত্ন এবং শিক্ষা কার্যক্রমে ৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের অংশগ্রহণ সীমিত, যদিও এটি বেশ কয়েকটি মধ্য ও উচ্চ-আয়ের দেশে ০ থেকে ১ বছর বয়সীদের জন্য ২০% এবং ২ বছরের বেশি বয়সের জন্য ৬০% পর্যন্ত পৌঁছে। এমনকি উচ্চ-আয়ের দেশগুলোতে, প্রাথমিক শৈশব যত্ন এবং শিক্ষার অধিকার এখনও আর্থ-সামাজিক পটভূমির উপর অনেক বেশি নির্ভরশীল। ফ্রান্স এবং আয়ারল্যান্ডে, দরিদ্র এবং ধনী পরিবারের মধ্যে ০ থেকে ২ বছর বয়সীদের মধ্যে অংশগ্রহণের পার্থক্য ৫০ শতাংশের বেশি। বিশ্বব্যাপী ২০২০ সালের শেষে ৭৫% শিশু তাদের প্রাথমিকে প্রবেশের বয়সের এক বছর আগে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় তালিকাভুক্ত হয়েছিল । সামঞ্জস্যপূর্ণ তালিকাভুক্তির হার অর্ধেকের বেশি ছিল নিম্ন-আয়ের দেশগুলোতে (৪৫%) এবং উচ্চ-আয়ের দেশগুলিতে (৯১%)।

লক্ষ্য ৪.৩। কারিগরি, বৃত্তিমূলক, উচ্চতর শিক্ষা এবং বয়স্ক শিক্ষা

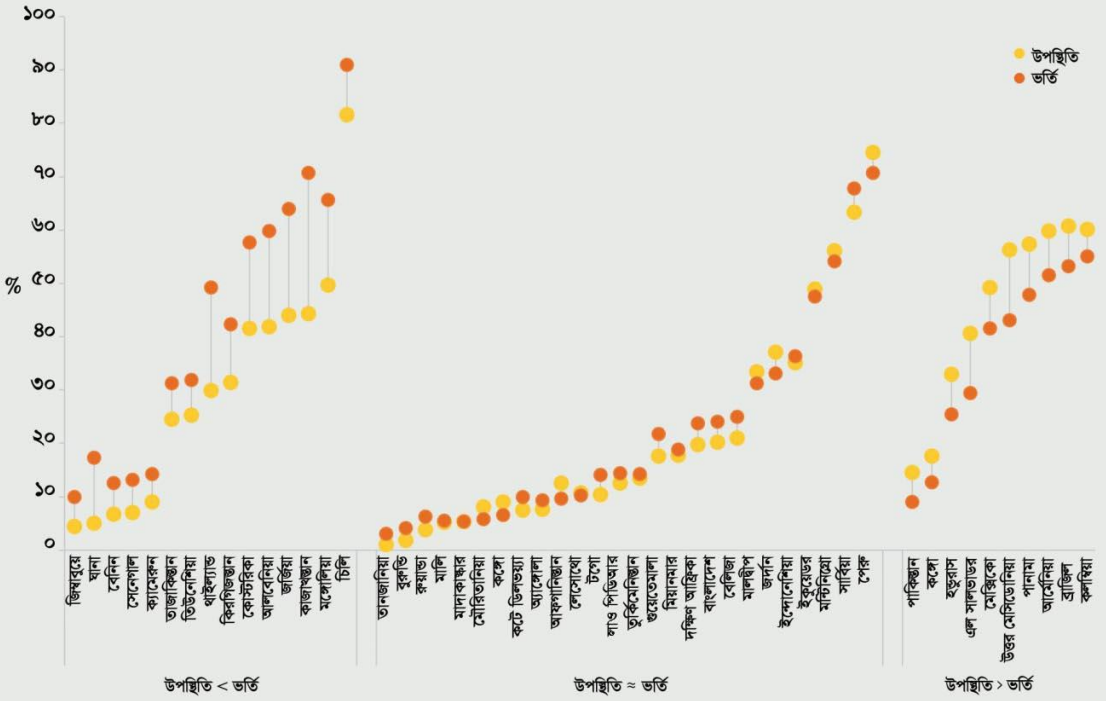
টিভিইটি অনেক দেশেই কম অনুদানপ্রাপ্ত এবং প্রায়ই উপেক্ষিত থাকে, যদিও আর্মেনিয়া, ব্রাজিল, বুরুন্ডি, কোস্টারিকা, ইন্দোনেশিয়া এবং উরুগুয়েসহ দেশগুলো গত ১৫ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক শিক্ষা আকর্ষণীয় বিকল্প হতে পারবে না, যদি না এটি সাধারণ মাধ্যমিকের মতো সনদপত্র প্রদান করতে পারে। কারণ বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা সরাসরি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেয় না, যেমনটি বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। অপরপক্ষে, ৩০% দেশে, সমস্ত বৃত্তিমূলক মাধ্যমিক স্কুল স্নাতক উচ্চতর শিক্ষা সরাসরি গ্রহণযোগ্যতা উপভোগ করে।

উচ্চতর শিক্ষার জন্য বিশ্বব্যাপী মোট তালিকাভুক্তির অনুপাত ছিল ৩৯%, যা ২০০০ সাল থেকে প্রতি বছর গড়ে প্রায় এক শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশাসনিক তথ্যের সাথে উপস্থিতির জরিপ তথ্যের মিল নেই (**চিত্র ৬**)। অস্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে ভর্তি শিক্ষার্থীর উপস্থিতি উপেক্ষিত হতে পারে যেগুলোকে সরকারি পরিসংখ্যানে গণনা করা না হয়।

চিত্র ৬:

উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তির তথ্য প্রকৃত উপস্থিতিকে অতি মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়ন করতে পারে

উচ্চতর শিক্ষায় ২০১৫-১৯ সালে মোট উপস্থিতি এবং ভর্তির অনুপাত



GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig6

সূত্র: UIS ডাটাবেজ

অন্যদিকে, ভর্তি উপস্থিতিকে অত্যধিক মূল্যায়িত হতে দিতে পারে যদি শিক্ষার্থীরা নামেমাত্র ভর্তি হয়, বিশেষত তাদের টিউশন ফি মওকুফ করা হয় এবং ভর্তুকির অন্যান্য সহায়তা পেয়ে থাকে। এছাড়াও প্রশাসনিক তথ্য উচ্চ মাধ্যমিকে পাশ করার পরবর্তী পাঁচ বছরের বয়স সীমার সাথে সম্পর্কিত। তবে তারও পরবর্তী বছর বয়সে উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণখুবই সাধারণ একটি ব্যাপার, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকায়।

জীবনের যে কোন সময় থেকেই বিবেচনা করা হোক না কেন উচ্চ শিক্ষাকে আগত দিনে কখনোই সামর্থ্যের মধ্যে মনে হবে না। উচ্চতর শিক্ষায় খরচ ভাগাভাগি অনেকাংশেই প্রবেশ করতে পারার উপর নির্ভর করে, ক্রেডিট সীমাবদ্ধতার উপর নয়। বর্তমানে ৭০টিরও বেশি দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা লোন পাওয়া যায় এবং বর্তমানে এই ক্ষেত্র ট্রিলিয়ন ডলারের বাজারে পরিণত হয়েছে। অনেক দেশে শিক্ষা ঋণ গ্রহিতাদের জন্য বর্তমান আয় বিবেচনায় ঋণ পরিশোধ কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষত অসচ্ছল স্নাতকোত্তরদের জন্য। এজন্য এখন আরও প্রতিশ্রুতিশীল নীতি সংস্কার দেখা যাচ্ছে যেখানে সময়-ভিত্তিক ঋণ পরিশোধের পরিবর্তে আয়-সাপেক্ষে ঋণ পরিশোধের বিষয়টি উঠে আসছে।

বেশিরভাগ উচ্চ-আয়ের দেশেই নিয়োগকারীরা বয়স্ক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানে মূখ্য ভুমিকা পালন করে এবং তারা শ্রম বাজারের বাইরে থাকা ব্যক্তিদের লক্ষ্যে রেখে নীতি-নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন। চাকুরীরত ব্যক্তিদের জন্যও স্পন্সরশীপে প্রশিক্ষণ গ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ যার মাধ্যমে শিক্ষা ছুটির প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। ছয়টি উচ্চ-আয়ের দেশের অনুদৈর্ঘ্য তথ্য অনুসারে , বয়স্ক শিক্ষা গ্রহণ খুব সীমিত সংখ্যক জনগোষ্ঠীর, বিশেষত অধিক শিক্ষিতদের মাঝে পুনরাবৃত্তিমূলক একটি ব্যাপার।

লক্ষ্য ৪.৪। কাজের দক্ষতা

৯১টি দেশের মধ্যে মাত্র ১০টি দেশের তথ্য-উপাত্তের মাধ্যমে বৈশ্বিক তুলনার জন্য ৯ জনের মধ্যে ৫ জন বয়স্কের মতামতের ভিত্তিতে তথ্য, যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ক দক্ষতা পরিবীক্ষণ করে। প্রায় অর্ধেক দেশে বেশিরভাগ প্রাপ্তবয়স্কব্যক্তিদের তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ে কোনো দক্ষতা নেই। নিম্ন এবং মধ্যম আয়ের দেশে নিম্ন মাধ্যমিক শিক্ষাও সমাপ্ত করেনি এমন অল্প সংখ্যক যুব সম্প্রদায়ের কোনো আইসিটি দক্ষতা নেই। ইরাক, লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক এবং সিয়েরা লিওনে অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যে গড়ে নয়টি দক্ষতার মধ্যে দুটিরও কম বিষয়ে দক্ষতা রয়েছে। ডিভাইস এবং ইন্টারনেট সুবিধা আরেকটি প্রতিবন্ধকতা: এমনকি চাঁদে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে ৯৮% মহিলা এবং ৯০% পুরুষ কখনও ইন্টারনেট ব্যবহার করেননি বলে জানিয়েছেন; লাও পিপলস ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৬১% ও ৬৩% এবং যা তিউনিসিয়ায় ৩৬% ও ৩১%।

গণনামূলক চিন্তাভাবনা জাতীয় পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। ফিনল্যান্ডের ১ম শ্রেণির পাঠ্যক্রমে অ্যালগরিদমিক চিন্তাভাবনা এবং প্রোগ্রামিং কে বাধ্যতামূলক মিশ্রিত পাঠ্যক্রমিক কাজ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৮ সালে আটটি উচ্চ-আয়ের দেশের পর্যালোচনায় দেখা যায়, শিখন সম্পর্কিত কাজের জন্য বিদ্যালয়ে আইসিটি ব্যবহারকারি শিক্ষার্থীরা অন্যান্যদের তুলনায় বেশি স্কোর করেনি এবং প্রোগ্রামিং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সেই দক্ষতাগুলি বিনা-প্রোগ্রামিং পরিবেশে খুব বেশি কাজে লাগাতে পারেনি।

আধুনিক অর্থনীতিতে জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন ছাড়াও সাধারণভাবে অর্থনৈতিক সাক্ষরতা একটি মৌলিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচিত হলেও প্রত্যেকের বিদ্যালয়ে এই বিষয়ে শেখার সুযোগ হয়না। ২০১৮ সালের ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট অ্যাসেসমেন্ট কর্মসূচিতে একটি অর্থনৈতিক সাক্ষরতা মডিউল অন্তর্ভুক্ত ছিল যা শিক্ষার্থীরা স্বেচ্ছায় নিতে পারবে এবং এই মডিউল ২০টি অংশগ্রহণকারী শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহৃত হয়েছিল। এসব দেশে দেখা যায় যে, মেয়েরা গানিতিক কাজগুলোতে অনেক কম অংশগ্রহণ করেছে, যদিও অর্থনৈতিক শিক্ষা গণিতের মধ্যে একটি বাধ্যতামূলক বিষয়বস্তু হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লক্ষ্য ৪.৫। ন্যায্যতা

লিঙ্গ বৈষম্য এখনও একটি উদ্বেগের বিষয়, যদিও স্থান, কাল, পাত্র ভেদেচ্যালেঞ্জগুলো বোঝা অন্ত্যন্ত সূক্ষ্ম দক্ষতার ব্যাপার। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষায় বয়ঃসন্ধিকালের মেয়েরা চরমভাবে সুবিধাবঞ্চিত (যেমন: বেনিন, চাদ এবং নাইজারে) তবে খুব দ্রুতই পরিস্থিতি তাদের পক্ষে পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। কম্বোডিয়া, কঙ্গো, গাম্বিয়া, ঘানা, মালাউই এবং রুয়ান্ডাসহ বিভিন্ন দেশ এসডিজি ৪ অর্জনের ক্ষেত্রে এখনও অনেক অনেক পিছিয়ে থাকলেও এসব দেশে বিস্তৃত পরিসরে এই পরিবর্তন ঘটছে।

পারিবারিক স্তরে সম্পদের হিসাব-নিকাশ সবসময় শিশু-বঞ্চনাকে প্রকাশ করে না। বেশ কয়েকটি দেশে ১০% সম্পত্তি বঞ্চিত শিশু ধনী পরিবারের সদস্য। দরিদ্র পরিবারের শিশুদের মধ্যে ৩০%এরও বেশি শিশু বঞ্চনার শিকার নয়। শিশু বঞ্চনার মাত্রার মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের হার বোঝার ক্ষেত্রে ধারণা নিতে সহায়ক হয়।

একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিশু বেসরকারি সশস্ত্র গোষ্ঠী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিদ্যালয়ে যায়। এই গোষ্ঠীগুলোর শিক্ষা প্রদানের কাজ বেছে নেওয়ার অনেক কারণ থাকে, যেমন: সরাসরি নিয়ন্ত্রণ, বাছাইকৃত কিছু কার্যবিধি পরিচালনা, নিজেদের অনুকূলে পাঠ্যক্রম তৈরি অথবা বিদ্যমান পাঠ্যক্রমেই কাজ করা। শিক্ষা বেসামরিক নাগরিকদের প্রদান করা সবচেয়ে মূল্যবান পরিষেবা; শিক্ষা প্রদানে ব্যর্থতা হতাশা এনে দিতে পারে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষাগত বৈচিত্র্যের বিপত্তিও রয়েছে। চাদ, গাম্বিয়া এবং টোগোসহ পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকান দেশগুলোতে, ৭ থেকে ১৪ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে ৫%এর মত শিশু বাড়িতে নির্দেশিত ভাষায় কথা বলে। ভাষাগত তথ্য উৎসের সাথে শিক্ষায় নির্দেশনার জন্য ব্যবহৃত নির্দেশনার ভাষা মেলানোর পদ্ধতিতে স্কুলগামী জনসংখ্যার পরিমাণ এবং ভর্তির হার অনুসারে নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোর ৩৭% শিশু তাদের মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় শিখেছে: ২৭% সংখ্যালঘু লিখিত ভাষায় কথা বলে এবং ১০% একটি সংখ্যালঘুদের ভাষায় , এই প্রত্যেকটি ভাষাই বাস্তবে খুব একটা প্রচলিত নয়।

লক্ষ্য ৪.৬। স্বাক্ষরতা ও গণনাজ্ঞান

বিশ্বব্যাপী ১৫ বা তার বেশি বছর বয়সীদের মধ্যে ৮৩% নারী এবং ৯০% পুরুষ সাক্ষর, যা বাইনারি শ্রেণীকরণ করলে দেখা যায় যে, পুরুষ ও মহিলাদের সাক্ষরতার হারে পার্থক্য হল ৭ শতাংশ। সাব-সাহারান আফ্রিকায় প্রতি চারজন তরুণীর মধ্যে একজনের বেশি নিরক্ষর, যেখানে যুবতী নারীদের সাক্ষরতার হার বছরে এক শতাংশেরও কম বৃদ্ধি পায়। বিশ্বব্যাপী ১৯৯৯ সাল থেকে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নিরক্ষর মহিলাদের সংখ্যা হ্রাস পায় যা সাব-সাহারান আফ্রিকার বৃদ্ধির দ্বারা ভারসাম্য করা হয়েছে। উপরন্তু, অনুমান করা হতো যে, সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্নকারী সাক্ষর অর্থাৎ প্রকৃত সাক্ষরতার স্তরটি আগে থেকেই অতি মূল্যায়িত। সাম্প্রতিক সমীক্ষার তথ্য অনুসারে ১৮টি দেশে নিম্ন মাধ্যমিক স্তর সম্পন্নকারীদের প্রায় অর্ধেকেরই ন্যূনতম সাক্ষরতা দক্ষতা নেই, যা একটি সাধারণ বাক্য পড়তে পারার সক্ষমতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়ে থাকে। (**চিত্র ৭**)।

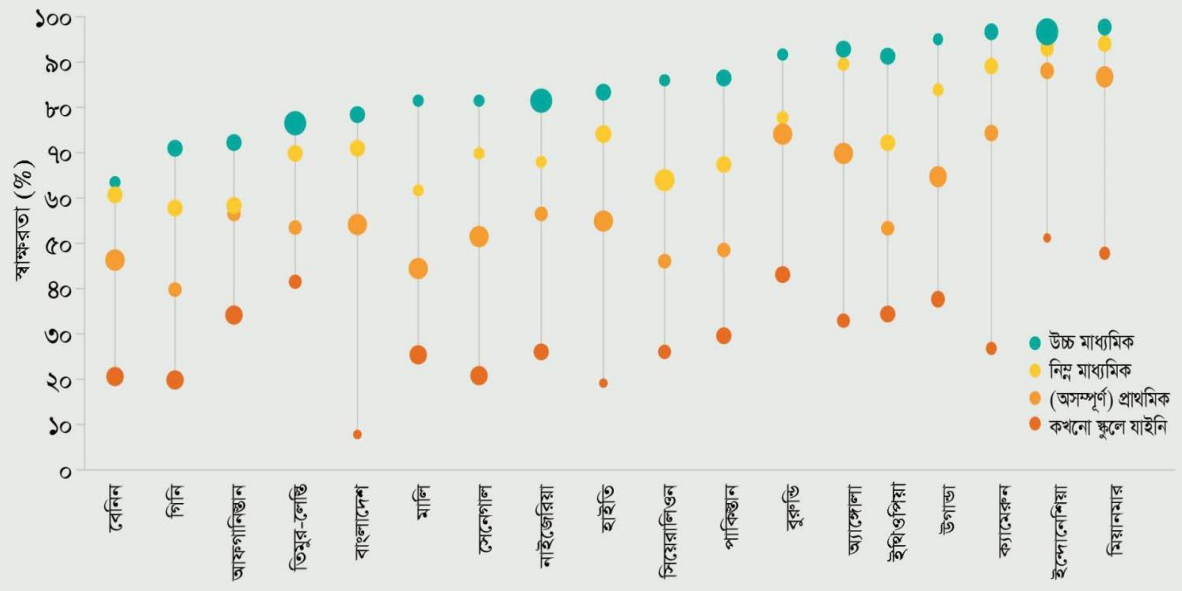
বিপরীত অবস্থা হলো এই যে, বিদ্যালয়ে না যাওয়া মানেই নিরক্ষর নয়, আর এর থেকে বিদ্যালয়ের বাইরে থেকেও সাক্ষরতা অর্জনের গুরুত্ব বোঝা যায়। সমীক্ষাকৃত নিরক্ষর জনসংখ্যার ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক আইএসসিইডি ১ কার্যক্রমে বয়স্কদের অন্তর্ভুক্তির হার বলিভিয়া, হন্ডুরাস, মোজাম্বিক, কাতার এবং সুরিনামে ১% বা তার কম, বাহরাইন এবং পেরুতে ২%, কলম্বিয়া এবং থাইল্যান্ডে ৩%, সৌদি আরবে ৪% এবং ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে ৮%।

সাধারণ গণনাজ্ঞান ওপর তথ্যও খুব কম পাওয়া যায়। মৌলিক গণনাজ্ঞান পরিমাপের জন্য সঠিক বয়স বলতে পারার যোগ্যতা সম্পন্নদের হার হিসেব করা যেতে পারে; কারণ এর মাধ্যমে সহজ ও কম পূর্ণসংখ্যা ব্যবহার করে কাজ করতে পারার ক্ষমতাকে প্রতিফলিত করে। যদিও সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীও তা করতে পারে তবুও ঐতিহাসিক ট্রেন্ড বোঝার জন্য এই পরিমাপটি খুবই উপযুক্ত।

চিত্র ৭:

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছেড়ে যাওয়া শিক্ষার্থী স্বাক্ষরতা অর্জন করেছে বলে ধরা যায় না

২০১৫-১৯ সালে স্কুলের সাফল্য ও দেশের ভিত্তিতে ২০ থেকে ২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে স্বাক্ষরতার হার



নোট: বিন্দুর আকার প্রতিটি স্তরে জনসংখ্যার সাফল্যের আকারের সমানুপাতিক।

GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig7

সূত্র: জিইএম রিপোর্ট দল এবং ডিএইচএস ডাটা

বাড়িভিত্তিক সমীক্ষা এবং আদমশুমারির তথ্য ১৯৬০ এবং ২০১০-এর মধ্যে ৪২টি সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশে জন্মগ্রহণকারী গোত্রের সংখ্যা নির্ধারণে সহায়ক। সময়ের সাথে হয়ে যাওয়া উন্নয়নসমূহ খুবই এক পাক্ষিক হয়েছে এবং দরিদ্রদের মাঝে এই উন্নয়ন স্থায়ী হয়নি। আফ্রিকায় গণনা দক্ষতার হার বৃদ্ধি সম্পূর্ণভাবে বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণ বৃদ্ধির সাথে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষ্য ৪.৭। টেকসই উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক নাগরিকত্ব

লক্ষ্য ৪.৭ এসডিজি ৪এর রূপান্তরমূলক উচ্চাকাঙ্ক্ষায় পৌঁছানোর জন্য শিক্ষার্থীদের যা শিখতে হবে তা অর্জনের জন্য এসডিজি ৪ এর অন্যান্য সূচক থেকে আরও এগিয়ে যেতে হবে। জীবন দক্ষতা-ভিত্তিক এইচআইভি এবং যৌন শিক্ষা প্রদানকারী বিদ্যালয়গুলোর অংশ খুবই নগণ্য, বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে, যেমন: বুরকিনা ফাসোর ২.৫% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এবং নাইজারের ৬% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । এখন পর্যন্ত সংশোধিত জাতিসংঘের 'ইন্টারন্যাশনাল টেকনিক্যাল গাইডেন্স অন সেক্সুয়ালিটি এডুকেশন' সুপারিশ করেছে, বয়ঃসন্ধি এবং ঋতুস্রাব ঢেকে রাখার আগে ৯ থেকে ১২ বছর বয়সের শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে হবে। ইউনেস্কোর 'যৌন শিক্ষা পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন টুল'টি সাম্প্রতিক বৈশ্বিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে 'বিস্তৃত যৌন শিক্ষা' সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২৪টি দেশের মধ্যে মাত্র ৩টি দেশের ৯ থেকে ১২ বছর বয়সীদের শিশুদের জন্য যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর শিক্ষাক্রমে 'উন্নত' বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং ৫টি দেশের 'প্রস্তুতকৃত' বিষয়বস্তু রয়েছে।

২০১৬ সালের আন্তর্জাতিক নাগরিক ও নাগরিকত্ব শিক্ষা গবেষণায় দেখা যায়, ২৩টি উচ্চ-মধ্যম এবং উচ্চ-আয়ের দেশে বৈশ্বিক নাগরিকত্ব সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত বোঝার শতকরা হার নির্ণয় করা হয়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ডোমিনিকান রিপাবলিক, লাটভিয়া এবং নেদারল্যান্ডের প্রায় ৪০% শিক্ষার্থী; ক্রোয়েশিয়া, কোরিয়া এবং সুইডেনে ৭০% শিক্ষার্থী এই বিষয়টি পর্যাপ্ত বুঝতে পেরেছে। ২০১৯ সালের টিআইএমএসএস এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, মাত্র ৩০% শিক্ষার্থী পরিবেশ বিজ্ঞানের উপর দক্ষতা অর্জন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তন শিক্ষার লক্ষ্য হলো জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বুঝতে, চিহ্নিত করতে, সমাধান করতে, মানিয়ে নিতে সাহায্য করা। জিইএম এর প্রতিবেদন এবং 'জলবায়ু যোগাযোগ এবং শিক্ষা প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন' প্রকল্পটি জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট যোগাযোগ এবং শিক্ষার শিক্ষার উপর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রোফাইলের একটি সিরিজ তৈরি করেছে যেখানে তুলনামূলক বিভিন্ন বিষয়াদি আলোচনা করা হয়েছে। ২০টি দেশের প্রোফাইল সম্বলিত প্রথম খণ্ডটি সমস্ত অঞ্চলকে বিভিন্ন আয় শ্রেণির নিরিখে প্রস্তুত করা হয়েছে। ৫০টি পর্যন্ত প্রোফাইল সংবলিত দ্বিতীয় খণ্ডটি ২০২২ সালে প্রকাশিত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রাথমিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জাতীয় শিক্ষা আইনের মাত্র ৪০% এবং শিক্ষা খাতের ৪৫% পরিকল্পনা বা কৌশলগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে বিবৃত হয়েছে।

লক্ষ্য ৪.ক. শিক্ষার সুবিধাদি এবং শিখন পরিবেশ

মান সম্মত শিখন অনুপযুক্ত পরিবেশে অর্জিত হতে পারে না এবং সেটা আরও হ্রাস পায় যদি শিশুদের কল্যাণের প্রতি হুমকিস্বরূপ হয়। নিরাপদ বিদ্যালয় ঘোষণা, একটি আন্তঃসরকারি রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতি যা শিক্ষার্থীদের, শিক্ষকদের, বিদ্যালয়সমূহকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সশস্ত্র সংঘাতের সময় আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য হয়েছে। এটি এখন ১১২টি রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত। প্রমাণ বাড়তে থাকে যে, দৈহিক শাস্তি শুধু শিশুদের অধিকার-ই লঙ্ঘন করে না বরং শিক্ষার ফলাফলকেও নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে। শারীরিক শাস্তি এখন ১৫৬টি দেশের বিদ্যালয়সমূহে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

স্কুল হতে পারে একমাত্র জায়গা যেখানে কিছু বাচ্চাদের পানি, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা রয়েছে। লাইবেরিয়াতে, কয়েকটি পরিবারের স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা রয়েছে যা মৌলিক আন্তর্জাতিক মান পূরণ করে, কিন্তু ৬৯% স্কুলে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যবিধি সুবিধা রয়েছে। যাহোক, ছোট স্কুল, প্রাথমিকভাবে প্রত্যন্ত এবং গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত, তাই যুক্তিসঙ্গতভাবে বড় স্কুলের তুলনায় অবকাঠামোর মানদণ্ড পূরণ করার সম্ভাবনা কম বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। ২০১৮ সালে কাবো ভার্দের ২২% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাত ধোয়ার সুবিধার অভাব ছিল। যাইহোক, মাত্র ২% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নথিভুক্তির জন্য সর্বনিম্ন ২২% দায়ী। বিশ্বব্যাপী প্রাথমিক সুযোগ-সুবিধা ছাড়া স্কুলে যাওয়া শিশুদের অংশ তাই স্কুলের অংশের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম।

অবকাঠামোগত সুবিধার বাইরে অন্যান্য দিক, যেমন: বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যক্রম সূচী প্রণয়ন- সপ্তাহ এবং বছর জুড়ে শ্রেণি কার্যক্রমের বণ্টন থেকে শুরু করে এবং বিদ্যালয়ের নিজস্ব সময়সূচী তৈরি - শিক্ষাব্যবস্থার গুণমান এবং ন্যায্যতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হতে পারে। অনেক দেশের বিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্যক্রম সূচী কাঠামো ঋতুর চেয়ে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের কারণে বেশি প্রভাবিত এবং স্থানীয় কৃষিচক্রের সাথে দুর্বলভাবে সমন্বিত। বিদ্যালয় শুরুর সময়ও গুরুত্বপূর্ণ। আরও বেশি ঘুমের সময় দেওয়ার পাশাপাশি দেরি করে শুরু করা অর্থাৎ দুপুরে এবং সন্ধ্যায় সর্বোচ্চ সতর্কতার সাথে কিশোর-কিশোরীদের সার্কাডিয়ান ছন্দের সাথে আরও ভালভাবে শিখনে সংযুক্ত করা যায়।

লক্ষ্য ৪.খ. বৃত্তি

২০১৫ এবং ২০১৯ সালের মধ্যে শিক্ষার্থীদের বিদেশ গমণে সহায়তার হার ৩০% পর্যন্ত বেড়ে যায় যা ইউএস ডলার ৩.৪ বিলিয়ন থেকে ৪.৪ বিলিয়নে উন্নীত হয়েছে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোতে মোট বৃত্তি সহায়তা ২০১৫ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে দ্বিগুণ করা হয়েছে, যা উচ্চশিক্ষায় ভর্তিতে বৃদ্ধি করেছে। কিন্তু নিম্ন ও মধ্যম আয়ের উভয় দেশকেই বিবেচনায় নিলে, বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃত্তি সহায়তা প্রাপ্ত বর্ধিষ্ণু শিক্ষার্থী সংখ্যার চেয়েও অনেক বেশি।

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন প্রতি ভর্তির হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০০৬ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে কম সংখ্যক শিক্ষার্থী বৃত্তি সহায়তা পেয়েছিল। প্রাপ্ত অসম তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালের মধ্যে বৃত্তির উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণের লক্ষ্য পূরণ হয়নি। কিন্তু দাতাবৃন্দ এখন ২০১৫ সালের তুলনায় আরও বেশি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বৃত্তি প্রদানে সম্মত রয়েছে এবং আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রাপক দেশগুলোও নির্দিষ্ট এক বা দুটি মূল দাতার উপর নির্ভরশীল হচ্ছে না।

'মেধা পাচার' ধারণা, যেখানে বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজ দেশে ফিরে আসে না এই ধারণাটি পরিবর্তিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত পরিশীলিত 'মেধা বিস্তার' ধারণা দ্বারা। সাম্প্রতিককালে দেখা যায়, প্রত্যাবর্তন অভিবাসন সাব-সাহারান আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় অভিবাসন প্রবাহের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রতিনিধিত্ব করে এবং এই অভিবাসীরা গড়ে আরও বেশি শিক্ষিত। কিছু দেশ স্বীকার করে যে, এমনকি সুদক্ষ নাগরিক যারা অদূর ভবিষ্যতে ফিরে যাবে না তারা সঠিকভাবে নিযুক্ত (মুল্যায়িত) থাকলে একটি সম্পদরূপে পরিগণিত হবে। অভিবাসী নীতি সূচকের জন্য ২২টি লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান দেশগুলোর মধ্যে ৮টি দেশ আনুষ্ঠানিক মেধা বিস্তার নেটওয়ার্ক বজায় রাখে। ৩৫টি দেশের প্রবাসী নীতির একটি পূর্ববর্তী ম্যাপিং বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল, আয়ের স্তর এবং বিভিন্ন প্রকারের সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে। আর দেখা যায়, বৃত্তিতে বিদেশে পাঠানো দুই-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী বৈজ্ঞানিক নেটওয়ার্ক বজায় রেখেছিল এবং অর্ধেক শিক্ষার্থীর উপর দেশে ফেরার বাধ্যবাধকতা আরোপিত ছিল।

লক্ষ্য ৪.গ শিক্ষক

প্রতিবেদিত তথ্য ইঙ্গিত দেয় যে, সাব-সাহারান আফ্রিকা হলো এমন অঞ্চল যেখানে জাতীয় মান পূরণ করা শিক্ষকদের শতাংশ সর্বনিম্ন: প্রাক-প্রাথমিক ৫৭% (বনাম ৮৩% লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান), প্রাথমিকে ৬৭% (বনাম ৮৫% উত্তর আফ্রিকায় এবং পশ্চিম এশিয়া) এবং মাধ্যমিক শিক্ষায় ৬১% (বনাম মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ৭৮%)। সুতরাং, ২০১৫ সাল থেকে সামান্য উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও সাব-সাহারান আফ্রিকায় শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অনুপাত বিশ্বব্যাপী গড়ের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

এমনকি যোগ্য শিক্ষকরাও যে নির্দিষ্ট বিষয়ে পড়ান তার জন্য যোগ্য নাও হতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষাদান বিশ্বের বেশিরভাগ দেশেই প্রচলিত। ২০১৮ সালের 'টিচিং অ্যান্ড লার্নিং ইন্টারন্যাশনাল সার্ভে' অনুযায়ী অংশগ্রহণকারী কমপক্ষে ৪০টি শিক্ষা ব্যবস্থায় নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ১০% বিজ্ঞানের শিক্ষক এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ পাননি। গণিত শিক্ষকদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জর্জিয়া এবং সৌদি আরবে বিজ্ঞান ও গণিতের ৬০%এরও কম শিক্ষক আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অংশ হিসাবে তাদের শিক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। বিষয়বহির্ভূত শিক্ষাদান ন্যায্যতাকে উদ্বেগাক্রান্ত করেছে। কারণ প্রত্যেকেরই সমানভাবে একজন বিষয়বহির্ভূত শিক্ষক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না বা তার দ্বারা শেখানো হয় না, যা প্রায়ই গ্রামীণ অঞ্চলে এবং কম সুবিধাপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে দেখা যায়।

শিক্ষকদের বেতন সূচকের ওপর নতুন ইউআইএস সমীক্ষা, যা পরীক্ষা করে শিক্ষকদের ভাতা অন্যান্য পেশার তুলনায় কেমন, সেখানে বেশি যোগ্যতার প্রয়োজন হয় কিনা। বিভিন্ন শিক্ষা স্তরে শিক্ষকদের গড় আয়ের তারতম্য একই দেশে কম থাকে কিন্তু দেশভেদে তার ব্যপকতা বৃদ্ধি পায়। তথ্য-প্রমাণে দেখা যায় উচ্চ-আয়ের রাষ্ট্রে শিক্ষকদের অন্যান্য খাতের পেশাদারদের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হয় (**চিত্র ৮**)।

শিক্ষক বেতন সূচক শিক্ষকের প্রেরণার জন্য একটি বিকল্প হিসাবে বোঝানো হয়। তবে আরও অনেক কারণ অনুপ্রেরণাকে প্রভাবিত করে, যেমন; একটি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকার আটটি দেশে উল্লেখযোগ্যহারে শিক্ষক অনুপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এমনকি শিক্ষকের স্ব-প্রতিবেদন অনুসারে, সপ্তাহে অন্তত একবার স্কুলে অনুপস্থিতদের শতকরা হার কেনিয়া এবং রুয়ান্ডায় ১০% এর কম, দক্ষিণ সুদানে প্রায় ৩০%। শিক্ষকরা বলছেন যে, তারা স্বাস্থ্য (৬২%) এবং পারিবারিক কারণে (৩৫%) অনুপস্থিত থাকেন। তারপরের কারণগুলো হলো আবহাওয়া (বিশেষ করে ভারী বৃষ্টি এবং অত্যাধিক গরম), দাপ্তরিক ব্যবসায় এবং পরিবহন সমস্যা।

অন্যান্য এসডিজিতে শিক্ষা

শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়িতে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তির অনুমতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ভূটানের গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন কর্মসূচি জ্বালানি কাঠের ব্যবহার কমাতে সাহায্য করেছে এবং একই কারণে ০.৮ বছর বেশি বিদ্যালয়ে পড়াশোনার সময় বেড়েছে। যার প্রভাব ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের উপর বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। বিদ্যালয়গুলোতে শিখন পরিবেশকে উন্নত করতে বিদ্যুৎ শক্তির সুবিধা প্রাপ্তি এবং শিক্ষা উপকরণে প্রবেশাধিকার সম্প্রসারিত করেছে। জ্বালানি খাত সহায়ক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম দেখেছে যে, কেনিয়ার ৭২% বিদ্যালয়, কিন্তু ইথিওপিয়াতে মাত্র ২২% বিদ্যালয়ের, জাতীয় পাবলিক গ্রিডের সুবিধা-প্রাপ্ত ছিল। রাস্তাঘাট দারিদ্র্য বিমোচনে এবং শিক্ষার ফলাফল সহ অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা করে। অ্যান্টিওকিয়ার কলম্বিয়ান বিভাগে উন্নত গ্রামীণ রাস্তাগুলো গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা পারদর্শিতার সাথে সম্পর্কযুক্ত ।

২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনের দৌড়ে, নবায়নযোগ্য শক্তি প্রযুক্তির উন্নতিতে প্রশংসনীয় অগ্রগতি হয়েছে, যা সৌর ও বায়ু শক্তিতে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বড় বিনিয়োগ সহায়তায় অর্জিত হয়েছে। টেকসইভাবে ব্যবহার এবং উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান সচেতনতাও রয়েছে।

তদুপরি, বাজারমুখী নয় এমন লক্ষ্যগুলোর ক্ষেত্রে উন্নতি, যেমন: পরিচ্ছন্ন রান্নার প্রযুক্তিতে ন্যায্য প্রবেশগম্যতা, নবায়নযোগ্য শক্তি বৃদ্ধি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন, সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলিকে আর্থিক সহায়তা, বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং ন্যায়সঙ্গত কর্মশক্তির বিকাশ – সংগ্রাম দ্বারা অর্জিত হয়েছে। টেকসই লক্ষ্য অর্জনে শিক্ষা সহায়তা করেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিদ্যুৎ শক্তি এবং অন্যান্য টেকসই বাধাসমূহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বোঝার ক্ষমতার উন্নয়ন করতে হবে। জনসচেতনতা বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনে অবদান রাখতে পারে। সবুজায়ন রূপান্তরকে সমর্থন করার জন্য পেশাদার সক্ষমতার বিকাশ অভূতপূর্ব গতিতে হওয়া প্রয়োজন।

অর্থায়ন পরিবীক্ষণ

সরকারের শিক্ষা বরাদ্দ ২০০০ সালের ১৩.৮% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ১৪.১%-এ উন্নীত হয়েছে। কোভিড-১৯ এর শক্তিশালী প্রভাবের জন্য বর্তমানে ৭১টি দেশের বরাদ্দ নিম্নমুখী যা ২০২১ সাল নাগাদ ১৩.৫%-এ নেমেছে। ২০১৪-১৯ সালের ১৫১টি দেশের তথ্যানুযায়ী ৪৮টি দেশ বা ৩২% অঞ্চলে ৪% জিডিপি বেঞ্চমার্ক অথবা শিক্ষায় ১৫% খরচের লক্ষ্যচ্যুতি ঘটেছে। কোন কোন দেশ সুবিধাবঞ্চিতদের জন্য ভাল কাজ করতে সক্ষম হয়েছে। আলজেরিয়ায় তিন মিলিয়ন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার্থীর জন্য জনপ্রতি ২৩ US$ বাৎসরিক শিক্ষা ভাতা দেয়া হয়: যার থেকে ৩৮% হতদরিদ্র এবং ১০% ধনী শিক্ষার্থী সহায়তা পায়।

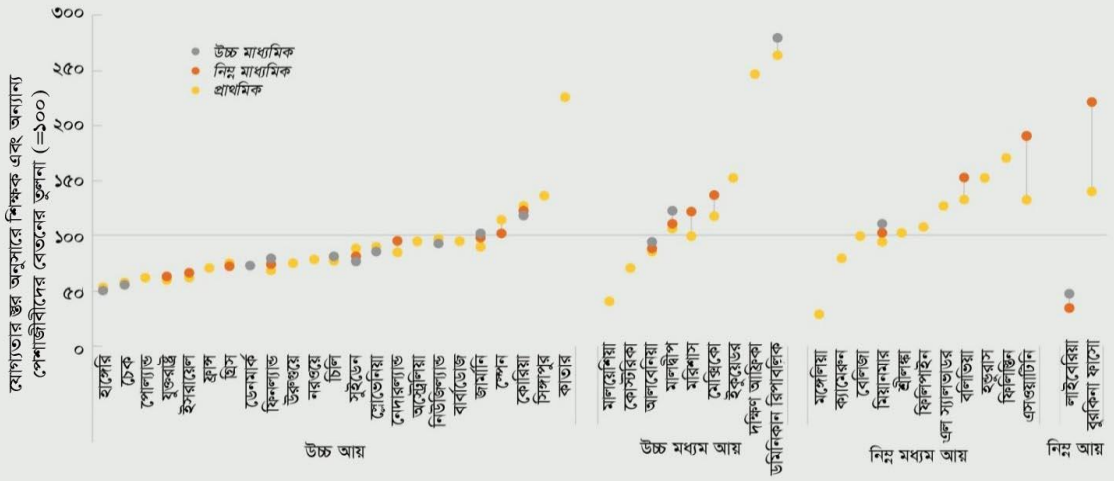
২০১৯ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যের পরিমাণ ১৫.৩ বিলিয়ন US$-এ নেমে আসে। শিক্ষাক্ষেত্রে সাহায্যের কার্যকারিতা নিয়ে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। অনেকে সরকারি মালিকানা ও ফলাফলে গুরুত্ব দেন, এছাড়া স্বচ্ছতা, যৌথ জবাবদিহি এবং সার্বিক উন্নয়নের অংশীদারিত্ব যার অন্তর্গত। সামগ্রিক শিক্ষা বাজেটে সাহায্যের পরিমাণ ২০০২ এ ৬.৬% থেকে ২০১৯ এ ২.৫% এ নেমে আসে।

২০১০ সালে ১০০টি নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশের গৃহস্থালি বাজেটের উপর সমীক্ষা থেকে জানা যায় পরিবারগুলো তাদের সাংসারিক খরচ থেকে শিক্ষা বাবদ ৩.২% খরচ করে। হাইতি ও লেবানন, সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশসমূহে, যেমন: রুয়ান্ডা, উগান্ডা ও জাম্বিয়ায় তা ৬% বা তারও বেশি থাকে।

চিত্র ৮:

অন্যান্য পেশাজীবীদের তুলনায় উচ্চ আয়ের দেশগুলোতে শিক্ষকদের বেতন তুলনামূলকভাবে কম কিন্তু নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশে বেতন বেশি

২০১৫-১৯ সালের সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী যোগ্যতার স্তর অনুসারে শিক্ষক এবং অন্যান্য পেশার মধ্যে বেতনের তুলনা



GEM StatLink: https://bit.ly/GEM2021_Summary_fig8

সূত্র: UIS ডাটাবেজ

শিক্ষায় বেসরকারি প্রতিষ্ঠান:

কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়?

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীরা স্কুল কার্যক্রমের বাইরেও তাদের ভূমিকা প্রসারিত করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেন। কোভিড-১৯ মহামারীর প্রভাবের নতুন নতুন প্রমাণসহ এসডিজি ৪এর অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি *বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষন প্রতিবেদন* ২০২১/২ ঐ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষার্থী ও শিক্ষককে একটি একক ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখার জন্য সরকারসমূহকে তাগিদ দিয়েছে। বিশেষ সুবিধাভোগ বা বঞ্চনা থেকে সরকারের দৃষ্টি অন্যদিকে না সরিয়ে মান, তথ্য, প্রণোদনা এবং জবাবদিহিতা সরকারসমূহকে সবার জন্য শিক্ষার অধিকার সুরক্ষা ও সম্মানপ্রদান ও পূরণে সহায়তা করে। সরকারি অর্থায়নে শিক্ষা সবাইকে প্রদান করতে হবে বিষয়টি এমন নয়। কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অর্জন এবং শিক্ষকদের কাজের পরিবেশের বৈষম্য দূর করতে হবে। বাণিজ্যিক গোপনীয়তার পরিবর্তে সক্ষমতা ও উদ্ভাবনকে ছড়িয়ে দেওয়া উচিত এবং এগুলো সকলের চর্চা করা উচিত। এজন্য অসাধু উদ্দেশ্যকে রহিত করার জন্য সরকারি শিক্ষানীতি প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করতে হবে।

কে গ্রহণ করে? কে বঞ্চিত হয়? এই প্রতিবেদনটি নীতিনির্ধারকদের বেসরকারি শিক্ষাপ্রদানকারীদের নিকট মৌলিক পছন্দের সম্পর্ক নিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে আহ্বান জানায়- ন্যায্যতা এবং পছন্দের স্বাধীনতা; উৎসাহজনক উদ্যোগ এবং মান নির্ধারণ; বিভিন্ন উপায় এবং চাহিদার গ্রুপসমূহ; এসডিজি ৪এর জন্য তাৎক্ষণিক প্রতিশ্রুতিসমূহ এবং যেগুলো ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হবে (যেমন: মাধ্যমিক-পরবর্তী শিক্ষা); এবং শিক্ষা এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রসমূহ।

পঞ্চম *বৈশ্বিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনকে* সমর্থন করে দুটি অনলাইন টুলস:// PEER, একটি নীতি সংলাপের ভান্ডার যা বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থায় বেসরকারি কার্যক্রম এবং বিধিবিধানের বর্ণনা করে; এবং VIEW, একটি নতুন ওয়েবসাইট যা বিভিন্ন উৎসকে সমন্বিত করে সময়ের সাথে সাথে সেগুলোর সমাপ্তির হার সম্পর্কে ধারণা দেয়।

unesco
Global Education Monitoring Report

Sustainable Development Goals

www.unesco.org/publishing ● www.unesco.org/gemreport